BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (10TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART :

SOPOTH O MANOT
SOPOTHER KAFFARA (page 39-49)
UTTORADHIKAR (page 50-71)
SORIYATER SASTI (page 72-82)
KAFER O DHORMOTEGI BIDRHIDER BIBORON
(page 83-113)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْر

শপথ ও মানত অধ্যায়

بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ اِلٰى قَوْلِهِ تَشْكُرُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে দৃঢ় কর..... তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পর্যন্ত

٦١٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لَّمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِىْ يَمِيْنٍ قَطُّ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ ، وَقَالَ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ.

৬১৬৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আবুল হাসান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) কখনও কসম ভঙ্গ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা কসমের কাফ্‌ফারা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলতেন, আমি যেকোন ব্যাপারে কসম করি। এরপর যদি এর চেয়ে উত্তমটি দেখতে পাই তবে উত্তমটিই করি এবং আমার কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্‌ফারা আদায় করে দেই।

٦١٦٩ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْاَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَاِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ ، فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ-

banglainternet.com

৬১৬৯ আবূ নু'মান মুহাম্মদ ইব্ন ফাযল (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন ঃ হে আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কেননা, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এর জন্য সাহায্য করা হবে। কোন কিছুর ব্যাপারে যদি কসম কর আর তা ব্যতীত অন্য কিছুর মাঝে কল্যাণ দেখতে পাও; তবে স্বীয় কসমের কাফ্ফারা আদায় করে তার চেয়ে উত্তমটি অবলম্বন কর।

٦١٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ نَلْبَثَ ثُمَّ اُتِىَ بِثَلاَثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا اَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَاللّٰهِ لاَ يُبَارَكُ لَنَا اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوْا بِنَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَنُذَكِّرُهُ فَاَتَيْنَاهُ فَقَالَ مَا اَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اَوْ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ-

৬১৭০ আবূ নু'মান (র).....আবূ বুরদা (রা)-এর পিতা আবূ মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা আশ'আরী সম্প্রদায়ের একদল লোকের সঙ্গে নবী ﷺ -এর কাছে এলাম একটি বাহন সংগ্রহ করার জন্য। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। আর আমার কাছে এমন কোন জন্তু নেই যার উপর আরোহণ করা যায়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইলেন, ততক্ষণ আমরা সেখানে অবস্থান করলাম। এরপর নবী ﷺ -এর কাছে অতীব সুন্দর তিনটি উষ্ট্রী আনা হল। তিনি সেগুলোর উপর আমাদেরকে আরোহণ করালেন। এরপর আমরা যখন চলতে লাগলাম তখন বললাম অথবা আমাদের মাঝে কেউ বলল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আমাদেরকে বরকত প্রদান করবেন না। কেননা, আমরা যখন নবী করীম ﷺ -এর কাছে বাহন চাইতে এলাম তিনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করলেন। এরপর আমাদেরকে আরোহণ করালেন। চল আমরা নবী ﷺ -এর কাছে যাই এবং তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেই। এরপর আমরা তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাইনি বরং আল্লাহ্ তা'আলা আরোহণ করিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! আমি যখন আল্লাহ্র ইচ্ছা মুতাবিক কোন কসম করি আর তা ব্যতীত অন্যটির মাঝে যদি মঙ্গল দেখি তখন কসমের জন্য কাফ্ফারা আদায় করে দেই। আর যেটা মঙ্গলকর সেটাই করে নেই এবং স্বীয় কসমের কাফফারা আদায় করে দেই।

banglainternet.com

٦١٧١ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ

السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لاَنْ يَلِجَّ اَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِى اَهْلِهِ اثْمٌ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَنْ يُعْطِىَ كَفَّارَتَهُ الَّتِى افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ-

৬১৭১ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষ আগমনকারী আর কিয়ামতের দিন হব অগ্রগামী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তোমাদের মাঝে কেউ আপন পরিজনের ব্যাপারে শপথকারী হলে আল্লাহ্র নিকট সে গুনাহ্গার হবে ঐ ব্যক্তির তুলনায়, যে কাফ্ফারা আদায় করে দেয় যা আল্লাহ্ তা'আলা অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

٦١٧٢ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَلَجَّ فِى اَهْلِهِ بِيَمِيْنٍ فَهُوَ اَعْظَمُ اِثْمًا لَيْسَ تُغْنِى الْكَفَّارَةُ-

৬১৭২ ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আপন পরিবারের ব্যাপারে কসম করে এর উপর অটল থাকে সে সবচেয়ে বড় গুনাহ্গার, যা কাফ্ফারা দূর করে না।

٢٧٤٦ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَيْمُ اللّٰهِ

২৭৫০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আল্লাহ্র কসম

٦١٧٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِى اِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِى اِمْرَتِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِى اِمْرَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ ، وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلاِمَارَةِ ، وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ ، وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ بَعْدَهُ-

৬১৭৩ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন আর তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন উসামা ইবন যায়িদকে। কতিপয় লোক তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমরা তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনামুখর হচ্ছ। ইতিপূর্বে তাঁর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তোমরা সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্র কসম! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। আর মানুষের মাঝে সে আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি ছিল। তারপরে নিশ্চয়ই এ উসামা অন্য সকল মানুষের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়।

٢٧٥١ بَابُ كَيْفَ كَانَ يَمِيْنُ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ سَعْدٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ وَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ لاَ هَا اللّٰهِ اِذًا يُقَالُ وَاللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَتَاللّٰهِ

banglainternet.com

২৭৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর কসম কিরূপ ছিল? সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ 'কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ'! আবূ কাতাদা বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী ﷺ এর নিকট لاها الله বলেছেন; যেখানে والله بالله বা تالله বলা যেত

٦١٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِيِّ ﷺ لاَوَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ-

৬১৭৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কসম ছিল مقلب القلوب বলা। অর্থাৎ অন্তরের পরিবর্তনকারীর (আল্লাহ্র) কসম।

٦١٧٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ-

৬১৭৫ মূসা (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কায়সারের (রূম সম্রাট) পতনের পরে আর কোন কায়সার হবে না। কিসরা (পারস্যের বাদশাহ্) এর যখন পতন হল তখনও তিনি বললেন ঃ এরপর আর কোন কিসরা হবে না। কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই এদের দু'জনের অগাধ সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় তোমরা খরচ করবে।

٦١٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِى نَفْسِىْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ-

৬১৭৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিসরা যখন ধ্বংস হবে তারপরে আর কোন কিসরা হবে না। আর কায়সার যখন ধ্বংস হবে তখন আর কোন কায়সার হবে না। কসম ঐ সত্তার। যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ! এদের ধন-সম্পদ অবশ্যই তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে।

٦١٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا-

banglainternet.com

৬১৭৭ মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ হে উম্মাতে মুহাম্মদী ﷺ আল্লাহ্র কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে।

٦١٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ عُقَيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلاَّ نَفْسِى ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَاِنَّهُ الاٰنَ وَاللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاٰنَ يَا عُمَرُ -

৬১৭৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরেছিলেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ না, ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এমন কি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক প্রিয় হতে হবে। তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন, এখন আল্লাহ্র কসম! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী ﷺ বললেন ঃ হে উমর! এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)।

٦١٧٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُ هُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُهُمَا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاْذَنْ لِى اَتَكَلَّمْ قَالَ تَكَلَّمْ ، قَالَ اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَسِيْفُ الْاَجِيْرُ زَنٰى بِامْرَاَتِهِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَلٰى ابْنِى الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِى ، ثُمَّ اِنِّى سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلٰى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَاِنَّمَا الرَّجْمُ عَلٰى امْرَاَتِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ ، اَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَجَلْدُ ابْنِهِ مِائَةٌ وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَاَمَرَ اُنَيْسًا الْاَسْلَمِيَّ اَنْ يَاْتِىَ امْرَاَةَ الْاٰخَرِ ، فَاِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا-

৬১৭৯ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, একদা দু' ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে নবী ﷺ-এর কাছে এলো। তন্মধ্যে একজন বলল, আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে আমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিন। দু'জনের মাঝে (অপেক্ষাকৃত) বুদ্ধিমান দ্বিতীয় লোকটি বলল, হ্যাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে মীমাংসা করে দিন। আর আমাকে কিছু বলার

banglainternet.com

অনুমতি দিন। তিনি বললেন ঃ বল। লোকটি বলল, আমার পুত্র এ লোকটির নিকট চাকর হিসাবে ছিল। (মালিক বলেন, عسيف শব্দের অর্থ চাকর) আমার পুত্র এর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা বলেছে যে, আমার পুত্রের (শাস্তি) রজম হবে। সুতরাং আমি একশ' বকরী ও একটি বাঁদী নিয়ে তার ফিদইয়া প্রদান করেছি। এরপর আমি আলিমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার পুত্রের একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের দেশান্তর হবে। আর রজম হবে এর স্ত্রীর। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের উভয়ের মাঝে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ভিত্তিক মীমাংসা করে দেব। তোমার বকরী ও বাঁদী তোমাকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তিনি তাঁর পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করলেন। আর উনায়স আসলামীকে হুকুম করা হল অপর লোকটির স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য। সে যদি (ব্যভিচার) স্বীকার করে তবে তাকে রজম করতে। সে তা স্বীকার করল, সুতরাং তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) করল।

٦١٨٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي بَكْرَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَاَسَدٍ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالُوْا نَعَمْ ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ-

৬১৮০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আসলাম, গিফার, মুযায়না এবং জুহায়না বংশ যদি তামীম, আমির ইব্ন সাসা'আ, গাতফান ও আসাদ বংশ থেকে উত্তম হয় তা হলে তোমাদের কেমন মনে হয়? তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, হাঁ, তখন তিনি বললেন ঃ কসম ঐ মহান সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই তারা এদের চেয়ে উত্তম!

٦١٨١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ اَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ اَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ اَبِيْكَ وَاُمِّكَ فَنَظَرْتَ اَيُهْدٰى لَكَ اَمْ لاَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَاْتِيْنَا فَيَقُوْلُ هٰذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهٰذَا اُهْدِيَ لِي اَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدٰى لَهُ اَمْ لاَ ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَغُلُّ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَاِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهُ خُوَارٌ ، وَاِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ، فَقَالَ اَبُوْ

banglainternet.com

حُمَيْدٌ ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ حَتّٰى اِنَّا لَنَنْظُرُ اِلٰى عُفْرَةِ اِبْطَيْهِ ، قَالَ اَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلُوْهُ-

৬১৮১ আবুল ইয়ামান (র).... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠালেন। সে কাজ শেষ করে তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আপনার জন্য আর এ জিনিসটি আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে রইলে না কেন? তা হলে তোমার জন্য হাদিয়া পাঠাত কি না তা দেখতে পেতে? এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার ওয়াক্তের সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাশাহহুদ পাঠ করলেন ও আল্লাহ্ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন ঃ রাজস্ব আদায়কারীর অবস্থা কি হল? আমি তাকে নিযুক্ত করে পাঠালাম আর সে আমাদের কাছে এসে বলছে, এটা সরকারী রাজস্ব আর এ জিনিস আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। সে তার বাবা-মার ঘরে বসে রইল না কেন? তা হলে দেখত তার জন্য হাদিয়া দেওয়া হয় কি না? ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ, তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোন বস্তুতে সামান্যতম খিয়ানত করে, তা হলে কিয়ামতের দিন সে ঐ বস্তুটিকে তার কাঁধে বহন করা অবস্থায় আসবে। সে বস্তুটি যদি উট হয় তা হলে উট আওয়ায করতে থাকবে। যদি গরু হয় তবে হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে। আর যদি বকরী হয় তবে বকরী আওয়ায করতে থাকবে। আমি পৌঁছিয়ে দিলাম। রাবী আবূ হুমায়দ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হস্ত মুবারক এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর দু'বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। আবূ হুমায়দ বলেন, এ কথাগুলো যায়িদ ইব্ন সাবিতও আমার সঙ্গে শুনেছে নবী ﷺ থেকে। সুতরাং তোমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পার।

٦١٨٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً-

৬১৮২ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তা হলে তোমরা অবশ্যই অধিক ক্রন্দন করতে আর অল্প হাসতে।

٦١٨٣ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . قُلْتُ مَا شَانِي اَيُرٰى فِيَّ شَيْءٌ ؟ مَا شَانِي فَجَلَسْتُ وَهُوَ يَقُوْلُ . فَمَا اسْتَطَعْتُ اَنْ اَسْكُتَ ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِاَبِي اَنْتَ وَاُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا-

banglainternet.com

৬১৮৩ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ..... আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় বসে বলছিলেন ঃ কা'বাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কা'বাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার অবস্থা কি? আমার মাঝে কি কিছু (ত্রুটি) পরিলক্ষিত হয়েছে? তিনি বলছিলেন, এমন অবস্থায় আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম। আমি তাঁকে থামাতে পারলাম না। যতক্ষণের জন্য আল্লাহ্ চাইলেন আমি চিন্তায় আচ্ছন্ন রইলাম। এরপর আমি আরয করলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। ঐ সমস্ত লোক কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! তিনি বললেন ঃ এরা হল ঐ সকল লোক যারা অধিক সম্পদের অধিকারী। তবে হাঁ, ঐ সমস্ত লোক স্বতন্ত্র যারা এরূপ, এরূপ ও এরূপ (ক্ষেত্রে খরচ করে)।

٦١٨٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سُلَيْمَانُ لَاَ طُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِيْنَ امْرَاَةً كُلُّهُنَّ تَاْتِى بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَاَيْمُ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فُرْسَانًا اَجْمَعُوْنَ-

৬১৮৪ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদা সুলায়মান (আ) বললেনঃ আমি আজ রাতে নব্বইজন স্ত্রীর সাথে মিলিত হব, যারা প্রত্যেকেই একটি করে সন্তান জন্ম দেবে, যারা হবে অশ্বারোহী; জিহাদ করবে আল্লাহ্‌র রাস্তায়। তাঁর সঙ্গী বলল, ইন্‌শা আল্লাহ্ (বলুন)। তিনি ইন্‌শা আল্লাহ্ বললেন না। অতঃপর তিনি সকল স্ত্রীর সঙ্গেই মিলিত হলেন। কিন্তু কেবলমাত্র একজন স্ত্রীই গর্ভবতী হলেন, তাও এক অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ। তিনি যদি ইন্‌শা আল্লাহ্ বলতেন, তাহলে সকলেই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করত।

٦١٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اُهْدِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُوْنَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِيْنِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْهَا ؟ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هٰذَا قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ وَاِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ-

৬১৮৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র) ..... বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জন্য একদা রেশমের এক টুকরা বস্ত্র হাদিয়া পাঠানো হল। লোকেরা তার সৌন্দর্য ও মসৃণতা দেখে অবাক হয়ে পর্যায়ক্রমে হাতে নিয়ে দেখছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি এটি দেখে অবাক হচ্ছ? তাঁরা

banglainternet.com

উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ ঐ মহান সত্তার কসম। যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই জান্নাতে সা'দের রুমাল এর চেয়েও উত্তম হবে। আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, তবে শুবা এবং ইসরাঈল আবূ ইসহাক থেকে যে বর্ণনা করেছেন তাতে والذى نفسى بيده কথাটি বলেননি।

٦١٨٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ اَخْبَاءٍ اَوْخِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ يَذِلُّوا مِنْ اَهْلِ اَخْبَائِكَ اَوْ خِبَائِكَ ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ اَهْلُ اَخْبَاءٍ اَوْ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ يَعِزُّوا مِنْ اَهْلِ اَخْبَائِكَ اَوْ خِبَائِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ ؟ قَالَ لَا اِلَّا بِالْمَعْرُوْفِ-

৬১৮৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দা বিন্ত উতবা ইব্ন রাবীআ' (একদা) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ এমন এক সময় ছিল যখন ভূ-পৃষ্ঠে যারা তাঁবুতে বাস করছে তাদের মাঝে আপনার অনুসারী যারা তারা লাঞ্ছিত হোক এটা আমি খুবই পছন্দ করতাম। (এখানে বর্ণনার মাঝে তিনি اخباء বলেছেন, না خباء বলেছেন এ সম্পর্কে রাবী ইয়াহ্ইয়ার সন্দেহ রয়েছে।) কিন্তু আজ আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয় কিছুই নেই যে, তাঁবুতে বসবাসকারীদের মাঝে আপনার অনুসারীরা সম্মানিত হোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ। এ মর্যাদা আরও বর্ধিত হোক। হিন্দা বললো, আবূ সুফিয়ান নিশ্চয়ই একজন কৃপণ লোক। তার মাল থেকে (তার পরিজনকে) কিছু খাওয়ালে এতে কি আমার কোন অন্যায় হবে? তিনি বললেন ঃ না। তবে তা (শরীয়তসম্মত) পন্থায় হতে হবে।

٦١٨٧ حَدَّثَنِي اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُضَيِّفٌ ظَهْرَهُ اِلٰى قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ بِمِنًى اِذْ قَالَ لِاَصْحَابِهِ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ اَفَلَمْ تَرْضَوْا اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ-

banglainternet.com

৬১৮৭ আহ্মাদ ইব্ন উসমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সময় ইয়ামানী চামড়ার কোন এক তাঁবুতে তাঁর পৃষ্ঠ মুবারক হেলান দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা বেহেশ্তীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এতে কি তোমরা

খুশি আছ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা বেহেশ্‌তীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এতে কি তোমরা খুশি নও! তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ! নিশ্চয়ই আমি কামনা করি তোমরা বেহেশ্‌তীদের অর্ধেক হবে।

٦١٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَاَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ-

৬১৮৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র).....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে قل هو الله احد পাঠ করতে শুনলেন। তিনি তা বারংবার পাঠ করছিলেন। প্রভাত হলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর কাছে উল্লেখ করলেন। আর উক্ত ব্যক্তি যেন উক্ত সূরার তিলাওয়াতকে কম গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই এ সূরা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

٦١٨٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَتِمُّوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِيْ اِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَاِذَا مَا سَجَدْتُمْ-

৬১৮৯ ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তোমরা রুকূ' ও সিজ্‌দা পূর্ণভাবে আদায় কর। ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তোমরা যখন রুকূ এবং সিজ্‌দা কর তখন আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখতে পাই।

٦١٩٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ مَعَهَا اَوْلاَدٌ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّكُمْ لَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ-

৬১৯০ ইসহাক (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক নারী নবী ﷺ-এর খেদমতে হাযির হল; সঙ্গে ছিল তার সন্তান-সন্ততি। নবী ﷺ বললেন ঃ ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মানুষের মাঝে তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন।

banglainternet.com

٢٧٥٢ بَابٌ لاَ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ

২৭৫২. অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা পিতা-পিতামহের কসম করবে না

٦١٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيْرُ فِىْ رَكْبٍ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ-

৬১৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত : একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমর ইব্ন খাত্তার (রা)-কে কোন বাহনের উপর আরোহণ অবস্থায় পেলেন। তিনি তখন তাঁর পিতার নামে কসম করছিলেন। তিনি বললেন ঃ সাবধান। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে নতুবা চুপ থাকে।

٦١٩٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ . قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَوْ اَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ يَاْثُرُ عِلْمًا . تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِىُّ وَاِسْحٰقُ الْكَلْبِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ عُمَرَ-

৬১৯২ সাঈদ ইব্ন ওফায়র (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পিতা-পিতামহের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমি স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে তাদের নামে কসম করিনি। মুজাহিদ (র) বলেছেন, اواثرة من علم يأثر علما দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানগত বিষয় নকল করা। অনুরূপ উকায়ল, যুবায়দী ও ইসহাক কালবী (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন উয়ায়নাহ..... ইব্ন উমর (রা) নবী ﷺ উমর (রা)-কে বলেছেন।

٦١٩٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ-

৬১৯৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের পিতা-পিতামহগণের নামে কসম করো না।

banglainternet.com

٦١٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيْمِىِّ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَىِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ وُدٌّ وَاِخَاءٌ

فَكُنَّا عِنْدَ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فِيْهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِى ، فَدَعَاهُ اِلَى الطَّعَامِ ، فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ اٰكُلَهُ ، فَقَالَ قُمْ فَلاُحَدِّثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ ، اِنِّىْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى نَفَرٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَسَاَلَ عَنَّا فَقَالَ اَيْنَ النَّفَرُ الْاَشْعَرِيُّوْنَ ، فَاَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرَّ الذُّرَى ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ وَاللّٰهِ لاَتُفْلِحُ اَبَدًا ، فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ اِنَّا اَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ لاَ تَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا ، قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ اَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ وَاللّٰهِ لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا -

৬১৯৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের গোত্র জারাম এবং আশ'আরী গোত্রের মাঝে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আমরা (একদা) আবূ মূসা আশ'আরীর সঙ্গে ছিলাম। তাঁর কাছে খাবার পেশ করা হল, যার মাঝে ছিল মুরগীর গোশত। তাইমিল্লাহ্ গোত্রের এক লাল রঙের ব্যক্তি তাঁর কাছে ছিল। সে দেখতে গোলামদের মত। তিনি তাকে খাবারে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করলেন। তখন সে লোকটি বলল, আমি এ মুরগীকে এমন কিছু খেতে দেখেছি যার কারণে আমি একে ঘৃণা করছি। তাই আমি কসম করেছি যে, মুরগী আর খাব না। তিনি বললেন, ওঠ, আমি এ সম্পর্কে অবশ্যই তোমাকে একখানা হাদীস বলব। একদা আমি কতিপয় আশ'আরীর সঙ্গে বাহন সংগ্রহের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। আর বাহনযোগ্য এমন কিছুই আমার কাছে নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গনীমতের কিছু উট্ট এল। তিনি আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন ঃ আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? এরপর আমাদের জন্য পাঁচটি উৎকৃষ্ট মানের সুদর্শন উট দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। আমরা যখন চলে গেলাম, তখন চিন্তা করলাম আমরা এ কি করলাম? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো কসম করেছিলেন আমাদেরকে বাহন দেবেন না বলে। আর তাঁর কাছে কোন বাহন তো ছিলও না। কিন্তু এরপর তিনি তো আমাদেরকে আরোহণের জন্য বাহন দিলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কসমের কথা ভুলে গিয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম! এ বাহন আমাদের কোন কল্যাণে আসবে না। সুতরাং আমরা তাঁর কাছে ফিরে গেলাম এবং তাকে বললাম যে, আমাদেরকে আপনি আরোহণ করাবেন এ উদ্দেশ্যে আমরা তো আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি কসম করেছিলেন যে, আপনি আমাদেরকে কোন বাহন দিবেন না। আর আপনার কাছে এমন কোন কিছু ছিলও না, যাতে আমাদেরকে আরোহণ করাতে পারেন। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাইনি বরং আল্লাহ্ তা'আলা করিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখন কোন কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে যদি অধিক মঙ্গল দেখতে পাই, তা হলে যা মঙ্গল তাই বাস্তবায়িত করি এবং আমি কসম ভঙ্গ করি।

banglainternet.com

٢٧٥٣ بَابُ لاَ يُحْلَفُ بِاللاَتِ وَالْعُزَّى وَلاَ بِالطَّوَاغِيْتِ

২৭৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ লাত, উয্যা ও প্রতিমাসমূহের কসম করা যায় না

٦١٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِى حَلِفِهِ بِاللاَتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ-

৬১৯৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে ব্যক্তি কসম করে এবং বলে, 'লাত ও উয্যার কসম', তখন সে যেন বলে لا اله الا الله আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে 'এস জুয়া খেলি' তখন এর জন্য তার সাদাকা করা উচিত।

٢٧٥٤ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْئِ وَاِنْ لَمْ يُحْلَفْ

২৭৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি কোন বস্তুর কসম করে অথচ তাঁকে কসম দেয়া হয়নি

٦١٩٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِى بَاطِنِ كَفِّهِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ ، ثُمَّ اِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَاَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمٰى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ-

৬১৯৬ কুতায়বা (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি তৈয়ার করালেন এবং তিনি তা পরিধান করতেন। পরিধানকালে তার পাথরটি হাতের ভিতরের দিকে রাখলেন। তখন লোকেরাও (এরূপ) করল। এরপর তিনি মিম্বরের উপর বসে তা খুলে ফেললেন এবং বললেন ঃ আমি এ আংটি পরিধান করেছিলাম। এবং তার পাথর হাতের ভিতরের দিকে রেখেছিলাম। অতঃপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি এ আংটি আর কোনদিন পরিধান করব না! তখন লোকেরাও আপন আপন আংটিগুলো খুলে ফেলল।

٢٧٥٥ بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْاِسْلاَمِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِاللاَتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يَنْسُبْهُ اِلَى الْكُفْرِ

২৭৫৫ অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কসম করে। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি লাত ও উয্যার কসম করে তবে সে যেন বলে لا اله الا الله এতে কুফরীর দিকে তার সম্পর্ক বোঝায় না

banglainternet.com

٦١٩٧ حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْاِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ . قَالَ

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ-

৬১৯৭ মুআল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)..... সাবিত ইব্‌ন যিহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কসম করলে সেটা ঐ রকমই হবে, যে রকম সে বলল। তিনি (আরও বলেন) কোন ব্যক্তি যে কোন জিনিসের মাধ্যমে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনে তাকে ঐ জিনিস দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু'মিনকে লা'নত করা তার হত্যা তুল্য। আবার কোন মু'মিনকে কুফরীর অপবাদ দেওয়াও তার হত্যা তুল্য।

٢٧٥٦ بَابُ لاَ يَقُوْلُ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتُ ، وَهَلْ يَقُوْلُ اَنَا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ

২৭৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ "যা আল্লাহ্ চান ও তুমি যা চাও" বলবে না। "আমি আল্লাহ্‌র সাথে এরপর তোমার সাথে" এরূপ বলা যাবে কি

٦١٩٨ قَالَ عَمْرٌو ابْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي عَمْرَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي اِسْرَائِيْلَ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَاَتَى الْاَبْرَصَ فَقَالَ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فَلاَ بَلاَغَ لِي اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ-

৬১৯৮ আমর ইব্‌ন আসিম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং একজন ফেরেশ্‌তা পাঠালেন। ফেরেশ্‌তা কুষ্ঠরোগীর কাছে এল। সে বলল, আমার যাবতীয় উপায়-উপকরণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন আমার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া, অতঃপর তুমি ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করলেন।

٢٧٥٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَوَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَتُحَدِّثَنِي بِالَّذِيْ اَخْطَاْتُ فِي الرُّؤْيَا ، قَالَ لاَ تُقْسِمْ

২৭৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলার নামে সুদৃঢ় কসম করেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! আমি স্বপ্নের তাবীর করতে যে ভুল করেছি তা আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি কসম করো না

banglainternet.com

٦١٩٩ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ-

৬১৯৯ কাবীসা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে কসম পূর্ণ করতে হুকুম করেছেন।

٦٢٠٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اُسَامَةَ اَنَّ ابْنَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسَامَةُ وَسَعْدٌ وَاُبَيٌّ اَنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَمَا اَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى ، فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ، فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ اِلَيْهِ فَاَقْعَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِيِّ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ مَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللّٰهُ فِي قُلُوْبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ-

৬২০০ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (রা).....উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা উসামা ইব্‌ন যায়িদ, সা'দ ও উবাই (রা) নবী ﷺ -এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ -এর জনৈক কন্যা তাঁর কাছে এ মর্মে খবর পাঠালেন যে, আমার পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় আছে। সুতরাং তিনি যেন আমাদের কাছে তশরীফ আনেন। তিনি উত্তরে সালামের সাথে এ কথা বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা দান করেন আর যা নিয়ে নেন সব কিছুই তো আল্লাহ্‌র জন্য। আর সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট নির্ধারিত আছে। অতঃপর তোমার জন্য ধৈর্য ধারণ করা এবং পুণ্য মনে করা উচিত। এরপর তাঁর কন্যা কসম দিয়ে আবার খবর পাঠালেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম। (সেখানে পৌঁছে) তিনি যখন বসলেন, সন্তানটি তাঁর সামনে আনা হল। তিনি তাকে নিজের কোলে নিয়ে বসালেন, আর শিশুটির শ্বাস নিঃশেষ হয়ে আসছিল। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তখন সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কি ব্যাপার? তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা তার মনের ভিতরে দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো কেবলমাত্র তাঁর দয়ার্দ্র বান্দাদের ওপরই দয়া করে থাকেন।

٦٢٠١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَمُوْتُ لاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ-

banglainternet.com

৬২০১ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে (সে যদি ধৈর্য ধারণ করে) তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, হ্যাঁ, কসম পূর্ণ করার জন্য (জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত) অতিক্রম করতে যতটুকু সময় লাগে।

٦٢٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ ابْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلَى اَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ ، وَاَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ-

৬২০২ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... হারিসা ইব্ন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি। আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হবে দুনিয়াতে দুর্বল, মাজলুম। তারা যদি কোন কথায় আল্লাহ্র ওপর কসম করে ফেলে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। আর যারা জাহান্নামে যাবে তারা হবে অবাধ্য, ঝগড়াটে ও অহংকারী।

٢٧٥٨ بَابٌ اِذَا قَالَ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اَوْ شَهِدْتُ بِاللّٰهِ

২৭৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যখন বলে ঃ আল্লাহ্ তা'আলাকে আমি সাক্ষী মানছি অথবা যদি বলে, আল্লাহ্ তা'আলাকে আমি সাক্ষী বানিয়েছি

٦٢٠٣ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ قَرْنِيْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ، قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانَ اَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ اَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ-

৬২০৩ সা'দ ইব্ন হাফ্স (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে একদা প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন ঃ আমার সময়ের মানুষ। এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা। এরপরে এমন লোক (পৃথিবীতে) আসবে যে তাদের সাক্ষী কসমের উপর অগ্রগামী হবে, আর কসম সাক্ষীর উপর অগ্রগামী হবে। রাবী ইবরাহীম বলেন যে, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের সাথীরা সাক্ষী এবং অঙ্গীকারের সাথে কসম করতে নিষেধ করতেন।

٢٨٥٩ بَابُ عَهْدِ اللّٰهِ

২৭৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নামে অঙ্গীকার করা

٦٢٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اَوْ قَالَ اَخِيْهِ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ

banglainternet.com

تَصْدِيْقَهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً قَالَ سُلَيْمَانُ فِيْ حَدِيْثِهِ ، فَمَرَّ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ ؟ قَالُوْا لَهُ . فَقَالَ الْاَشْعَثُ نَزَلَتْ فِيَّ وَفِيْ صَاحِبٍ لِيْ فِيْ بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا-

৬২০৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তির মাল আত্মসাৎ করার জন্য অথবা বলেছেন ঃ তার ভাইয়ের মাল আত্মসাৎ করার জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করবে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তার মুলাকাত হবে এমতাবস্থায় যে আল্লাহ্ তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। এ কথারই প্রত্যয়নে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে (পরকালে তাদের কোন অংশ নেই)। বারী সুলায়মান তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, আশ'আছ ইব্‌ন কায়স্ (রা) যখন পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জিজ্ঞাসা করেন, আবদুল্লাহ্ তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? উত্তরে লোকেরা তাঁকে কিছু বলল। তখন আশ'আছ (রা) বললেন, এ আয়াত তো আমার আর আমার এক সঙ্গীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমাদের দু' জনের মাঝে একটি কূপের ব্যাপারে ঝগড়া ছিল।

٢٧٦٠. بَابُ الْحَلِفُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلاَمِهِ

২৭৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইয্যত, গুণাবলি ও কলেমাসমূহের কসম করা

٦٢٠٥ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيْ عَنِ النَّارِ لاَوَعِزَّتِكَ لاَ اَسْئَلُكَ غَيْرَهَا وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ وَقَالَ اَيُّوْبُ وَعِزَّتِكَ لاَ غِنًى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ-

৬২০৫ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী ﷺ বলতেন ঃ (আল্লাহ্) আমি তোমার ইয্যতের আশ্রয় চাই। আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি স্থানে থাকবে। সে তখন আরয করবে, হে প্রভু! আমার চেহারাটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও। তোমার ইয্যতের কসম। এ ছাড়া আর কিছুই আমি তোমার কাছে চাইব না। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, এ পুরস্কার তোমার আর এরূপ দশ গুণ। আবূ আইউব (রা) বলেন, তোমার ইয্যতের কসম! তোমার বরকত থেকে আমি অমুখাপেক্ষী নই।

٦٢٠٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ ، وَيُزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ رَوَاهُ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ

banglainternet.com

৬২০৬ আদাম (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নাম সর্বদাই বলতে থাকবে— আরও কি আছে? এমন কি রাব্বুল ইয্যত তাতে তাঁর (কুদরতী) পা রাখবেন। 'বাস, বাস'

জাহান্নাম বলবে, তোমার ইয্যতের কসম! সেদিন তার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। শু'বা, কাতাদা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٧٦١ بَابُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَمْرُكَ لَعَيْشُكَ

২৭৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির لَعَمْرُ اللّٰهِ বলা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন لَعَمْرُكَ মানে لَعَيْشُكَ অর্থাৎ তোমার জীবনের কসম

٦٢٠٧ حَدَّثَنَا الْأُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّأَهَا اللّٰهُ وَكُلٌّ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُبَيٍّ فَقَامَ أُسَيْدُ ابْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ-

৬২০৭ ওয়াইসী ও হাজ্জাজ (র)..... ইব্ন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর অপবাদ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অপবাদ রটনাকারীরা যখন তাঁর সম্পর্কে যা ইচ্ছে তাই অপবাদ করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পূত-পবিত্র বলে প্রকাশ করে দিলেন। রাবী বলেন, উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই হাদীসের এক একটি অংশ আমার কাছে বর্ণনা করলেন। নবী করীম ﷺ দণ্ডায়মান হলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) দাঁড়ালেন এবং সা'দ ইব্ন উবাদা সম্পর্কে বললেন, আল্লাহ্র কসম, অবশ্যই আমরা তাকে হত্যা করব।

٢٧٦٢ بَابُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

২৭৬২. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল (২ ঃ ২২৫)

٦٢٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ قَالَتْ فِيْ أُنْزِلَتْ فِيْ قَوْلِهِ لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ-

banglainternet.com

৬২০৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لا يؤاخذكم الله আয়াত-খানা لا والله (না, আল্লাহ্র কসম) এবং بلى والله (হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম) এ জাতীয় কথা বলা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

٢٧٦٣ بَابُ اِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِى الْاَيْمَانِ . وَقَوْلُ اللّٰهِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ، وَقَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ

২৭৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কসম করে ভুলবশত যখন কসম ভঙ্গ করে। এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই (৩৩ ঃ ৫); এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না (১৮ ঃ ৭৩)

٦٢٠٩ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِىْ عَمَّا وَسْوَسَتْ اَوْ حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهٖ اَوْ تَكَلَّمْ-

৬২০৯ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আর আবূ হুরায়রা (রা) অত্র হাদীস মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (নবী ﷺ বলেছেন) ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের সে সমস্ত ওয়াস্‌ওয়াসা মাফ করে দিয়েছেন যা তাদের মনে উদয় হয় বা যে সব কথা মনে মনে বলে থাকে; যতক্ষণ না তা কাজে পরিণত করে বা সে সম্পর্কে কারও কাছে কিছু বলে।

٦٢١٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ الْهَيْثَمِ اَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عِيْسٰى ابْنُ طَلْحَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ اِذْ قَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ اَحْسِبُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا . ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ اَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا لِهٰؤُلَاءِ الثَّلَاثِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ لِاَنَّ كُلَّهُنَّ يَوْمَئِذٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ اِلَّا قَالَ اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ-

৬২১০ উসমান ইব্‌ন হায়সাম (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর দিন খুত্‌বা দিতেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ধারণা করেছিলাম যে, অমুক অমুক রুক্‌নের পূর্বে অমুক অমুক রুকন হবে। এরপর অপর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক অমুক আমলের পূর্বে অমুক আমল হবে, (অর্থাৎ তারা যবেহ্, হলক্ ও তাওয়াফ) এই তিনটি কাজ সম্পর্কে জানতে চাইল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ করতে পার, কোন দোষ নেই। ঐ দিন যে সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন ঃ করতে পার কোন দোষ নেই।

banglainternet.com

٦٢١١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ لَا حَرَجَ .

قَالَ أَخَّرْتُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ . قَالَ أَخَّرْتُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ-

৬২১১ আহমাদ ইবন ইউনুস (র)…. ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে আরয করল যে, আমি তো প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে যিয়ারত করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। আরেক ব্যক্তি বলল, আমি তো যবেহ্ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। অপর ব্যক্তি বলল, আমি তো প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ্ করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই।

٦٢١٢ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ . فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ . فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِيْ . قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ . فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ . ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا . ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا . ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا . ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا . ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا . ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِيَ قَائِمًا . ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا-

৬২১২ ইসহাক ইবন মানসূর (র)……. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগল। আর নবী করীম ﷺ তখন মসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। লোকটি তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি বললেন ঃ ফিরে যাও এবং সালাত আদায় করে নাও। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। তখন সে ফিরে গেল এবং সালাত আদায় করল। পুনরায় এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি উত্তরে বললেন ঃ তোমার উপরও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় করে নাও। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। তৃতীয়বার লোকটি বলল, দয়া করে আমাকে অবহিত করে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ যখন তুমি সালাতে দণ্ডায়মান হবে তখন খুব ভালভাবে অযূ করে নেবে। এরপর কিবলামুখী হবে। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলবে। এরপর কুরআন মজীদ থেকে যা তোমার জন্য সহজ তিলাওয়াত করবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকূ করবে। এরপর মাথা উত্তোলন করবে। এমনকি সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সিজদা করবে ধীরস্থিরভাবে। এরপর (সিজদা থেকে) মাথা উত্তোলন করবে, এমন কি সোজা হয়ে এবং ধীরস্থিরভাবে বসে যাবে। এরপর পুনরায় সিজদা করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করবে। এমন কি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তোমার সমস্ত সালাতেই এরূপ করবে।

banglainternet.com

٦٢١٣ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ اَبِى الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ يَوْمَ اُحُدٍ هَزِيْمَةً تُعْرَفُ فِيْهِمْ . فَصَرَخَ اِبْلِيْسُ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَاُخْرَاهُمْ . فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ . فَقَالَ اَبِىْ اَبِىْ . فَوَاللّٰهِ مَا انْحَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ . قَالَ عُرْوَةُ . فَوَاللّٰهِ مَا زَالَتْ فِىْ حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ-

৬২১৩ ফারওয়া ইব্‌ন আবুল মাগরা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা প্রকাশ্যভাবে পরাজয় বরণ করে। ইব্‌লিস চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা পিছনের দিকে ফির। এতে সামনের লোকগুলো পিছনের দিকে ফিরল। তারপর পিছনের লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামন (রা) অকস্মাৎ তাঁর পিতাকে দেখে মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, এ তো আমার পিতা, আমার পিতা। আল্লাহ্‌র কসম! তারা ফিরল না। পরিশেষে তারা তাকে হত্যা করল। হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! মৃত্যু পর্যন্ত হুযায়ফা (রা)-এর নিকট তাঁর পিতার মৃত্যুটি মানসপটে বিদ্যমান ছিল।

٦٢١٤ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَوْفٌ عَنْ خِلاَسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ-

৬২১৪ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ যে সায়িম ভুলক্রমে কিছু আহার করে সে যেন তার সাওম পূর্ণ করে। কেননা, আল্লাহ্‌ই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

٦٢١٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ . فَمَضٰى فِىْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَسَلَّمَ-

৬২১৫ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। প্রথম দু'রাকাআতের পর না বসে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবেই সালাত আদায় করতে থাকলেন। সালাত শেষ করলে লোকেরা তাঁর সালামের অপেক্ষা করছিল। তিনি আল্লাহু আকবর বলে সালামের পূর্বে সিজদা করলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করলেন। আবার আল্লাহু আকবর বলে সিজদা করলেন। এরপর আবার মাথা উত্তোলন করলেন এবং সালাম ফিরালেন।

banglainternet.com

٦٢١٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيْزِ ابْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الظُّهْرِ فَزَادَ اَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُوْرٌ لاَ اَدْرِىْ اِبْرَاهِيْمُ وَهِمَ اَمْ عَلْقَمَةُ ، قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ . قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ ، فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لاَ يَدْرِىْ ، زَادَ فِىْ صَلاَتِهِ اَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَيُتِمُّ مَا بَقِىَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ -

৬২১৬ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদা তাঁদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে কিছু অধিক করলেন অথবা কিছু কম করলেন। মানসূর বলেন, এই কম-বেশির ব্যাপারে সন্দেহ ইবরাহীমের না আলকামার তা আমার জানা নেই। রাবী বলেন, আরয করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ সালাতের মাঝে কি কিছু কমিয়ে দেয়া হয়েছে, না আপনি ভুলে গিয়েছেন? তিনি বললেন: কি হয়েছে? সাহাবাগণ বললেন, আপনি এভাবে এভাবে সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে দু'টি সিজ্দা করেন। এরপর বললেন, এ দু'টি সিজ্দা ঐ ব্যক্তির জন্য যার স্মরণ নেই যে, সালাতে সে কি বেশি কিছু করেছে, না কম করেছে। এমন অবস্থায় সে চিন্তা করবে (প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করবে)। আর যা বাকি থাকবে তা পুরা করে নেবে! এরপর দু'টি সিজ্দা আদায় করবে।

٦٢١٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قَوْلِهِ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا قَالَ كَانَتِ الْاُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ كَتَبَ اِلَىَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يَذْبَحُوْا قَبْلَ اَنْ يَرْجِعَ لِيَاْكُلَ ضَيْفُهُمْ فَذَبَحُوْا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ الذَّبْحَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِىْ عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَقِفُ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيْثِ الشَّعْبِىِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَيَقِفُ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ وَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ اَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ اَمْ لاَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

banglainternet.com

৬২১৭ আল হুমায়দী (র).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আল্লাহ্র বাণী ঃ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (মূসা (আ) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না) সম্পর্কে শুনেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মূসা (আ)-এর প্রথমবারের (প্রশ্ন উত্থাপনটা) ভুলবশত হয়েছিল। আবূ আবদুল্লাহ্ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের কাছে মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার..... শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, বারাআ ইব্ন আযিব (র)-এর নিকট কয়েকজন অতিথি ছিল। তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে তাঁদের জন্য সালাত থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে কিছু যবেহ্ করতে হুকুম করলেন, যেন ফিরে এসেই তাঁরা আহার করতে পারেন। তখন পরিবারের লোকেরা সালাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই (কুরবানীর পশু) যবেহ্ করলেন। নবী ﷺ-এর কাছে লোকেরা এ সম্পর্কে বর্ণনা করল। তিনি পুনরায় যবেহ্ করার জন্য হুকুম করলেন। বারাআ ইব্ন আযিব (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে এমন একটি বকরীর বাচ্চা আছে যা দু'টি বড় বকরীর গোশতের চেয়েও উত্তম। ইব্ন আউন শাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করতে গিয়ে এ স্থানটিতে থেমে যেতেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করতেন এবং এ স্থানে থেমে যেতেন। আর বলতেন, আমার জানা নেই তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য তদ্রূপ অনুমতি আছে কিনা ? আইউব ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٢١٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ عِيْدٍ ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبْدِلْ مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ-

৬২১৮ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি (এক ঈদের দিন) নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (সালাত শেষে) খুতবা প্রদান করলেন। এরপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি (সালাতের পূর্বেই) যবেহ্ করে ফেলেছে তার উচিত যেন তার পরিবর্তে আরেকটি যবেহ্ করে নেয়। আর যে এখনও যবেহ্ করেনি সে যেন আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবেহ্ করে।

٢٧٦٤ بَابُ الْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ : وَلاَ تَتَّخِذُوْا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا اِلَى عَذَابٌ عَظِيْمٌ دَخَلاً مَكْرًا وَخِيَانَةً-

২৭৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা কসম। (মহান আল্লাহ্র বাণী) পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না। করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলিয়ে যাবে। আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি (১৬ ঃ ৯৪) পর্যন্ত। دخلا দ্বারা প্রবঞ্চনা ও খিয়ানত উদ্দেশ্য

٦٢١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ-

banglainternet.com

৬২১৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ্‌সমূহের (অন্যতম) হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।

٢٧٦٥ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلَى قَوْلِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ . وَقَوْلِهِ وَلاَ تَجْعَلُوْا اللّٰهَ عُرْضَةً لاَيْمَانِكُمْ اَلاٰيَةُ وَلاَ تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً اَلاٰيَةُ وَقَوْلُهُ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوْا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا اَلاٰيَةُ

২৭৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি পর্যন্ত (৩ ঃ ৭৭)। এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌র নামকে অযুহাত করো না আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ ঃ ২২৪) এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৬ ঃ ৯৫)। এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ কর, যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না (১৬ ঃ ৯১) আয়াতের শেষ পর্যন্ত

٦٢٢٠. حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ اَمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ . فَدَخَلَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالُوْا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ فِيَّ اُنْزِلَتْ كَانَتْ لِيْ بِئْرٌ فِيْ اَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِيْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَيِّنَتُكَ اَوْ يَمِيْنُهُ . قُلْتُ اِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ-

৬২২০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার মানসে মিথ্যা কসম করে তবে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে তার মুলাকাত হবে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ কথার সমর্থনে আয়াত ان الذين يشترون ... الاية নাযিল করেন। এরপর আশআছ ইব্‌ন কায়স (রা) প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আবূ আবদুর রাহমান তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? লোকেরা বলল, এরূপ এরূপ। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত আমার সম্পর্কে নাযিল করা হয়েছে। আমার চাচাতো ভাই-এর জমিতে আমার একটি কূপ ছিল। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম।

banglainternet.com

তিনি বললেন ঃ তুমি প্রমাণ উপস্থাপন কর অথবা সে কসম করুক! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কথার উপরে সে তো কসম খেয়েই ফেলবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার মানসে কসম করে, অথচ সে তাতে মিথ্যাবাদী তবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমতাবস্থায় যে আল্লাহ্ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

٢٧٦٦ بَابُ الْيَمِيْنِ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَفِى الْمَعْصِيَةِ الْيَمِيْنِ وَفِى الْغَضَبِ

২৭৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ এমন কিছুতে কসম করা যার ওপর কসমকারীর মালিকানা নেই এবং গুনাহের কাজের কসম ও রাগের বশবর্তী হয়ে কসম করা

٦٢٢١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ اَرْسَلَنِى اَصْحَابِى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَسْاَلُهُ الْحُمْلاَنَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ عَلٰى شَىْءٍ وَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَلَمَّا اَتَيْتُهُ قَالَ انْطَلِقْ اِلَى اَصْحَابِكَ فَقُلْ اِنَّ اللّٰهَ اَوْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ-

৬২২১ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার সাথীগণ (একদা) নবী ﷺ -এর কাছে প্রেরণ করল তাঁর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে কোন কিছুই আরোহণের জন্য দিতে পারব না। তখন আমি তাঁকে রাগান্বিত অবস্থায় পেলাম। এরপর যখন আমি তাঁর কাছে এলাম, তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার সঙ্গীদের কাছে চলে যাও এবং বল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের আরোহণের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবেন।

٦٢٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَيْلِىُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا كُلٌّ حَدَّثَنِى طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيْثِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ كُلَّهَا فِى بَرَاءَتِى ، قَالَ اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللّٰهِ لاَ اُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلاَ يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى الْاٰيَةَ قَالَ اَبُو بَكْرٍ بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّى لاُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِى فَرَجَعَ اِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِى كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَنْزِعُهَا مِنْهُ اَبَدًا

banglainternet.com

৬২২২ আবদুল আযীয ও হাজ্জাজ (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব, আলকামা ইবন ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে নবী ﷺ -এর

সহধর্মিণী আয়েশা (রা) সম্পর্কে অপবাদ বর্ণনাকারীরা যা বলেছিল তা শুনতে পেলাম। আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে তাঁর নিষ্কলুষতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই আমার নিকট উল্লিখিত ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা إن الذين جاؤا بالافك থেকে দশখানা আয়াত আমার নিষ্কলুষতা প্রকাশ করণার্থে নাযিল করেছেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে মিসতাহ্ ইব্ন সালামার ভরণ-পোষণ করতেন। অপবাদ প্রদানের কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! মিসতাহ্ যখন আয়েশার ব্যাপারে অপবাদ রটিয়েছে; এরপর আমি আর তার জন্য কখনও কিছু খরচ করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ولا يأتل أولو الفضل ..... الاية-এ আয়াত নাযিল করেন। আবূ বকর (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিন এটা আমি নিশ্চয়ই পছন্দ করি। তিনি পুনরায় মিসতাহের ভরণ-পোষণের জন্য ঐ খরচ দেওয়া শুরু করলেন, যা তিনি পূর্বে তাকে দিতেন এবং তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তার খরচ দেওয়া আর কখনও বন্ধ করব না।

٦٢٢٣ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند ابى موسى الاشعري قال اتيت رسول الله ﷺ فى نفر من الاشعريين ، فوافقته وهو غضبان فاستحملناه ، فحلف ان لا يحملنا ، ثم قال والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرا خيرا منها الا اتيت الذى هو خير وتحللتها-

৬২২৩ আবূ মা'মার (র)..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কতিপয় আশ'আরী লোকের সঙ্গে (বাহন চাওয়ার জন্য) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হলাম। যখন উপস্থিত হলাম, তখন তাঁকে রাগান্বিত অবস্থায় পেলাম। আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইলাম। তিনি কসম করে বললেন যে, আমাদেরকে বাহন দিবেন না। এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি কোন কিছুর ওপর আল্লাহ্র ইচ্ছা মুতাবিক যখন কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই; তাহলে যেটা মঙ্গলকর সেটাই করি আর কসমকে ভঙ্গ করে ফেলি।

٢٧٦٧ باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى او قرأ او سبح او كبر او حمد او هلل فهو على نيته وقال النبى ﷺ افضل الكلام اربع : سبحان الله ، والحمد لله ولا اله الا الله، والله اكبر- وقال ابو سفيان : كتب النبى ﷺ الى هرقل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ، وقال مجاهد كلمة التقوى لا اله الا الله-

banglainternet.com

২৭৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যখন বলে, আল্লাহ্র কসম! আজ আমি কথা বলব না। এরপর সে নামায আদায় করল অথবা কুরআন পাঠ করল অথবা সুবহানাল্লাহ্ বা আল্লাহু আকবার বা আলহামদুলিল্লাহ্ অথবা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল। তবে তার কসম তার নিয়ত হিসেবেই আরোপিত

হবে। নবী ﷺ বলেছেনঃ সর্বোত্তম কথা চারটিঃ সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং ওয়াল্লাহু আকবার। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেছেন, নবী ﷺ বাদশাহ্ হিরাক্লিয়াসের কাছে এ মর্মে লিখেছিলেন ঃ হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। মুজাহিদ (র) বলেন, كلمة التقوى 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'

٦٢٢٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ-

৬২২৪ আবুল ইয়ামান (র).....সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালিবের যখন মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে তশরীফ আনলেন এবং বললেন ঃ আপনি لا اله الا الله কলেমাটি বলুন। আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আপনার ব্যাপারে এর মাধ্যমে সুপারিশ করব।

٦٢٢٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ ، حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ-

৬২২৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি কলেমা এমন যা জিহ্বাতে অতি হাল্কা অথচ মীযানে ভারী আর রাহমানের নিকট খুব পছন্দনীয়; তা হচ্ছে 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম'।

٦٢٢٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ اُخْرٰى مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا اُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ اُخْرٰى مَنْ مَاتَ لاَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا اُدْخِلَ الْجَنَّةَ-

৬২২৬ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কলেমা বললেন। আর আমি বললাম, অন্যটি। তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। আমি অপরটি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

٢٧٦٨ بَابُ مَنْ حَلَفَ اَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى اَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ

banglainternet.com

২৭৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি এ মর্মে কসম করে যে, স্বীয় স্ত্রীর কাছে একমাস গমন করবে না আর মাস যদি হয় উনত্রিশ দিনে

٦٢٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ اٰلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اٰلَيْتَ شَهْرًا . فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ-

৬২২৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের ব্যাপারে ঈলা (কসম) করলেন। আর তখন তাঁর কদম মুবারক মচকে গিয়েছিল। তিনি তখন উনত্রিশ দিন কুঠরীতে অবস্থান করেছিলেন। এরপর তিনি নেমে এলেন (স্ত্রীগণের কাছে ফিরে এলেন)। লোকেরা তখন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো এক মাসের ঈলা করেছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ মাস তো কখনও উনত্রিশ দিনেও হয়।

٢٧٦٩ بَابُ اِنْ حَلَفَ اَلاَّ يَشْرَبَ نَبِيْذًا فَشَرِبَ طِلاَءً اَوْ سَكَرًا اَوْ عَصِيْرًا لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ ، وَلَيْسَتْ هٰذِهِ بِاَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ.

২৭৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি নাবীয পান করবে না বলে কসম করে। অতঃপর তেল, চিনি বা আসীর পান করে ফেলে তবে কারো কারো মতে কসম ভঙ্গ হবে না, যেহেতু তাদের নিকট এগুলো নাবীযের অন্তর্ভুক্ত নয়

٦٢٢٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيْزِ ابْنَ اَبِي حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا اُسَيْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ . فَكَانَتِ الْعَرُوْسُ خَادِمَهُمْ ، فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا سَقَتْهُ قَالَ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ اِيَّاهُ-

৬২২৮ আলী (র) .....সাহল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবূ উসায়দ (রা) বিবাহ করলেন। তার (ওলীমায়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। আর তখন তাঁর নব বিবাহিতা স্ত্রী তাঁদের খেদমত করছিলেন। সাহল (রা) তার কাওমের লোকদেরকে বললেন, তোমরা কি জান সে মহিলা নবী ﷺ-কে কি পান করিয়েছিল ? সে রাত্রিবেলা একটি পাত্রে তাঁর জন্য খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিল। এমনিভাবে সকাল হল। আর সেগুলিই সে তাঁকে পান করাল।

٦٢٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَبِيْذُ فِيْهِ حَتّٰى صَارَتْ شَنًّا-

banglainternet.com

৬২২৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী সাওদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের একটি বকরী মরে গেল। আমরা এর চামড়া দাবাগাত করে নিলাম। এরপর থেকে তাতে সর্বদাই আমরা নাবীয প্রস্তুত করতাম। এমন কি তা পুরাতন হয়ে গেল।

٢٧٧. بَابُ اِذَا حَلَفَ اَنْ لاَ يَأْتَدِمَ فَاَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ وَمَا يَكُوْنُ مِنَ الْاُدْمِ

২৭৭০. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন ব্যক্তি তরকারী খাবে না বলে কসম করে, এরপর রুটির সাথে খেজুর মিশ্রিত করে খায়। আর কোন্ জিনিস তরকারীর অন্তর্ভুক্ত

٦٢٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُوْمٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهٰذَا-

৬২৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার তরকারী মিশ্রিত গমের রুটি একাধারে তিনদিন পর্যন্ত খেয়ে পরিতৃপ্ত হননি। এভাবে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ইব্‌ন কাসীর (র)--আবিস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এই হাদীসটি আয়েশা (রা)-কে বলেছেন।

٦٢٣١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ لاُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاَخْرَجَتْ اَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقُوْا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ اَبَا طَلْحَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ . فَقَالَتِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَانْطَلَقَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى دَخَلاَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّيْ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَاَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ قَالَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَاَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ، ثُمَّ خَرَجُوْا ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ

banglainternet.com

لَهُمْ فَاَكَلَ حَتّٰى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَحَتّٰى شَبِعُوا . وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ اَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً-

৬২৩১ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ তালহা (রা) উম্মে সুলায়ম (রা)-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুর্বল আওয়াজ শুনতে পেলাম, যার মাঝে আমি ক্ষুধার আভাষ পেলাম। তোমার কাছে কি কিছু আছে? উম্মে সুলায়ম (রা) বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। এরপর তাঁর ওড়নাটি নিলেন এবং এর কিছু অংশে রুটিগুলি পেঁচিয়ে নিলেন। আনাস (রা) বলেন, এরপর তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসজিদে পেলাম। এবং কতিপয় লোক তাঁর সঙ্গে রয়েছে। আমি তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাকে কি আবূ তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, উঠ, (আবূ তালহার কাছে যাও)। তখন তাঁরা আবূ তালহার নিকট চললেন। আমি তাদের আগে আগে যেতে লাগলাম। অবশেষে আবূ তালহার কাছে এসে উপস্থিত হলাম এবং তাকে এ সম্পর্কে খবর দিলাম। তখন আবূ তালহা (রা) বলল, হে উম্মে সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো আমাদের কাছে তশরীফ এনেছেন অথচ আমাদের নিকট তো এমন কোন খাদ্যই নেই যা তাদের খেতে দিতে পারি। উম্মে সুলায়ম (রা) বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। আবূ তালহা (রা) বেরিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ তালহা (রা) উভয়ই সামনাসামনি হলেন এবং উভয়ই একত্রে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে উম্মে সুলায়ম! তোমার কাছে যা আছে তাই নিয়ে এসো। তখন উম্মে সুলায়ম (রা) ঐ রুটিগুলি তাঁর সামনে পেশ করলেন। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ রুটিগুলি ছিড়ার জন্য হুকুম করলেন। তখন রুটিগুলি টুকরা টুকরা করা হল। উম্মে সুলায়ম (রা) তার ঘি-এর পাত্র থেকে ঘি নিংড়ে বের করলেন এবং তাতে মিশ্রিত করে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ দশজন লোককে অনুমতি দাও। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তারা সকলেই আহার করলেন, এমন কি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থেকে বের হলেন। এরপর তিনি আবার বললেন ঃ (আরও) দশজনকে অনুমতি দাও। তখন তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো। এভাবে তারা সকলেই আহার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থেকে বের হলেন। এরপর আবারো তিনি বললেন ঃ আরো দশজনকে আসতে দাও। দলের লোকসংখ্যা ছিল সত্তর বা আশি জন।

٢٧٧١ بَابُ النِّيَّةِ فِى الْاَيْمَانِ

২৭৭১. অনুচ্ছেদ ঃ কসমের মধ্যে নিয়ত করা

٦٢٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ

banglainternet.com

بِالنِّيَّةِ ، وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ امْرَاةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ-

৬২৩২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই প্রতিটি আমলের গ্রহণযোগ্যতা তার নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তি তা-ই লাভ করবে যা সে নিয়্যাত করে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়াকে হাসিলের জন্য হবে অথবা কোন রমণীকে বিয়ে করার জন্য হবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।

٢٧٧٢ بَابُ اِذَا اَهْدَى مَالَهُ عَلٰى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

২৭৭২. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার মাল মানত এবং তাওবার লক্ষ্যে দান করে

٦٢٣٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِى حَدِيْثِهِ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا فَقَالَ فِى اٰخِرِ حَدِيْثِهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِى اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ-

৬২৩৩ আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। কা'ব (রা) যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর জনৈক পুত্র তাঁকে ধরে নিয়ে চলতেন। আবদুর রাহমান বলেন, আমি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ 'যে তিনজন তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত হয়েছে।' সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে কা'ব ইব্‌ন মালিককে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনার শেষাংশে বলেন, আমার তওবা এটাই যে আমার সমগ্র মাল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে দান করে দিয়ে আমি মুক্ত হব। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখ, এটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

٢٧٧٣ بَابُ اِذَا حَرَّمَ طَعَامًا وَقَوْلُهُ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاةَ اَزْوَاجِكَ وَقَوْلُهُ لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

banglainternet.com

২৭৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যকে হারাম করে নেয়। এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য কেন তা হারাম

করছেন ? (৬৬ ঃ ১) এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ঐ সমস্ত পবিত্র বস্তুকে হারাম করো না, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন

٦٢٣٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً . وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تُخْبِرِي بِذٰلِكَ أَحَدًا-

৬২৩৪ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক সময় যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা)-এর কাছে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর কাছে মধু পান করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং হাফসা (রা) পরস্পরে পরামর্শ করলাম যে, নবী ﷺ আমাদের দু'জনের মধ্যে যার কাছেই আগে আসবেন তখন আমরা তাঁকে এ কথাটি বলব যে, আপনার মুখ থেকে তো মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? এরপর তিনি কোন একজনের ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাঁকে ঐ কথাটা বললেন। তখন নবী ﷺ জবাব দিলেন, না বরং আমি যায়নাব বিন্‌ত জাহাশের কাছে মধু পান করেছি। এরপরে আর কখনও এ কাজটি করব না। তখনই এ আয়াত নাযিল হল ঃ يا يها النبى لم تحرم الى قوله ان تتوبا الى الله "তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর" এখানে সম্বোধন আয়েশা ও হাফসা (রা)-এর প্রতি। আর اذ اسر النبى - নবী যখন তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে কথাকে গোপন করেন। এ আয়াতখানা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা بل شربت عسلا বরং আমি মধু পান করেছি-এর প্রতি ইঙ্গিত করণার্থে নাযিল হয়েছে। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি কসম করে ফেলেছি এ কাজটি আমি আর কখনও করব না। তুমি এ ব্যাপারটি কারও কাছে প্রকাশ করো না।

٢٧٧٤ بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ

২৭৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মানত পুরা করা এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাদের দ্বারা মানত পুরা করা হয়ে থাকে

٦٢٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ أَوَلَمْ تُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيْلِ-

banglainternet.com

৬২৩৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালিহ্ (র) ..... সাঈদ ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদেরকে কি মানত করতে নিষেধ করা হয়নি ? নবী ﷺ তো বলেছেন ঃ মানত কোন কিছুকে বিন্দুমাত্র এগিয়ে আনতে পারে না এবং পিছিয়েও দিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, মানতের দ্বারা কৃপণের কাছ থেকে (কিছু মাল) বের করা হয়।

٦٢٣٦ حَدَّثَنَا خَلاَدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَلٰكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ-

৬২৩৬ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এতে কিছুই রদ হয় না, কিন্তু কৃপণ থেকে মাল বের করা হয়।

٦٢٣٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَاْتِي ابْنَ اٰدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَتَّهُ وَلٰكِنْ يُلْقِيْهِ النَّذْرُ اِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ فَيُؤْتِيْنِيْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِيْنِيْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ-

৬২৩৭ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মানত মানুষকে এমন বস্তু এনে দিতে পারে না, যা আমি তাক্দীরে নির্ধারিত করিনি। বরং মানতটি তাক্দীরের মাঝেই ঢেলে দেয়া হয় যা তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কৃপণের কাছ থেকে মাল বের করে নিয়ে আসেন। আর তাকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন যা পূর্বে তাকে দেওয়া হয়নি।

٢٧٧٥ بَابُ اِثْمِ مَنْ لاَ يَفِيْ بِالنَّذْرِ

২৭৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ মানত করে তা পূর্ণ না করা গুনাহর কাজ

٦٢٣٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ اَدْرِيْ ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا بَعْدَ قَرْنِهِ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ يَنْذِرُوْنَ وَلاَ يَفُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ-

৬২৩৮ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার যমানার লোকেরাই সর্বোত্তম, এরপর তাদের পরবর্তী যমানার লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা। ইমরান (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর যমানা বলার পর

banglainternet.com

দু'বার বলেছেন না কি তিনবার তা আমার স্মরণ নেই। এরপর এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে যারা মানত করবে অথচ তা পূর্ণ করবে না। তারা খেয়ানত করবে তাদের আমানতদার মনে করা হবে না। তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে অথচ তাদেরকে সাক্ষী দেওয়ার জন্য বলা হবে না। আর তাদের মাঝে হৃষ্টপুষ্টতা প্রকাশিত হবে।

٢٧٧٦ بَابُ النَّذْرِ فِى الطَّاعَةِ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ

২৭৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে মানত করা। (এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী) যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ ঃ ২৭০)

٦٢٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ-

৬২৩৯ আবূ নুয়াঈম (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে তাহলে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে এরূপ মানত করে, সে আল্লাহ্‌র না ফরমানী করবে তাহলে সে যেন তাঁর নাফ্‌রমানী না করে।

٢٧٧٧ بَابُ اِذَا نَذَرَ اَوْ حَلَفَ لاَ يُكَلِّمُ اِنْسَانًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَسْلَمَ

২৭৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি জাহিলী যুগে মানত করল বা কসম করল যে, সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে

٦٢٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ-

৬২৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আবুল হাসান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) একদা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জাহিলী যুগে মানত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাত ইতি'কাফ করব। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার মানত পুরা করে নাও।

٢٧٧٨ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ ، وَاَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَاَةً جَعَلَتْ اُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاَةً بِقُبَاءٍ ، فَقَالَ صَلِّى عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ

২৭৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ মানত আদায় না করে কোন ব্যক্তি যদি মারা যায়। ইব্‌ন উমর (রা) এক মহিলাকে নির্দেশ দিয়েছেন যার মাতা কুবার মসজিদে নামায আদায় করবে বলে মানত করেছিল। তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, তার পক্ষ থেকে নামায আদায় করে নিতে। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও এরূপ বর্ণনা করেছেন

banglainternet.com

٦٢٤١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْاَنْصَارِىَّ اسْتَفْتَى

النَّبِيُّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ-

৬২৪১ আবুল ইয়ামান (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ মর্মে জানিয়েছেন যে, সা'দ ইব্‌ন উবাদা আনসারী (রা) নবী ﷺ -এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর মাতার কোন এক মানত সম্পর্কে, যা আদায় করার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাকে তার মায়ের পক্ষ থেকে মানত আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। আর পরবর্তীতে এটাই সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হল।

٦٢٤٢ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ-

৬২৪২ আদম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল যে, আমার বোন হজ্জ করবে বলে মানত করেছিল। আর সে মারা গিয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁর ওপর যদি কোন ঋণ থাকত তবে কি তুমি তা পূরণ করতে না ? লোকটি বলল, হাঁ। তিনি বললেন ঃ সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার হককে আদায় করে দাও। কেননা, আল্লাহ্‌র হক আদায় করাটা তো অধিক কর্তব্য।

٢٨٨٩ بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ-

২৭৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহ্‌র কাজের এবং ঐ বস্তুর মানত করা যার উপর অধিকার নেই

٦٢٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ-

৬২৪৩ আবূ আসিম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার মানত করে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

٦٢٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ . وَقَالَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ-

banglainternet.com

৬২৪৪ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এ ব্যক্তিটি যে নিজের জানকে আযাবের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে নিশ্চয় এতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। আর তিনি লোকটিকে দেখলেন যে, সে তার দু'টি পুত্রের মাঝে ভর করে হাঁটছে। ফাযারীও অত্র হাদীসটি..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٢٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ اَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ-

৬২৪৫ আবূ আসিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। লোকটি একটি রশির অথবা অন্য কিছুর সাহায্যে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছে। তিনি সে রশিটি কেটে ফেললেন।

٦٢٤٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِاِنْسَانٍ يَقُوْدُ اِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي اَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ، ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَقُوْدَهُ بِيَدِهِ-

৬২৪৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কা'বার তাওয়াফ করার সময় এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি অন্য আরেকজনকে নাকে রশি লাগিয়ে টানছিল (আর সে তাওয়াফ করছিল) এতদৃষ্টে নবী ﷺ স্বহস্তে তার রশিটি কেটে ফেললেন এবং হুকুম করলেন, যেন তাকে হাতে টেনে নিয়ে যায়।

٦٢٤٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَاَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَقُوْمَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬২৪৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ খুতবা প্রদান করছিলেন। এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখে তার সম্পর্কে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল যে, এ লোকটির নাম আবূ ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়াতে যাবে না, কারও সঙ্গে কথা বলবে না এবং সাওম পালন করবে। নবী ﷺ বললেন ঃ লোকটিকে বলে দাও সে যেন কথা বলে, ছায়াতে যায়, বসে এবং তার সাওম সমাপ্ত করে। আবদুল ওয়াহ্‌হাব, আইউব ও ইকরামার সূত্রে নবী ﷺ থেকে অত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٢٧٨٠. بَابُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَصُوْمَ اَيَّامًا ، فَوَافَقَ النَّحْرَ اَوِ الْفِطْرَ

২৭৮০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিন রোযা পালনের মানত করে আর তার মাঝে কুরবানীর দিনসমূহ বা ঈদুল ফিত্‌রের দিন পড়ে যায়

٦٢٤٨ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى بَكْرِ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَكِيْمُ بْنُ اَبِى حُرَّةَ الاَسْلَمِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ اَنْ لاَ يَاْتِىَ عَلَيْهِ يَوْمٌ اِلاَّ صَامَ ، فَوَافَقَ يَوْمُ اَضْحًى اَوْ فِطْرٍ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالاَضْحٰى وَلاَ يَرٰى صِيَامَهُمَا-

৬২৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র মুকাদ্দমী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে ব্যক্তি মানত করেছিল যে সে সাওম পালন থেকে কোন দিনই বিরত থাকবে না। আর তার মাঝে কুরবানী বা ঈদুল ফিত্‌রের দিন এসে পড়ল। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝে তোমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে। তিনি ঈদুল ফিত্‌রের এবং কুরবানীর দিন সাওম পালন করতেন না। আর তিনি ঐ দিনগুলোর সাওম পালন করা জায়েযও মনে করতেন না।

٦٢٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَاَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ نَذَرْتُ اَنْ اَصُوْمَ كُلَّ يَوْمٍ ثَلاَثَاءَ اَوْ اَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ ، فَوَافَقْتُ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ اَمَرَ اللّٰهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِيْنَا اَنْ نَصُوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَاَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَهُ لاَ يَزِيْدُ عَلَيْهِ-

৬২৪৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) ..... যিয়াদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আমি মানত করেছিলাম যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন প্রতি মঙ্গলবার এবং বুধবার সাওম পালন করব। কিন্তু এর মাঝে কুরবানীর দিন পড়ে গেল। (এখন এর কি হুকুম হবে ?) তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানত পুরা করার হুকুম করেছেন; এদিকে কুরবানীর দিনে সাওম পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনি এরূপই উত্তর দিলেন, এর চেয়ে বেশি কিছু বলেন না।

٢٧٨١ بَابُ هَلْ يَدْخُلُ فِى الاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ الاَرْضُ وَالْغَنَمُ الزُّرُوْعُ وَالاَمْتِعَةُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ اَصَبْتُ اَرْضًا لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ مِنْهُ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، وَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَحَبُّ اَمْوَالِى اِلَى بَيْرُحَاءَ لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ

banglainternet.com

২৭৮১. অনুচ্ছেদ ঃ কসম ও মানতের মধ্যে ভূমি, বকরী, কৃষি ও আসবাবপত্র শামিল হয় কি ? এবং ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাদীস। তিনি বলেন নবী ﷺ-এর কাছে একদা উমর (রা) আরয করলেন যে, আমি এরূপ একখণ্ড ভূমি লাভ করেছি যার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন মাল কখনও আমি পাইনি। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি চাও তবে মূল মালটিকে রেখে দিয়ে (তার থেকে অর্জিত লাভটুকু) দান করে দিতে পার। আবূ তালহা (রা) নবী ﷺ -এর কাছে আরয করলেন যে, আমার নিকট বায়রুহা নামক আমার বাগানটি সবচেয়ে প্রিয়, যার দেয়ালটি হচ্ছে মসজিদে নববীর সম্মুখে।

٦٢٥٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيْلِىِّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ مَوْلٰى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً اِلاَّ الاَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ . فَاَهْدٰى رَجُلٌ مِنْ بَنِى الضُّبَيْبِ ، يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى وَادِى الْقُرٰى حَتّٰى اِذَا كَانَ بِوَادِى الْقُرٰى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلاَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِىْ اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَالِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ اَوْ شِرَاكَيْنِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ اَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ-

৬২৫০ ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধের দিন বের হলাম। আমরা মাল, আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড় ব্যতীত স্বর্ণ বা রৌপ্য গণীমত হিসাবে পাইনি। বনী যুবায়র গোত্রের রিফাআ ইব্‌ন যায়িদ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে একটি গোলাম হাদিয়া দিলেন, যার নাম ছিল মিদআম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াদি উল কুরার দিকে রওয়ানা হলেন তিনি যখন ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছলেন, তখন মিদআম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সওয়ারীর হাওদা থেকে লাগেজপত্রগুলি নামাচ্ছিলেন। তখন অকস্মাৎ একটি তীর এসে তার গায়ে বিদ্ধ হল এবং তাতে সে মারা গেল। লোকেরা বলল, এ লোকটির জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কখনও না, কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! খায়বারের যুদ্ধের দিন গনীমতের মাল থেকে বণ্টনের পূর্বে যে চাদরটি সে নিয়ে গিয়েছিল তার গায়ে তা লেলিহান শিখা হয়ে জ্বলবে। এ কথাটি যখন লোকেরা শুনতে পেল, তখন এক ব্যক্তি একটি বা দু'টি ফিতা নিয়ে নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে হাযির হল। তখন তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে জাহান্নামের একটি ফিতা বা জাহান্নামের দু'টি ফিতা।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ كَفَّارَاتِ الْاَيْمَانِ

শপথের কাফ্ফারা অধ্যায়

وَقَوْلِ اللّٰهِ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ وَمَا اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ نَزَلَتْ : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ مَا كَانَ فِى الْقُرْاٰنِ اَوْ اَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ كَعْبًا فِى الْفِدْيَةِ-

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এরপর এর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে (মধ্যম ধরনের) আহার্য দান (৫ ঃ ৮৯)। যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে হুকুম দিয়েছিলেন তা হচ্ছে ঃ ফিদ্ইয়া-এর মধ্যে সাওম, সাদকা অথবা কুরবানী করা। ইব্ন আব্বাস, আতা ও ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআন মাজীদে যেখানে او او (অথবা, অথবা) শব্দ আছে কুরআনের অনুসারীদের জন্য সেখানে ইখ্তিয়ার রয়েছে। নবী ﷺ কা'ব (রা)-কে ফিদ্ইয়া আদায়ের ব্যাপারে ইখ্তিয়ার দিয়েছিলেন।

٦٢٥١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَتَيْتُهُ يَعْنِى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ . فَدَنَوْتُ . فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ . وَاَخْبَرَنِى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ صِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ . وَالنُّسُكُ شَاةٌ . وَالْمَسَاكِيْنُ سِتَّةٌ-

৬২৫১ আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন ঃ কাছে এসো। আমি তাঁর নিকটে গেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাকে কি তোমার উকুন যন্ত্রণা দিচ্ছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ সাওম অথবা সাদাকা অথবা কুরবানী করে ফিদ্ইয়া আদায় কর। ইব্ন আউন আইউব থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সাওম হচ্ছে তিন দিন, কুরবানী হল একটি বকরী আর মিসকীনের সংখ্যা হল ছয়।

banglainternet.com

٢٧٨٢ بَابُ قَوْلِهِ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَمَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِىِّ وَالْفَقِيْرِ

২৭৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ তোমাদের সহায় আর তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৬৬ ঃ ২) আর ধনী ও দরিদ্র কখন কার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়

٦٢٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَاْنُكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى اَهْلِيْ فِي رَمَضَانَ . قَالَ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؟ قَالَ لاَ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ اَعَلَى اَفْقَرَ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . قَالَ اَطْعِمْهُ عِيَالَكَ-

৬২৫২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার কি অবস্থা ? লোকটি বলল, রমযানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে (দিনের বেলা) সহবাস করেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম ? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওম পালন করতে পারবে ? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তা হলে কি তুমি ষাটজন মিস্‌কীনকে খানা খাওয়াতে সক্ষম হবে ? সে বলল, না ঃ তিনি বললেন ঃ বস। লোকটি বসল। তারপর নবী ﷺ -এর কাছে এক 'আরক' আনা হলো যাতে ছিল খেজুর। আর 'আরক' হচ্ছে বড় ধরনের পরিমাপ পাত্র। তিনি বললেন ঃ এটা নিয়ে যাও এবং তা সাদাকা করে দাও। লোকটি বলল, এটা কি আমার চাইতে অধিকতর অভাবীকে প্রদান করব ? তখন নবী ﷺ হেসে ফেললেন ঃ এমন কি তাঁর মাড়ির দন্ত মুবারক পর্যন্ত দেখা গেল। তিনি বললেন ঃ এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও।

٢٧٨٣ بَابُ مَنْ اَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ

২৭৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কাফ্‌ফারা আদায়ে দরিদ্রকে সাহায্য করে

٦٢٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ . فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِاَهْلِيْ فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ لاَ . فَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ

banglainternet.com

سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ أَعَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ مِنَّا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ-

৬২৫৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহবূব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ কি ব্যাপার ? লোকটি বলল, রমযানে (দিনের বেলা) আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে ফেলেছি ? তিনি বললেন ঃ তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওম পালন করতে সক্ষম? সে বলল, না। তবে কি তুমি ষাটজন মিস্‌কীনকে খানা খাওয়াতে পারবে ? লোকটি বলল, না। রাবী বলেন, এমন সময় এক আনসার ব্যক্তি একটি 'আরক' নিয়ে উপস্থিত হল। আর আরক হচ্ছে পরিমাপ পাত্র; তার মাঝে খেজুর ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটা নিয়ে যাও এবং তা সাদাকা করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চেয়ে যে অভাবী তাকে কি দান করব ? সে আরও বলল, কসম ঐ মহান সত্তার, যিনি আপনাকে হকের (দীনের) সাথে প্রেরণ করেছেন; মদীনার দু'উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে আমার চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যাও এগুলি তোমার পরিজনকে নিয়ে আহার করাও।

٢٧٨٤ بَابُ يُعْطِى فِى الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ قَرِيْبًا كَانَ أَوْ بَعِيْدًا

২৭৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ দশজন মিস্‌কীনকে কাফ্‌ফারা প্রদান করা; চাই তারা নিকটাত্মীয় হোক বা দূরের হোক

٦٢٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؟ قَالَ لاَ أَجِدُ فَأُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ . فَقَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ . فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ-

৬২৫৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার কি অবস্থা? লোকটি বলল, রমযানে (দিনের বেলায়) আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছি। তিনি বললেন ঃ একটি গোলাম আযাদ করার মত কি তোমার কাছে কিছু আছে ? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তবে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওম পালন করতে পারবে ? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি ষাটজন মিস্‌কীনকে আহার করাতে পারবে? সে বলল, আমার কাছে এখন কিছু নেই। এমন সময় নবী ﷺ -এর কাছে একটি 'আরক' আনা হল,

banglainternet.com

যাতে খেজুর ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ এটা নিয়ে নাও এবং তা সাদাকা করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে যে অধিকতর অভাবী তাকে কি দেব ? সে আরও বলল, এখানকার দু'টি উপত্যকার মাঝে আমাদের চেয়ে অভাবী তো আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটা নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারকে আহার করাও।

٢٧٨٥ بَابُ صَاعِ الْمَدِيْنَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذٰلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

২৭৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা শরীফের সা' ও নবী ﷺ -এর মুদ্দ এবং এর বরকত। আর মদীনাবাসীগণ এর থেকে যুগযুগান্তর ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছেন

٦٢٥٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيْدَ فِيْهِ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ -

৬২৫৫ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর যামানায় সা' ছিল তোমাদের এখনকার মুদ্দের হিসাবে এক মুদ্দ ও এক মুদ্দের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ। এরপর উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর যামানায় তার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

٦٢٥٦ حَدَّثَنَا مُنْذِرُ ابْنُ الْوَلِيْدِ الْجَارُوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيْ زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ الْمُدِّ الْاَوَّلِ ، وَفِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكٌ مُدُّنَا اَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلَا نَرٰى الْفَضْلَ اِلَّا فِيْ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ لِيْ مَالِكٌ لَوْ جَاءَكُمْ اَمِيْرٌ فَضَرَبَ مُدًّا اَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ بِاَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُوْنَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطِيْ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَفَلَا تَرٰى اَنَّ الْاَمْرَ اِنَّمَا يَعُوْدُ اِلٰى مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ -

৬২৫৬ মুনযির ইব্নুল ওয়ালীদ জারূদী (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) রমযানের ফিত্‌রা আদায় করতেন নবী ﷺ -এর মুদ্দ অর্থাৎ প্রথম মুদ্দ-এর মাধ্যমে। আর কসমের কাফ্ফারাতেও তিনি নবী ﷺ -এর মুদ্দ ব্যবহার করতেন। আবূ কুতায়বা বলেন, মালিক (র) আমাদেরকে বলেছেন যে, আমাদের মুদ্দ তোমাদের মুদ্দ অপেক্ষা বড়। আর আমরা নবী ﷺ -এর মুদ্দের মাঝেই আধিক্য দেখি। রাবী বলেন, আমাকে মালিক (র) বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে কোন বাদশাহ এসে যদি নবী ﷺ -এর মুদ্দ থেকে তোমাদের মুদ্দকে ছোট করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তোমরা কিসের মাধ্যমে (ওযন করে) মানুষদেরকে দিতে? আমি বললাম, নবী ﷺ -এর মুদ্দ দিয়েই প্রদান করতাম। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখছ না যে, পরিমাপের ব্যাপারটা এভাবেই নবী করীম ﷺ এর মুদ্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে।

banglainternet.com

٦٢٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ-

৬২৫৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোয়া করেছেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাদের (উম্মাতের) কায়ল (মাপে), সা' ও মুদ্দের মাঝে বরকত প্রদান কর।

٢٧٨٦ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ، وَاَىُّ الرِّقَابِ اَزْكَى

২৭৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ অথবা গোলাম আযাদ করা। এবং কোন্ প্রকারের গোলাম আযাদ করা উত্তম

٦٢٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتّٰى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ-

৬২৫৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি মুসলমান গোলাম আযাদ করবে আল্লাহ্ তা'আলা সে গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে তার প্রতিটি অঙ্গকে মুক্ত করবেন। এমন কি তার গুপ্তাঙ্গকেও গোলামের গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে মুক্ত করবেন।

٢٧٨٧ بَابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِى الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزِئُ اُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ

২৭৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব এবং যিনার সন্তান আযাদ করা। এবং তাউস বলেছেন, উম্মে ওয়ালাদ এবং মুদাব্বার আযাদ করা চলবে

٦٢٥٩ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوْكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّى فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِىْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ اَوَّلَ-

banglainternet.com

৬২৫৯ আবূ নু'মান (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তার গোলামকে মুদাব্বীর বানালো। ঐ গোলাম ব্যতীত তার আর কোন মাল ছিল না। খবরটি নবী ﷺ-এর কাছে

পৌঁছল। তিনি বললেন ঃ গোলামটিকে আমার কাছ থেকে কে ক্রয় করবে? নু'আয়ম ইব্‌ন নাহ্‌হাম (রা) তাকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিল। সনদস্থিত রাবী আমর (রা) বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সে গোলামটি ছিল কিব্‌তী আর (আযাদ করার) প্রথম বছরেই সে মারা গিয়েছিল।

٢٧٨٨ بَابُ اِذَا اَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اٰخَرَ اَوْ اَعْتَقَ فِى الْكَفَّارَةِ لِمَنْ وَلاَؤُهُ

২৭৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ দুজনের মধ্যে শরীকানা কোন গোলাম আযাদ করে অথবা কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে গোলাম আযাদ করে তখন তার ওয়ালাতে (স্বত্বাধিকারী) কে পাবে?

٦٢٦٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهَا الْوَلاَءَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-

৬২৬০ সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারীরা নাম্নী বাঁদীকে ক্রয় করতে চাইলে তার মালিকগণ তার উপর ওয়ালা-এর শর্তারোপ করল। আয়েশা (রা) ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ তাকে তুমি ক্রয় করে নাও। কেননা ওয়ালা (স্বত্বাধিকার) হল ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে দেয়।

٢٧٨٩ بَابُ الْاِسْتِثْنَاءِ فِى الْاَيْمَانِ

২৭৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ কসমের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্ বলা

٦٢٦١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاُتِىَ بِشَائٍ فَاَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِ ذَوْدٍ ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لاَ يُبَارِكُ اللّٰهُ لَنَا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ لاَ يَحْمِلُنَا فَحَمَلَنَا فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا اَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ-

banglainternet.com

৬২৬১ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা কতিপয় আশ'আরী লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটি বাহন চাইবার জন্য এলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। কারণ, এমন কিছু আমার নিকট

নেই যা বাহন হিসাবে তোমাদেরকে দিতে পারি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যতক্ষণ চাইলেন আমরা অবস্থান করলাম। এমন সময় তাঁর নিকট কিছু উট আনা হল। তখন তিনি আমাদেরকে তিনটি উট দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। আমরা যখন রওনা করলাম, তখন পরস্পরে বলতে লাগলাম যে, আল্লাহ্ তো আমাদের বরকত দেবেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য যখন এলাম তখন তিনি আমাদেরকে বাহন দেবেন না বলে কসম করলেন। এরপরও আমাদেরকে বাহন দিয়ে দিলেন। আবূ মূসা বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে ফিরে এসে ব্যাপারটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাদেরকে বাহন দেইনি; বরং আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! ইনশাআল্লাহ্ আমি যখন কোন বিষয়ে কসম করি আর তার বিপরীতটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই তখন কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেই। আর যেটি কল্যাণকর সেটিই বাস্তবায়িত করি।

٦٢٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ اِلاَّ كَفَّرْتُ يَمِيْنِى وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اَوْ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ-

৬২৬২ আবূ নু'মান (র)..... হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিন্তু আমি আমার কৃত কসমের কাফ্ফারা আদায় করি এবং যেটি কল্যাণকর সেটি বাস্তবায়িত করি। অথবা বলেছেন ঃ যেটি কল্যাণকর সেটি বাস্তবায়িত করি এবং এর কাফ্ফারা আদায় করে দেই।

٦٢٦٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِيْنَ امْرَاَةً كُلُّ تَلِدُ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ . قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِى الْمَلَكَ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَنَسِىَ . فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَاْتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ اِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلاَمٍ . فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَرْوِيْهِ اَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فِى حَاجَتِهِ . وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اِسْتَثْنَى قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِى هُرَيْرَةَ-

৬২৬৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) একদা বলেছিলেন যে, অবশ্যই আজ রাতে আমি নব্বইজন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব। তারা প্রত্যেকেই পুত্র সন্তান প্রসব করবে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তার সাথী (রাবী সুফিয়ান সাথী দ্বারা ফেরেশতা বুঝিয়েছেন) বলল, আপনি ইন্শাআল্লাহ্ বলুন। কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন এবং সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন। তবে একজন ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভ থেকেই কোন সন্তান পয়দা হল না; তাও ছিল অপূর্ণাঙ্গ। আবূ হুরায়রা (রা) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনি কসমের মাঝে যদি ইনশা আল্লাহ্ বলতেন তাহলে তাঁর কসমও ভঙ্গ হত না আবার উদ্দেশ্যও সাধিত হত। একবার আবূ হুরায়রা (রা) এরূপ বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনি যদি 'ইস্তিসনা' করতেন (অর্থাৎ ইনশা আল্লাহ্ বলতেন)। আবূ যিনাদ আ'রাজের মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٢٧٩٠. بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

২৭৯০. অনুচ্ছেদ ঃ কসম ভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরে কাফ্ফারা আদায় করা

٦٢٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ مُوْسٰى ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ اِخَاءٌ وَمَعْرُوْفٌ ، قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامُهُ قَالَ وَقَدَّمَ فِيْ طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ ، قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مَوْلًى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى ادْنُ فَاِنِّيْ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ مِنْهُ قَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَلاَّ اٰطْعَمَهُ اَبَدًا قَالَ اُدْنُ اُخْبِرْكَ عَنْ ذٰلِكَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ اَيُّوْبُ اَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ ، قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِيْ مَا اَحْمِلُكُمْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَقَالَ اَيْنَ هٰؤُلاَءِ الْاَشْعَرِيُّوْنَ اَيْنَ هٰؤُلاَءِ الْاَشْعَرِيُّوْنَ فَاَتَيْنَا فَاَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى ، قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لاَصْحَابِيْ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْنَا فَحَمَلَنَا نَسِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ وَاللّٰهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ لاَنُفْلِحُ اَبَدًا اِرْجِعُوْا بِنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِيْنَهُ ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ اَنْ لاَ تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا اَوْ فَعَرَفْنَا اَنَّكَ نَسِيْتَ يَمِيْنَكَ ، قَالَ انْطَلِقُوْا فَاِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللّٰهُ اِنِّيْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا. تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيِّ.

৬২৬৪ আলী ইব্ন হুজর (র).....যাহ্দাম জারমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট ছিলাম। আমাদের এবং জারম গোত্রের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রাবী বলেন, তার জন্য খানা পেশ করা হল, তাতে ছিল মুরগীর গোশ্ত। তাদের দলের মাঝে বনী তাইমিল্লাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল যার গায়ের রং ছিল লাল যেন দেখতে গোলাম। রাবী বলেন, লোকটি খানার কাছেও গেল না। আবূ মূসা আশ'আরী তাকে বললেন, কাছে এসো (খানাতে শরীক হও)। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এর গোশ্ত খেতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি একে (মুরগী) কিছু খেতে

banglainternet.com

দেখেছি; ফলে আমি এটিকে ঘৃণা করছি। এবং সে থেকে কসম করেছি যে, কখনও আর এটি খাব না। আবূ মূসা (রা) বলেন, কাছে এসো; আমি তোমাকে এ সম্পর্কে অবহিত করব। একদা আমরা আশ'আরী সম্প্রদায়ের একটি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একটি বাহন চাইবার জন্য আসলাম। তখন তিনি যাকাতের উট বণ্টন করছিলেন। আইয়্যুব বলেন, আমার মনে হয় তিনি তখন রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিব না। আর আমার কাছে বাহনযোগ্য কোন কিছুই নেই। রাবী বলেন, আমরা তখন প্রস্থান করলাম। এমন সময় তাঁর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হল। তিনি বললেন ঃ ঐ আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? ঐ আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? তখন আমরা ফিরে এলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচটি আকর্ষণীয় উট আমাদেরকে দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। আমরা উটগুলো নিয়ে রওনা হলাম। এমন সময় আমি আমার সঙ্গীদেরকে বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিলাম। আর তিনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করেছিলেন। কিন্তু এরপরে আমাদের কাছে লোক পাঠালেন এবং আমাদেরকে বাহন দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কসম ভুলে গিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্কে ﷺ তাঁর কসমকে ভুলিয়ে দিয়ে থাকি তাহলে তো আমরা কখনও কৃতকার্য হতে পারব না। চল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে যাই এবং তাঁর কসম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেই। এরপর আমরা ফিরে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার কাছে বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিলাম, আপনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করেছিলেন। কিন্তু পরে আবার বাহন দিয়েছিলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম বা বুঝতে পারলাম, আপনি হয়ত কসম ভুলে গিয়েছেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা চলে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ই তো তোমাদেরকে বাহন দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই আমি যখন আল্লাহ্র ইচ্ছায় কোন বিষয়ে কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই তখন যেটার মধ্যে মঙ্গল আছে সেটি বাস্তবায়িত করি এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেই। হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ, আইউব, আবূ কিলাবা এবং কাসিম ইব্ন আসিম কুলায়বী (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসে ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহিমের অনুসরণ করেছেন।

٦٢٦٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيْمِىِّ عَنْ زَهْدَمٍ بِهٰذَا-

৬২৬৫ কুতায়বা (র)..... যাহদাম (রা) থেকে উক্তরূপ বর্ণিত আছে।

٦٢٦٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ بِهٰذَا-

৬২৬৬ আবূ মা'মার.....যাহদাম (রা) থেকেও উক্তরূপ বর্ণিত আছে।

٦٢٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَسْاَلِ الاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ

banglainternet.com

وَكُلْتَ اِلَيْهَا وَاِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ. تَابَعَهُ اَشْهَلُ ابْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. وَتَابَعَهُ يُوْنُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُوْرٌ وَهِشَامٌ وَالرَّبِيْعُ-

৬২৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুর রাহ্‌মান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি নেতৃত্ব চাইও না। কেননা, চাওয়া ব্যতীত যদি তোমাকে তা দেওয়া হয় তবে তোমাকে তাতে সাহায্য করা হবে। আর যদি চাওয়ার পর তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তা তোমার দায়িত্বেই ছেড়ে দেওয়া হবে (অর্থাৎ এর ভাল মন্দের দায়িত্ব তোমারই থাকবে)। তুমি যখন কোন কিছুতে কসম কর আর কল্যাণ তার অন্যটির মাঝে দেখতে পাও, তখন যেটার মাঝে কল্যাণ সেটাই বাস্তবায়িত কর। আর তোমার কৃত কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দাও। আশহাল ইব্‌ন হাতিম, ইব্‌ন আউন থেকে এবং উস্‌মান ইব্‌ন আমর-এর অনুসরণ করেছেন এবং ইউনুস, সিমাক ইব্‌ন আতিয়্যা, সিমাক ইব্‌ন হারব্, হুমায়দ, কাতাদা, মানসুর, হিশাম ও রাবী' উক্ত বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আউন-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

উত্তরাধিকার অধ্যায়

بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِى اَوْلاَدِكُمْ الاٰيَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন.... দুই আয়াত পর্যন্ত

٦٢٦٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَعَادَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَاَتَانِى وَقَدْ اُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَىَّ وَضُوْءَهُ فَاَفَقْتُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ فِى مَالِى كَيْفَ اَقْضِىْ فِى مَالِى فَلَمْ يُجِبْنِى بِشَىْءٍ حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ-

৬২৬৮ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) আমার শুশ্রূষা করলেন। তাঁরা উভয়েই পদব্রজে আসলেন এবং আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি তখন বেহুঁশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অযূ করলেন এবং আমার উপর অযূর পানি ঢেলে দিলেন। আমি হুঁশে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সম্পদের ব্যাপারে কি করব। আমার সম্পদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব? তখন তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল।

٢٧٩١ بَابُ تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ ابْنُ عَامِرٍ تَعَلَّمُوْا قَبْلَ الظَّانِّيْنَ يَعْنِى الَّذِيْنَ يَتَكَلَّمُوْنَ بِالظَّنِّ

২৭৯১. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া। উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, যারা ধারণাপ্রসূত কথা বলে তাদের এ ধরনের কথা বলার পূর্বেই তোমরা (উত্তরাধিকার বিদ্যা) শিখে নাও

banglainternet.com

٦٢٦٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ

الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا-

৬২৬৯ মূসা ইবন ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ধারণা করা পরিহার কর, কেননা, ধারণা করা হচ্ছে সর্বাধিক মিথ্যা। কারও দোষ তালাশ করো না, দোষ বের করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। আল্লাহ্র বান্দা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও।

٢٧٩٢ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

২৭৯২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না আর যা কিছু আমরা রেখে যাই সবই হবে সাদাকাস্বরূপ

٦٢٧٠ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ اَتَيَا اَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيْرَاثَهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُمَا ، يَوْمَئِذٍ يَطْلُبَانِ اَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَنُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَاْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاَ اَدَعُ اَمْرًا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيْهِ اِلاَّ صَنَعْتُهُ ، قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتّٰى مَاتَتْ-

৬২৭০ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা থেকে বর্ণিত। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রেখে যাওয়া সম্পত্তির) উত্তরাধিকারিত্ব চাওয়ার জন্য একদা ফাতিমা ও আব্বাস (রা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে আসলেন। তাঁরা ঐ সময় ফাদাক ভূখণ্ডের এবং খায়বারের অংশ দাবি করছিলেন। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না, আমরা যা রেখে যাব তা সবই হবে সাদাকা। এ মাল থেকে মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার ভোগ করবেন। আবূ বকর (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি এতে যেভাবে করতে দেখেছি, তা সেভাবেই বাস্তবায়িত করব। রাবী বলেন, এরপর থেকে ফাতিমা (রা) তাঁকে পরিহার করেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেন নাই।

٦٢٧١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ-

banglainternet.com

৬২৭১ ইসমাঈল ইবন আবান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না। আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই হবে সাদাকাস্বরূপ।

٦٢٧٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنُ مُطْعِمٍ ذَكَرَلِي مِنْ حَدِيْثِهِ ذٰلِكَ ، فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى عُمَرَ فَاَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَبَّاسٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّا لَا نُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ ، فَقَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، فَاَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، قَالَا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ فَاِنِّي اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ : مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ اِلٰى قَدِيْرٍ ، فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَااَحْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلَا اسْتَاثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ اَعْطَاكُمُوْهَا وَبَثَّهَا فِيْكُمْ حَتّٰى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ مِنْ هٰذَا الْمَالِ نَفَقَةَ سَنَةٍ ، ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ فَعَمِلَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيَاتَهُ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالَا نَعَمْ ، فَتَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ اَعْمَلُ فِيْهَا مَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَاَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ ، جِئْتَنِي تَسْاَلُنِي نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ وَاَتَانِي هٰذَا يَسْاَلُنِي نَصِيْبَ امْرَاَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا ، فَقُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَاللّٰهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لَا اَقْضِيْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا اِلَيَّ فَاِنِّي اَكْفِيْكُمَاهَا-

banglainternet.com

৬২৭২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাছান (রা) থেকে বর্ণিত : মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুতঈম আমাকে (মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাছান)-এর পক্ষ থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, আমি মালিক ইব্ন আউস (রা)-এর কাছে চলে গেলাম এবং ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন যে, আমি উমর (রা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি উসমান, আবদুর রাহমান, যুবায়র ও সা'দ (রা)-কে ভিতরে আসার অনুমতি দিবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাঁদেরকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। এরপর সে উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আলী ও আব্বাস (রা)-কে ভিতরে আসার অনুমতি দিবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আব্বাস (রা) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার এবং এর মাঝে মীমাংসা করে দিন। উমর (রা) বললেন, আপনাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলি যার হুকুমে আকাশ ও যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে; আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, আমাদের কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না, আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই হবে সাদাকাস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দ্বারা নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। দলের লোকেরা বলল, অবশ্যই তিনি তা বলেছেন। এরপর তিনি আলী ও আব্বাস (রা)-এর দিকে মুখ করে বললেন, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা বলেছিলেন? তাঁরা উভয়ে জবাব দিলেন, অবশ্যই তিনি তা বলেছেন। উমর (রা) বললেন, এখন আমি এ ব্যাপারে আপনাদের কাছে বর্ণনা রাখছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ফায় (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত ধনসম্পদ)-এর ব্যাপারে তাঁর রাসূলকে বিশেষত্ব প্রদান করেছেন, যা আর অন্য কাউকে করেননি। তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলেন ঃ ما افاء الله على رسوله থেকে قدير পর্যন্ত তিলাওয়াত করে শোনালেন। এবং বললেন, এটা তো ছিল বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য। আল্লাহ্ তা'আলার কসম! তিনি আপনাদের ব্যতীত অন্য কারও জন্য এ মাল সংরক্ষণ করেননি। আর আপনাদের ব্যতীত অন্য কাউকে এতে প্রাধান্য দেননি। এ মাল তো আপনাদেরই তিনি দিয়ে গিয়েছেন এবং আপনাদের মাঝেই বণ্টন করেছেন। পরিশেষে এ মালটুকু অবশিষ্ট ছিল। তখন তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের বছরের ভরণ-পোষণের জন্য এ থেকে খরচ করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত তা আল্লাহ্র মাল হিসেবে (তাঁর রাস্তায়) খরচ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর গোটা জীবদ্দশায়ই এরূপ করে গিয়েছেন। আমি আপনাদের আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এ কথাগুলো কি আপনারা জানেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের দু'জনকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কি এ কথাগুলো জানেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে ওফাত দান করলেন তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল ﷺ -এর ওলী। এরপর তিনি উক্ত মাল হস্তগত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেভাবে তা ব্যবহার করেছিলেন তিনিও তা সেভাবে ব্যবহার করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর (রা)-এর ওফাত দান করলেন। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহ্র রাসূলের ওলীর ওলী। আমি এ মাল হস্তগত করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) এ মালের ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন দু'বছর যাবত আমি এ মালের ব্যাপারে সেই নীতিই অবলম্বন করে আসছি। এরপর আপনারা আমার কাছে আসলেন আর আপনাদের উভয়ের বক্তব্যও এক এবং ব্যাপারটিও অনুরূপ। (হে আব্বাস (রা)) আপনি তো আপনার ভাতিজার থেকে প্রাপ্য অংশ আমার কাছ চাইছেন। আর আলী (রা) আমার কাছে তাঁর স্ত্রীর অংশ যা তাঁর

banglainternet.com

পিতা থেকে প্রাপ্য আমার কাছে তলব করছেন। সুতরাং আমি বলছি, আপনারা যদি এটা চান তাহলে আমি আপনাদেরকে তা দিয়ে দিতে পারি। এরপর কি আপনারা অন্য কোন ফায়সালা আমার কাছে চাইবেন? ঐ আল্লাহ্‌র কসম! যাঁর হুকুমে আকাশ ও যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি যে ফায়সালা প্রদান করলাম কিয়ামত পর্যন্ত এ ছাড়া আর অন্য কোন ফায়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এ ধনসম্পদের শৃংখলা বিধানে অক্ষম হন তবে তা আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন, আমি তার শৃংখলা বিধান করব।

٦٢٧٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمُؤْنَةِ عَامِلِى فَهُوَ صَدَقَةٌ-

৬২৭৩ ইসমাঈল (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার রেখে যাওয়া সম্পত্তির দীনার বণ্টনযোগ্য নয়। আমার সহধর্মিণীগণের এবং আমার কর্মচারীবৃন্দের খরচ ব্যতীত যতটুকু থাকবে তা হবে সাদাকাতুল্য।

٦٢٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَدْنَ اَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ اِلَى اَبِى بَكْرٍ يَسْاَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ-

৬২৭৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিণীগণ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে আপন আপন উত্তরাধিকার চাওয়ার জন্য উসমান (রা)-কে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এরূপ বলেননি, আমাদের কোন উত্তরাধিকারী নেই? আমরা যা রেখে যাব সবই হবে সাদাকাতুল্য।

٢٧٩٣ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِاَهْلِهِ

২৭৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি মাল রেখে যায় তা তার পরিবার-পরিজনের হবে

٦٢٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ. وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

banglainternet.com

৬২৭৫ আবদান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় আর সে যদি ঋণ পুরা করার

মত কোন সম্পদ রেখে না যায় তাহলে তা আদায় করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি কোন মাল রেখে মারা যায় তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।

٢٧٩٤ بَابُ مِيْرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ ، وقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اِذَا تَرَكَ رَجُلٌ اَوِ امْرَاَةٍ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ وَاِنْ كَانَتَا ثِنْتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ فَاِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْلَى فَرِيْضَتَهُ وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

২৯৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের উত্তরাধিকার। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, কোন পুরুষ বা নারী যদি কন্যা সন্তান রেখে যায় তাহলে সে অর্ধাংশ পাবে। আর যদি তাদের সংখ্যা দুই বা ততোধিক হয় তারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি উক্ত কন্যা বা কন্যাসমূহের সঙ্গে পুরুষ থাকে তাহলে প্রথমে অংশীদারদেরকে তাদের প্রাপ্ত দেয়ার পর বাকি অংশ দুই নারী সমান এক পুরুষ ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে

٦٢٧٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ-

৬২৭৬ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মীরাস তার হক্‌দারদেরকে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

٦٧٩٥ بَابُ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ

২৭৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার

٦٢٧٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَاَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ ابْنَتِيْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ فَقَالَ لاَ قَالَ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا اِلٰى فِيْ امْرَاَتِكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِيْ ؟ فَقَالَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِيْ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِيْ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ ، وَلٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِيْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ-

banglainternet.com

৬২৭৭ হুমায়দী (র).... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কাতে একদা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং এতে আমি মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলাম। নবী ﷺ সেবা শুশ্রূষা করার জন্য আমার কাছে তশরীফ আনলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া, রাসূলাল্লাহ্! আমার তো অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে। আর আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি দু'তৃতীয়াংশ মাল দান করে দেব? তিনি বললেন, না। (রাবী বলেন) আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক দান করে দেব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ কি দান করে দেব? তিনি বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ তো অনেক। তুমি তোমার সন্তানকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে যাবে আর সে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করবে—এর চেয়ে তাকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়াটাই তো উত্তম। তুমি (পরিবার-পরিজনের জন্য) যাই খরচ করবে তার প্রতিদান তোমাকে দেওয়া হবে। এমন কি ঐ লোকমাটিরও প্রতিদান তোমাকে দেওয়া হবে যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আমার হিজরতকৃত স্থান থেকে পশ্চাতে থেকে যাব? তিনি বললেন ঃ আমার পশ্চাতে থেকে গিয়ে তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যে আমলই করবে তাতে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সম্ভবত তুমি আমার পরেও জীবিত থাকবে। এমন কি তোমার দ্বারা বহু সম্প্রদায় উপকৃত হবে এবং অন্যেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু বেচারা সা'দ ইব্ন খাওলা (রা)-এর জন্য আফসোস। মক্কাতেই হয়েছিল তাঁর মৃত্যু। সে জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সুফিয়ান (রা) বলেন, সা'দ ইব্ন খাওলা (রা) বনূ আমির ইব্ন লুআই গোত্রের লোক ছিলেন।

٦٢٧٨ حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَشَيْبَانُ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا اَوْ اَمِيْرًا، فَسَاَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَاُخْتَهُ فَاَعْطَى الْاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْاُخْتَ النِّصْفَ-

৬২৭৮ মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)..... আস্ওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) আমাদের নিকট মু'আল্লিম অথবা আমীর হিসাবে ইয়ামানে এলে আমরা তাঁর কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে লোকটি এক কন্যা ও একটি ভগ্নি রেখে মারা গিয়েছে। তখন তিনি কন্যাটিকে সম্পত্তির অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক প্রদান করলেন।

٦٧٩٦ بَابُ مِيْرَاثِ ابْنِ الْاِبْنِ اِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ قَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْاَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ اِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهُمْ وَلَدُ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَاُنْثَاهُمْ كَاُنْثَاهُمْ يَرِثُوْنَ كَمَا يَرِثُوْنَ وَيَحْجُبُوْنَ كَمَا يَحْجُبُوْنَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْاِبْنِ مَعَ الْاِبْنِ

২৭৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ পুত্রের অবর্তমানে নাতির উত্তরাধিকার। যায়িদ (রা) বলেন, পুত্রের সন্তানাদি পুত্রের মতই, যখন তাকে ছাড়া আর কোন সন্তান না থাকে। নাতিগণ পুত্রদের মত আর নাতনীগণ কন্যাদের মত। পুত্রদের মত নাতনীগণও উত্তরাধিকারী হয়, আবার পুত্রগণ যেরূপ অন্যদেরকে মাহরুম করে নাতিগণও সেরূপ অন্যদেরকে মাহরুম করে। আর নাতিগণ পুত্রদের বর্তমানে উত্তরাধিকারী হয় না

banglainternet.com

٦٢٧٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ-

৬২৭৯ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রাপ্যাংশ (মিরাস) তাদের হকদারদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

٦٧٩٧ بَابُ مِيْرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ

২৭৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ কন্যার বর্তমানে পুত্র তরফের নাতনীর উত্তরাধিকার

٦٢٨٠ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيْلَ يَقُوْلُ سُئِلَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنْ اِبْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَاُخْتٍ ، فَقَالَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْاُخْتِ النِّصْفُ وَاْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنِىْ ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَاُخْبِرَ بِقَوْلِ اَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ اَقْضِىْ فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلْاُخْتِ فَاَتَيْنَا اَبَا مُوْسٰى فَاَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، فَقَالَ لَا تَسْاَلُوْنِىْ مَادَامَ هٰذَا الْحِبْرُ فِيْكُمْ-

৬২৮০ আদাম (র).....হুযায়ল ইব্ন শুরাহ্বীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ মূসা (রা)-কে কন্যা, পুত্র পক্ষের নাতনী এবং ভগ্নির উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর ভগ্নির জন্য অর্ধেক। (তিনি বললেন) তোমরা ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তিনিও হয়ত আমার মত উত্তর দেবেন। সুতরাং ইব্ন মাসউদ (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল এবং আবূ মূসা (রা) যা বলেছেন সে সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হল। তিনি বললেন, আমি তো গোমরা হয়ে যাব, হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারব না। আমি এ ব্যাপারে তোমাদের মাঝে ঐ ফায়সালাই করব, নবী ﷺ যে ফায়সালা প্রদান করেছিলেন। কন্যা পাবে অর্ধাংশ আর নাতনী পাবে ষষ্ঠাংশ। এভাবে দু'তৃতীয়াংশ পুরু হবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ থাকবে ভগ্নির জন্য। এরপর আমরা আবূ মূসা (রা)-এর কাছে আসলাম এবং ইব্ন মাসউদ (রা) যা বললেন, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ যতদিন এ অভিজ্ঞ আলিম (জ্ঞানতাপস) তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে ততদিন আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

banglainternet.com

٦٧٩٨ بَابُ مِيْرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْاَبِ وَالْاِخْوَةِ ، وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اَلْجَدُّ اَبٌ ، وَقَرَاَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَابَنِىْ اٰدَمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

، وَلَمْ يَذْكُرْ اَنْ اَحَدًا خَالَفَ اَبَا بَكْرٍ فِيْ زَمَانِهِ وَاَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُتَوَافِرُوْنَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرِثُنِيْ ابْنُ ابْنِيْ دُوْنَ اِخْوَتِيْ وَلاَ اَرِثُ اَنَا ابْنَ ابْنِيْ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدٍ اَقَاوِيْلُ مُخْتَلِفَةٌ

২৭৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দের বর্তমানে দাদার উত্তরাধিকার। আবূ বকর সিদ্দীক (রা), ইব্ন আব্বাস (রা) এবং ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন যে, দাদা পিতার মতই। ইব্ন আব্বাস (রা) এরূপ পড়েছেন يَابَنِيْ اٰدَمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ বস্তুত এরকম কেউই বলেননি যে, আবূ বকর (রা)-এর যামানায় কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অথচ সে সময়ে নবী করীম ﷺ -এর অনেক সাহাবী বিদ্যমান ছিল। আর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার নাতি আমার উত্তরাধিকারী হবে, আমার ভাই নয়। তবে আমি আমার নাতির উত্তরাধিকারী হব না। তবে উমর, আলী ইব্ন মাসঊদ এবং যায়িদ (রা) থেকে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়

٦٢٨١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ-

৬২৮১ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ প্রাপ্যাংশ তার হকদারকে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

٦٢٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَّا الَّذِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُهُ وَلٰكِنْ خُلَّةُ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ اَوْ قَالَ خَيْرٌ فَاِنَّهُ اَنْزَلَهُ اَبًا اَوْ قَالَ قَضَاهُ اَبًا-

৬২৮২ আবূ মা'মার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "আমি যদি এ উম্মাত থেকে কাউকে খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানাতাম তবে তাকে [আবূ বকর (রা)]-কে বানাতাম। কিন্তু ইসলামী বন্ধুত্বই হচ্ছে সর্বোত্তম।" افضل শব্দ বলেছেন না কি خير এতে রাবীর সন্দেহ আছে। তিনি দাদাকে পিতার মর্যাদা দিয়েছেন انزله ابا অথবা قضاه ابا বলেছেন।

٢٧٩٩ بَابُ مِيْرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

২৭৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানাদির বর্তমানে স্বামীর উত্তরাধিকার

٦٢٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْاَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ-

banglainternet.com

৬২৮৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (প্রথমে) মাল ছিল সন্তানাদির আর ওসিয়াত ছিল পিতামাতার জন্য। কিন্তু পরে আল্লাহ্ তা'আলা তা রহিত করে দিয়ে এর চেয়ে উত্তমটি প্রবর্তন করেছেন। পুরুষের জন্য নারীদের দু'জনের সমতুল্য অংশ নির্ধারণ করেছেন। আর পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন। স্ত্রীর জন্য নির্ধারণ করেছেন (সন্তান থাকা অবস্থায়) এক-অষ্টমাংশ এবং (সন্তান না থাকলে) এক-চতুর্থাংশ। আর স্বামীর জন্য (সন্তান না থাকলে) অর্ধেক আর (সন্তান থাকলে) এক-চতুর্থাংশ।

٢٨٠٠ بَابُ مِيْرَاثِ الْمَرْاَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

২৮০০. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানাদির বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রীর উত্তরাধিকার

٦٢٨٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنِيْنِ امْرَاَةٍ مِنْ بَنِيْ لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ ثُمَّ اِنَّ الْمَرْاَةَ الَّتِيْ قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا-

৬২৮৪ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী লিহয়ান গোত্রের জনৈক মহিলার একটি ভ্রূণপাত সংক্রান্ত ব্যাপারে নবী ﷺ একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যে মহিলাটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা দিলেন, তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তার পুত্রগণ ও স্বামীর জন্য। আর দিয়াত (গোলাম বা বাঁদী) তার আসাবার জন্য।

٢٨٠١ بَابُ مِيْرَاثُ الْاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

২৮০১. অনুচ্ছেদ ঃ কন্যাদের বর্তমানে ভগ্নি আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকারিণী হয়

٦٢٨٥ حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ النِّصْفُ لِلْاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْاُخْتِ ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِيْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬২৮৫ বিশ্র ইবন খালিদ (র)..... আল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় আমাদের মাঝে এ ফায়সালা দিয়েছিলেন যে, কন্যা পাবে সম্পত্তির অর্ধেক আর ভগ্নির জন্যও অর্ধেক। এরপর সনদস্থিত রাবী সুলায়মান বলেন, তিনি (আল আসওয়াদ) আমাদের এ ব্যাপারে মীমাংসা করেছিলেন। তবে على عهد رسول الله (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায়) কথাটি উল্লেখ করেনি।

banglainternet.com

٦٢٨٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَاَ قْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَابَقِىَ فَلِلْاُخْتِ-

৬২৮৬ আমর ইব্ন আব্বাস (র)..... হুযায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি এতে ঐ ফায়সালাই করব যা নবী ﷺ করেছিলেন। অথবা তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, (তা হচ্ছে,) কন্যার জন্য সম্পত্তির অর্ধেক আর পুত্র পক্ষের নাতনীদের জন্য ষষ্ঠাংশ। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা ভগ্নির জন্য।

٢٨٠٢ بَابُ مِيْرَاثِ الْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ

২৮০২. অনুচ্ছেদ ঃ ভগ্নিগণ ও ভ্রাতৃগণের উত্তরাধিকার

٦٢٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا مَرِيْضٌ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّاَ وَنَضَحَ عَلَىَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا لِىْ اَخَوَاتٌ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْفَرَائِضِ-

৬২৮৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসমান (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। তখন নবী ﷺ আমার নিকট তশরীফ আনলেন। এসে অযূর পানি চাইলেন এবং অযূ করলেন। তারপর অযূর বেঁচে যাওয়া পানি থেকে আমার উপর ঢেলে দিলেন। তখন আমি প্রকৃতিস্থ হলাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ভগ্নিগণ আছে। ঐ সময় উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াত নাযিল হয়।

٦٨٠٣ بَابُ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ الاية

২৮০৩. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ লোকেরা আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত

٦٢٨٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُوْرَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ-

৬২৮৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র).... বারআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে সূরা নিসার আখেরী আয়াত يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الاية।

banglainternet.com

٢٨٠٤ بَابُ ابْنَىْ عَمٍّ اَحَدُهُمَا اَخٌ لِاُمٍّ وَالْاٰخَرُ زَوْجٌ وَقَالَ عَلِىٌّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْاُخِ مِنَ الْاُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِىَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ-

২৮০৪. অনুচ্ছেদ ঃ (কোন মেয়েলোকের) দু'জন চাচাতো ভাই, তন্মধ্যে একজন যদি মা শরীক ভাই আর অপরজন যদি স্বামী হয়। আলী (রা) বলেন, স্বামীর জন্য অংশ হচ্ছে অর্ধেক আর মা শরীক ভাই-এর জন্য হচ্ছে এক-ষষ্ঠাংশ। এরপর অবশিষ্টাংশ দু'এর মাঝে আধাআধি হারে দিতে হবে

٦٢٨٩ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا اسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلأُدْعَ لَهُ–

৬২৮৯ মাহমুদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় তার ধন-সম্পদ তার আসাবাগণ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি বোঝা অথবা সন্তানাদি (ঋণ) রেখে মারা যায় আমিই হব তার অভিভাবক। সুতরাং আমার কাছেই যেন তা চাওয়া হয়।

٦٢٩٠ حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ–

৬২৯০ উমাইয়্যা ইব্‌ন বিস্‌তাম (রা)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ প্রাপ্যাংশ তার হকদারের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তার মালিক হবে তার নিকটতম পুরুষ ব্যক্তি।

٢٨٠٥ بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

২৮০৫. পরিচ্ছেদ ঃ যাবিল আরহাম

٦٢٩١ اسْحٰقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ ادْرِيْسُ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيَّ دُوْنَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، قَالَ نَسَخَتْهَا: وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ–

banglainternet.com

৬২৯১ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)........... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ وَالَّذِيْنَ الآيَة-এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন নবী ﷺ মুহাজির ও আনসারগণের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন, সে

প্রেক্ষিতে আনসারগণের সাথে যাদের যাবিল আরহাম-এর সম্পর্ক ছিল তা বাদ দিয়ে মুহাজিরগণ আনসারগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতেন। এরপর যখন وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ الْآيَةَ -এর আয়াত নাযিল হয়, তখন وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ আয়াতের বিধানটি রহিত হয়ে যায়।

٢٨٠٦ بَابُ مِيْرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

২৮০৬. অনুচ্ছেদ ঃ লি'আনকারীদের উত্তরাধিকার

٦٢٩٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَاَتَهُ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْاَةِ-

৬২৯২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর যামানায় তার স্ত্রীর সঙ্গে লি'আন করেছিল। এবং তার সন্তানটিকেও অস্বীকার করল। তখন নবী ﷺ তাদের দু'জনের মাঝে (বিবাহ) বিচ্ছেদ করে দিলেন এবং সন্তানটি মহিলাকে দিয়ে দিলেন।

٢٨٠٧ بَابُ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ اَوْ اَمَةً

২৮০৭. অনুচ্ছেদ ঃ শয্যাসঙ্গিনী আযাদ হোক বা বাঁদী, সন্তান শয্যাধিপতির

٦٢٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّيْ ، فَاقْبِضْهُ اِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ ، قَالَ ابْنُ اَخِيْ عَهِدَ اِلَيَّ فِيْهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ اَخِيْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِيْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِيْ مِنْهُ لِمَا رَاٰى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاٰهَا حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ-

৬২৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উতবা তার ভাই সা'দকে ওসীয়্যত করল যে, যামাআ নামক বাঁদীর সন্তানটি আমার। তাই তুমি তাকে তোমার হস্তগত করে নাও। মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ তাকে হস্তগত করলেন এবং বললেন যে, এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার ভাই এর সম্পর্কে ওসীয়্যত করে গিয়েছিলেন। তখন আবদ ইব্ন যামআ দাঁড়িয়ে বললো, এ তো আমার ভাই। কেননা, এ হচ্ছে আমার পিতার বাঁদীর পুত্র। এবং সে আমার পিতার শয্যাসঙ্গিনীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে। উভয়েই তাঁদের মুকদ্দমা নবী ﷺ -এর কাছে পেশ করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে আবদ ইব্ন যা'মআ, এ ছেলে তুমিই পাবে। কেননা, সন্তান সে-ই পেয়ে থাকে যার শয্যাসঙ্গিনীর গর্ভে জন্ম নেয়। আর ব্যভিচারকারীর জন্য হল পাথর। এরপর তিনি সাওদা বিন্ত যামআকে বললেন ঃ তুমি এ ছেলে থেকে পর্দা

banglainternet.com

পালন করবে। কেননা, তিনি তার মাঝে উতবার সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। সুতরাং সাওদা (রা) সে ছেলেটিকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ (মৃত্যু) পর্যন্ত আর দেখেননি।

٦٢٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ-

৬২৯৪ মুসাদ্দাদ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সন্তান হল শয্যাধিপতির।

٢٨.٨ بَابُ اَلْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَمِيْرَاثُ اللَّقِيْطِ وَقَالَ عُمَرُ اللَّقِيْطُ حُرٌّ

২৮০৮. অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করবে। আর লাকীত এর উত্তরাধিকার। উমর (রা) বলেন, লাকীত (কুড়িয়ে পাওয়া) ব্যক্তি আযাদ

٦٢٩٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرِيْهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُهْدِيَ لَهَا ، فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَاَيْتُهُ عَبْدًا-

৬২৯৫ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারীরা (দাসী বাঁদী)-কে ক্রয় করতে চাইলাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় করতে পার। কেননা, অভিভাবকত্ব তো ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আযাদ করে। বারীরাকে একদা একটি বক্‌রী সাদাকা দেওয়া হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটি তার জন্য সাদাকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া। হাকাম বলেন, বারীরার স্বামী একজন আযাদ ব্যক্তি ছিল। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, হাকামের বর্ণনা সনদ হিসাবে মুরসাল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাকে (বারীরার স্বামীকে) গোলামরূপে দেখেছি।

٦٢٩٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-

৬২৯৬ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্‌ন উমর (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করবে।

٢٨.٩ بَابُ مِيْرَاثِ السَّائِبَةِ

২৮০৯. অনুচ্ছেদ ঃ সায়বার উত্তরাধিকার

banglainternet.com

٦٢٩٧ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْاِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُوْنَ ، وَاِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَ-

৬২৯৭ কাবীসা ইব্‌ন উক্‌বা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে ইসলাম (মুসলমানগণ) সায়বা বানায় না। তবে জাহেলী যামানার লোকেরা সায়বা বানাত।

٦٢٩٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ لِتُعْتِقَهَا فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلَاءَ هَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ لِاُعْتِقَهَا وَاِنَّ اَهْلَهَا يَشْتَرِطُوْنَ وَلَاءَ هَا فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ اَوْ قَالَ اَعْطَى الثَّمَنَ قَالَ فَاشْتَرَتْهَا فَاَعْتَقَتْهَا قَالَ وَخُيِّرَتْ نَفْسُهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ اُعْطِيْتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ قَالَ الْاَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَوْلُ الْاَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَاَيْتُهُ عَبْدًا اَصَحُّ-

৬২৯৮ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বারীরা বাঁদীকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে চাইলেন। আর তার মনিব তার ওয়ালার (অভিভাবকত্বের) শর্ত করল (নিজেদের জন্য)। তখন আয়েশা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বারীরাকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে চাই। অথচ তার মনিবরা তার ওয়ালার শর্ত করছে। তিনি বললেন ঃ তাকে (ক্রয় করে) আযাদ কর। কেননা, অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি আযাদ করে। অথবা তিনি বললেন ঃ তার মূল্য দিয়ে দাও। তিনি বলেন, তখন তিনি তাকে ক্রয় করলেন এবং আযাদ করে দিলেন। তিনি আরও বললেন, তাকে তার (স্বামীর সাথে) যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হল। সে নিজেকে ইখতিয়ার করল এবং বলল, আমাকে যদি এরূপ এরূপ কিছু দেওয়াও হয় তবুও আমি তার সাথী হব না। আসওয়াদ (র) বলেন, তার স্বামী আযাদ ছিল। আবূ আবদুল্লাহ্ [বুখারী (র)] বলেন, আসওয়াদ-এর বক্তব্য বিচ্ছিন্ন। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য 'আমি (বারীরার স্বামীকে) তাকে গোলামরূপে দেখেছি' বিশুদ্ধতর।

٢٨١٠ بَابُ اِثْمِ مَنْ تَبَرَّاَ مِنْ مَوَالِيْهِ

২৮১০. অনুচ্ছেদ ঃ যে গোলাম তার মনিবদের ইচ্ছার খেলাফ কাজ করে তার গুনাহ্

٦٢٩٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ اِلَّا كِتَابُ اللّٰهِ غَيْرَ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ فَاَخْرَجَهَا فَاِذَا فِيْهَا اَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَاَسْنَانِ الْاِبِلِ قَالَ وَفِيْهَا الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اِلَى كَذَا ، فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا ، اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ

banglainternet.com

وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ، وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ-

৬২৯৯ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... ইবরাহীম তামীমীয় পিতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, কিতাবুল্লাহ্ ব্যতীত আমাদের আর কোন কিতাব তো নেই যা আমরা পাঠ করতে পারি। তবে এ লিপিখানা আছে। রাবী বলেন, এরপর তিনি তা বের করলেন। দেখা গেল যে, তাতে যখম ও উটের বয়স সংক্রান্ত কথা লিপিবদ্ধ আছে। রাবী বলেন, তাতে আরও লিপিবদ্ধ ছিল যে, আইর থেকে নিয়ে অমুক স্থানের মধ্যবর্তী মদীনার হারাম। এখানে যে (ধর্মীয় ব্যাপারে) বিদআত করবে বা বিদআতকারীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ্র ফেরেশতার এবং সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন ফরয আমল এবং কোন নফল কবূল করবেন না। যে ব্যক্তি মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন গোলামকে আশ্রয় প্রদান করে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্তা এবং সমস্ত মানুষের লানত। তার কোন ফরয বা নফল কিয়ামতের দিন কবূল করা হবে না। সমস্ত মুসলমানের জিম্মাই এক, একজন সাধারণ মুসলমানও এর চেষ্টা করবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের আশ্রয় প্রদানকে বাচনাল করে তার উপর আল্লাহ্র, ফেরেশতার এবং সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন তার কোন ফরয ও নফল কবূল করা হবে না।

٦٣٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ-

৬৩০০ আবূ নুয়াঈম (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অভিভাবকত্ব বিক্রয় এবং হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

٢٨١١ بَابُ اِذَا اَسْلَمَ عَلٰى يَدَيْهِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَيَرٰى لَهُ وِلاَيَةً ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ، وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ صِحَّةِ هٰذَا الْخَبَرِ

২৮১১. অনুচ্ছেদ ঃ কাফের যদি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে হাসান (রা) তার জন্য এতে ওয়ালার স্বীকৃতি দিতেন না। নবী ﷺ বলেছেন ঃ ওয়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে। তামীমে দারী (রা) থেকে মারফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ওয়ালা তার আযাদকারীর কাছে অন্যান্য মানুষের তুলনায় তার মৃত্যু ও জীবন যাপনের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটে। তবে এ খবরের সত্যতার ব্যাপারে অন্যেরা মতানৈক্য করেছেন

banglainternet.com

٦٣٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلَى اَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-

৬৩০১ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আযাদ করার জন্য একটি বাঁদী ক্রয় করতে চাইলেন। তখন তার মনিবরা তাঁকে বলল যে, আমরা এ বাঁদী আপনার কাছে এ শর্তে বিক্রি করতে পারি যে, ওয়ালা হবে আমাদের জন্য। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আলোচনা করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ এটা তোমার জন্য কোন বাধা নয়। কারণ, ওয়ালা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে।

٦٣٠٢ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ قَالَتْ فَاَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ اَعْطَانِىْ كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا-

৬৩০২ মুহাম্মদ (রা) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা বাঁদীকে আমি ক্রয় করলাম। তখন তার মালিকেরা তার ওয়ালার শর্ত করল। এ ব্যাপারে আমি নবী ﷺ -এর কাছে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে আযাদ করে দাও। কেননা, ওয়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য যে রৌপ্য প্রদান করে। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরাকে ডাকলেন এবং তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দিলেন। তখন সে বলল, সে যদি আমাকে এরূপ এরূপ মালও দেয় তবুও আমি তার সাথে রাত যাপন করব না। এবং সে নিজেকেই ইখ্‌তিয়ার করল।

٢٨١٢ بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ

২৮১২. অনুচ্ছেদ ঃ নারীগণ ওয়ালার উত্তরাধিকারী হতে পারে

٦٣٠٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَرَادَتْ عَائِشَةُ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَقَالَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّهُمْ يَشْتَرِطُوْنَ الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِشْتَرِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-

৬৩০৩ হাফ্‌স ইবন উমর (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বারীরা বাঁদীকে ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। তিনি নবী ﷺ এর কাছে বললেন যে, তারা (মালিকেরা) ওয়ালার শর্ত করছে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় করে নাও। কেননা, ওয়ালা তো হচ্ছে ঐ ব্যক্তির, যে আযাদ করে।

banglainternet.com

٦٣٠٤ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِىَ النِّعْمَةَ-

৬৩০৪ ইবন সালাম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ওয়ালা হল ঐ ব্যক্তির জন্য যে রৌপ্য (মূল্য) প্রদান করে। আর সে নিয়ামতের অধিকারী হয়।

٢٨١٣ بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الْاُخْتِ مِنْهُمْ

২৮১৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কাওমের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর বোনের ছেলেও ঐ কাওমের অন্তর্ভুক্ত

٦٣٠٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَوْ كَمَا قَالَ-

৬৩০৫ আদাম (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন কাওমের (আযাদকৃত) গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত অথবা এ জাতীয় কোন কথা বলেছেন।

٦٣٠٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ اَوْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ-

৬৩০৬ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন কাওমের বোনের পুত্র সে কাওমেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে مِنْهُمْ বলেছেন অথবা مِنْ اَنْفُسِهِمْ বলেছেন।

٢٨١٤ بَابُ مِيْرَاثُ الْاَسِيْرِ وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الْاَسِيْرَ فِىْ اَيْدِى الْعَدُوِّ وَيَقُوْلُ هُوَ اَحْوَجُ اِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَجِزْ وَصِيَّةَ الْاَسِيْرِ وَعَتَاقَتَهُ وَمَا صَنَعَ فِىْ مَالِهِ مَالَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِيْنِهِ فَاِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيْهِ مَا شَاءَ

২৮১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বন্দীর উত্তরাধিকার। শুরায়হ (রা) শত্রুদের হাতে বন্দী মুসলমানদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করতেন এবং বলতেন এ বন্দী লোক উত্তরাধিকারের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। উমর ইবন আবদুল আযীয (র) বলেন, বন্দী ব্যক্তির ওসিয়ত, তাকে আযাদ কর এবং তার মালের ব্যবহারকে জায়েয মনে কর, যতক্ষণ না সে আপন ধর্ম থেকে ফিরে যায়। কেননা, এ হচ্ছে তারই মাল। সে এতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে

banglainternet.com

٦٣٠٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيْنَا-

৬৩০৭ আবুল ওয়ালীদ (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় সে ধন-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। আর যে ঋণ রেখে (মারা) যায় তা (আদায় করা) আমার দিম্মায়।

٢٨١٥ بَابُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَاِذَا اَسْلَمَ قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ الْمِيْرَاثُ فَلاَ مِيْرَاثَ لَهُ

২৮১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না। কোন ব্যক্তি সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে মুসলমান হয়ে গেলে সে মিরাস পাবে না

٦٣٠٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ-

৬৩০৮ আবূ আসিম (র) ..... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফেরও মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না।

٢٨١٤ بَابُ مِيْرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبُ النَّصْرَانِيِّ وَاِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

২৮১৬. অনুচ্ছেদ ঃ নাসারা গোলাম ও নাসারা মাকাতিবের মিরাস এবং যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে অস্বীকার করে তার গুনাহ

٢٨١٧ بَابُ مَنِ ادَّعَى اَخًا اَوِ ابْنَ اَخٍ

২৮১৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কাউকে ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ার দাবি করে

٦٣٠٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِيْ غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِيْ عُتْبَةَ ابْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَيَّ اَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ اِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا اَخِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِيْ مِنْ وَلِيْدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى شَبَهِهِ فَرَاٰى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ-

banglainternet.com

৬৩০৯ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ও আবদু ইব্ন যামআ একটি ছেলের ব্যাপারে পরস্পরে কথা কাটাকাটি করেন। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ছেলেটি আমার ভাই উত্বা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস-এর পুত্র। তিনি আমাকে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, এ ছেলেটি তাঁর পুত্র। আপনি তার আকৃতির দিকে লক্ষ্য করে দেখুন। আবদ ইব্ন যামআ বললো, এ আমার ভাই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার পিতার ঔরসে তার কোন বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তখন নবী ﷺ তার আকৃতির দিকে নযর করলেন এবং উত্বার আকৃতির সাথে তার আকৃতির প্রকাশ্য মিল দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবদ। এ ছেলে তুমিই পাবে। কেননা সন্তান যথাযথ শয্যাপতির আর ব্যভিচারীর জন্য হল পাথর। আর হে সাওদা বিন্ত যামআ! তুমি তার থেকে পর্দা কর। আয়েশা (রা) বলেন, এরপরে সে কখনও সাওদার সাথে দেখা দেয়নি।

٢٨١٨ بَابُ مَنِ ادَّعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ

২৮১৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করা

٦٣١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لاَبِيْ بَكْرَةَ فَقَالَ وَاَنَا سَمِعَتْهُ اُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬৩১০ মুসাদ্দাদ (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্য লোককে পিতা বলে দাবি করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম। রাবী বলেন, আমি এ কথাটি আবূ বকর (রা)-এর কাছে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমার কান দু'টি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছে এবং আমার অন্তর তাকে সংরক্ষণ করেছে।

٦٣١١ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ-

৬৩১১ আসবাগ ইব্ন ফারাজ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অস্বীকার করো না)। কেননা, যে ব্যক্তি আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (পিতাকে অস্বীকার করে) এটি কুফরী।

banglainternet.com

٢٨١٩ بَابُ اِذَا ادَّعَتِ الْمَرْاَةُ ابْنًا

২৮১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা কাউকে পুত্র হিসাবে দাবি করলে তার বিধান

٦٣١٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَتِ امْرَاَتَانِ مَعَهُمَا اَبْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِاِبْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِاِبْنِكِ وَقَالَتِ الْاُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِاِبْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوُدَ فَقَضٰى بِهِ لِلْكُبْرٰى ، فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَاَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهِ لِلصُّغْرٰى ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ قَطُّ اِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُوْلُ اِلَّا الْمُدْيَةَ-

৬৩১২ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'জন মহিলার সঙ্গে তাদের দু'টি ছেলে ছিল। বাঘ এসে (একদিন) তাদের একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। একজন মহিলা তার অপর সঙ্গিনীকে বলল যে, বাঘে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। অপরজন বলল যে, বাঘে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। তারা উভয়ে দাউদ (আ)-এর কাছে তাদের মুকাদ্দমা দায়ের করল। তিনি বড় মহিলাটির সপক্ষে ফায়সালা প্রদান করলেন। এরপর তারা বের হয়ে দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর কাছে গেল এবং উভয়েই তাঁকে তাদের ঘটনা অবহিত করল। তখন তিনি বললেন, আমাকে একটি ছুরি দাও, আমি একে দু'টুকরা করে দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেব। তখন ছোট মহিলাটি বলল, আপনি এরূপ করবেন না, আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া করুন। এ ছেলেটি তারই। তিনি ছেলেটি ছোট মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ছুরি অর্থে سكين শব্দটি সে দিনই শুনেছি। পূর্বে তো আমরা একে مدية বলতাম।

٢٨٢٠. بَابُ الْقَائِفِ

২৮২০. অনুচ্ছেদ ঃ চিহ্ন ধরে অনুসরণ

٦٣١٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَىَّ مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ قَالَ اَلَمْ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ اٰنِفًا اِلٰى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ-

৬৩১৩ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন এত প্রফুল্ল অবস্থায় যে, তাঁর চেহারার চিহ্নগুলি চমকাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ তুমি কি দেখনি যে, মুজাযযিয (চিহ্ন ধরে বংশ উদ্‌ঘাটনকারী) যায়িদ ইব্ন হারিসা এবং উসামা ইব্ন যায়িদ-এর দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। এরপর সে বলেছে, এদের দু'জনের কদম একে অপর থেকে।

banglainternet.com

٦٣١٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُوْرٌ فَقَالَ اى عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزَ الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَاى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا وَبَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ-

৬৩১৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে প্রফুল্ল অবস্থায় এলেন এবং বললেন ঃ হে আয়েশা! (চিহ্ন ধরে বংশ উদ্‌ঘাটনকারী) মুদলিজী এসেছে তা কি তুমি দেখনি? এসেই সে উসামা এবং যায়িদ-এর দিকে নযর করেছে। তারা উভয়ে চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিল। তাদের মাথা ঢেকে রাখা ছিল। তবে তাদের পাগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন সে বলল, এদের পাগুলো একে অপর থেকে।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

শরীয়তের শাস্তি অধ্যায়

بَابُ مَا يَحْذَرُ مِنَ الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ হুদুদ (শরীয়তের শাস্তি) থেকে ভীতি প্রদর্শন

٢٨٢١ بَابُ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُنْزَعُ عَنْهُ نُوْرُ الْاِيْمَانِ فِى الزِّنَا

২৮২১. অনুচ্ছেদ ঃ যিনা ও শরাব পান। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ব্যভিচারের কারণে ঈমানের নূর দূর হয়ে যায়

٦٣١٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ اِلاَّ النُّهْبَةَ-

৬৩১৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মু'মিন থাকে না। কোন শরাব পানকারী শরাব পান করার সময় মু'মিন থাকে না। কোন চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না এবং কোন ছিনতাইকারী এমনভাবে ছিনতাই করে যে, মানুষ তা দেখার জন্য তাদের চোখ সেদিকে উত্তোলিত করে, তখন সে মু'মিন থাকে না।

ইব্‌ন শিহাব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাতে النهبة শব্দটি নেই।

banglainternet.com

٢٨٢٢ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

২৮২২. অনুচ্ছেদ ঃ শরাবপায়ীকে প্রহার করা

٦٣١٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ ابْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وحَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ-

৬৩১৬ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস ও হাফ্স ইব্ন উমর (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত এবং জুতা মেরেছেন। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

٢٨٢٣ بَابُ مَنْ اَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

২৮২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঘরের ভিতরে শরীয়তের শাস্তি দেওয়ার জন্য হুকুম দেয়

٦٣١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيْءَ بِالنُّعَيْمَانِ اَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ اَنْ يَضْرِبُوْهُ قَالَ فَضَرَبُوْهُ فَكُنْتُ اَنَا فِيْمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ-

৬৩১৭ কুতায়বা (র) ..... উক্বা ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নু'আয়মান অথবা (রাবীর সন্দেহ) নু'আয়মানের পুত্রকে শরাবপায়ী হিসাবে আনা হল। তখন নবী ﷺ ঘরে যারা ছিল তাদেরকে হুকুম করলেন একে প্রহার করার জন্যে। রাবী বলেন, তারা তাকে প্রহার করল, যারা তাকে জুতা মেরেছিল তাদের মাঝে আমিও একজন ছিলাম।

٢٨٢٤ بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ

২৮২৪. অনুচ্ছেদ ঃ বেত্রাঘাত এবং জুতা মারার বর্ণনা

٦٣١٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِنُعَيْمَانَ اَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَاَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ اَنْ يَضْرِبُوْهُ فَضَرَبُوْهُ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ فَكُنْتُ فِيْمَنْ ضَرَبَهُ-

৬৩১৮ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... উক্বা ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নু'আয়মান অথবা (রাবীর সন্দেহ) নু'আয়মানের পুত্রকে নবী ﷺ এর কাছে আনা হল নেশাগ্রস্ত অবস্থায়। এটা তাঁর কাছে অস্বস্তিকর মনে হল। তখন ঘরের ভিতরে যারা ছিল তিনি তাদেরকে হুকুম করলেন একে প্রহার করার জন্যে। সুতরাং তারা একে বেত্রাঘাত করল এবং জুতা মারল। রাবী বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিল, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

banglainternet.com

٦٣١٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ-

৬৩১৯ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত করেছেন এবং জুতা মেরেছেন। আর আবূ বকর (রা) চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

٦٣٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ اَنَسٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوْهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ، فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخْزَاكَ اللّٰهُ ، قَالَ لاَ تَقُوْلُوْا هٰكَذَا ، لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ-

৬৩২০ কুতায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল, সে শরাব পান করেছিল। তিনি বললেন ঃ একে তোমরা প্রহার কর। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন আমাদের মধ্যে কেউ হল তাকে হাত দিয়ে প্রহারকারী, কেউ হল জুতা দিয়ে প্রহারকারী, আর কেউ হল কাপড় দিয়ে প্রহারকারী। যখন সে প্রত্যাবর্তন করল। কেউ তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। নবী ﷺ বললেন ঃ এরূপ বলো না, শয়তানকে এর বিরুদ্ধে সাহায্য করো না।

٦٣٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيْدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ مَا كُنْتُ لاُقِيْمَ حَدًّا عَلٰى اَحَدٍ فَيَمُوْتُ فَاَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ اِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ فَاِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذٰلِكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ-

৬৩২১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র)..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করি আর সে তাতে মরে যায় তবে মনে কোন দুঃখ আসে না। কিন্তু শরাব পানকারী ব্যতীত। সে যদি মারা যায় তবে তার জন্য আমি দিয়াত দিয়ে থাকি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ শাস্তির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারণ করেননি।

٦٣٢٢ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُعَيْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِمْرَةِ اَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ فَنَقُوْمُ اِلَيْهِ بِاَيْدِيْنَا وَنِعَالِنَا وَاَرْدِيَتِنَا حَتّٰى كَانَ اٰخِرُ اِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ اَرْبَعِيْنَ حَتّٰى اِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوْا جَلَدَ ثَمَانِيْنَ-

banglainternet.com

৬৩২২ মাক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ....সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যমানায় ও আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে এবং উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে আমাদের কাছে যখন কোন মদ্যপায়ীকে আনা হত তখন আমরা তাকে হাত দিয়ে, জুতা দিয়ে এবং আমাদের চাদর দিয়ে তাদের প্রহার করতাম। এমনিভাবে যখন উমর (রা)-এর খিলাফতের শেষ সময় হল তখন তিনি চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন। আর এ সব মদ্যপ যখন সীমালংঘন করেছে এবং অনাচার করা শুরু করে দিয়েছে তখন আশিটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

٢٨٢٥ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَاَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

২৮২৫. অনুচ্ছেদ ঃ শরাব পানকারীকে লা'নত করা মাকরূহ এবং সে মুসলমান থেকে খারিজ নয়

٦٣٢٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَاُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَاَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَللّٰهُمَّ الْعَنْهُ مَا اَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَلْعَنُوْهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اَنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ-

৬৩২৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর যমানায় এক ব্যক্তি যার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ আর লকব ছিল হিমার। এ লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাসাত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শরাব পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। তিনি তাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। তাকে বেত্রাঘাত করা হল। তখন দলের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! তার উপর লা'নত বর্ষণ করুন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার আনা হল! তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাকে লা'নত করো না। আল্লাহ্‌র কসম। আমি তাকে জানি যে, সে অবশ্যই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।

٦٣٢٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَكْرَانَ فَقَامَ يَضْرِبُهُ فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَالَهُ اَخْزَاهُ اللّٰهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَكُوْنُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى اَخِيْكُمْ

banglainternet.com

৬৩২৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ-এর নিকট একটি মাতাল লোককে আনা হল। তিনি তাকে প্রহার করার জন্য দাঁড়ালেন। আমাদের

মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে এবং কেউবা কাপড় দিয়ে প্রহার করেছিল। লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলল, এর কি হল, আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।

٢٨٢٦ بَابُ السَّارِقِ حِيْنَ يَسْرِقُ

২৮২৬. অনুচ্ছেদ ঃ চোর যখন চুরি করে

٦٣٢٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ-

৬৩২৫ আমর ইব্ন আলী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না, যখন কিনা সে মু'মিন। এবং চোর চুরি করে না যখন কিনা সে মু'মিন।

٢٨٢٧ بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ اِذَا لَمْ يُسَمَّ

২৮২৭. অনুচ্ছেদ ঃ চোরের নাম না নিয়ে তার উপর লা'নত করা

٦٣٢٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ الْاَعْمَشُ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيْدِ ، وَالْحَبْلُ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوِي دَرَاهِمَ-

৬৩২৬ আমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াছ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চোরের উপর আল্লাহ্র লা'নত নিপতিত হয়, যখন সে একটি ডিম চুরি করে এবং এর জন্য তার হাত কাটা যায় এবং সে একটি রশি চুরি করে। এর জন্য তার হাত কাটা যায়। আমাশ (র) বলেন, ডিম দ্বারা লোহার টুক্রা এবং রশি দ্বারা কয়েক দিরহাম মূল্যমানের রশিকে বোঝানো হয়েছে।

٢٨٢٨ بَابُ الْحُدُوْدُ كَفَّارَةٌ

২৮২৮. অনুচ্ছেদ ঃ হুদুদ (শরীয়তের শাস্তি) (গুনাহ্র) কাফ্ফারা হয়ে যায়

٦٣٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايِعُوْنِيْ عَلَى اَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَقَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ كُلَّهَا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ وَهُوَ

banglainternet.com

كَفَّارَتُهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ-

৬৩২৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা নবী ﷺ -এর নিকট কোন এক মজলিসে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না এবং ব্যভিচার করবে না। এরপর তিনি এ আয়াত পুরা তিলাওয়াত করেন ঃ "তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি (বায়'আতের শর্তসমূহ) পুরা করে তার বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে। আর যে ব্যক্তি এর ভেতর থেকে কিছু করে বসে আর তার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়, তবে এটা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর যদি এর ভেতর থেকে কিছু করে বসে আর আল্লাহ্ তা'আলা তা গোপন রাখেন তবে এটা তাঁর ইখ্তিয়ার। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন।"

٢٨٢٩ بَابُ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى اِلاَّ فِىْ حَدٍّ اَوْ حَقٍّ

২৮২৯. অনুচ্ছেদ ঃ শরীয়তের কোন হদ্দ (শাস্তি) বা হক ব্যতীত মু'মিনের পিঠ সংরক্ষিত

٦٣٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَلاَ اَىُّ شَهْرٍ تَعْلَمُوْنَهُ اَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالَ اَلاَ شَهْرُنَا هٰذَا قَالَ اَلاَ اَىُّ بَلَدٍ تَعْلَمُوْنَهُ اَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوْا اَلاَ بَلَدُنَا هٰذَا قَالَ اَلاَ اَىُّ يَوْمٍ تَعْلَمُوْنَهُ اَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوْا اَلاَ يَوْمُنَا هٰذَا قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا ، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يُجِيْبُوْنَهُ اَلاَ نَعَمْ قَالَ وَيْحَكُمْ اَوْ وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُوْنَ بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

৬৩২৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে বললেন ঃ (হে লোক সকল!) কোন্ মাসকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? তাঁরা বললেন, আমাদের এ মাস নয় কি ? তিনি আবার বললেন ঃ তোমরা কোন্ শহরকে সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? সকলেই বললেন, আমাদের এ শহর নয় কি ? তিনি বললেন ঃ ওহে! কোন্ দিনকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? তাঁরা বললেন, আমাদের এ দিন নয় কি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রক্ত, ধন-সম্পদ ও সম্মানকে শরীয়তের হক ব্যতীত এমন পবিত্র করে দিয়েছেন, যেমন পবিত্র তোমাদের এ মাসে এ শহরের মাঝে আজকের এ দিনটিকে। ওহে! আমি কি পৌঁছিয়েছি ? এ কথাটি তিনি তিনবার উল্লেখ করলেন। আর প্রত্যেক বারেই লোকেরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমাদের জন্য আফসোস অথবা ধ্বংস! তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দানে আঘাত করে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

banglainternet.com

٢٨٣٠. بَابُ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ وَالْاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللّٰهِ

২৮৩০. অনুচ্ছেদ ঃ শরীয়তের হদসমূহ (শাস্তি) কায়েম করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজে প্রতিশোধ নেয়া

٦٣٢٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلَّا اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَاْثَمْ فَاِذَا كَانَ الْاِثْمُ كَانَ اَبْعَدَهُمَا مِنْهُ ، وَاللّٰهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْءٍ يُؤْتٰى اِلَيْهِ قَطُّ حَتّٰى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ-

৬৩২৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কে যখনই (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে) দু'টি কাজের মধ্যে ইখ্তিয়ার প্রদান করা হত, তখন তিনি তন্মধ্যে সহজতরটিকে বেছে নিতেন, যতক্ষণ না সেটা গুনাহ্র কাজ হত। যদি তা গুনাহ্র কাজ হত তবে তিনি তা থেকে অনেক দূরে থাকতেন। আল্লাহ্র কসম! তিনি কখনও তাঁর নিজের ব্যাপারে কোন কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্র হারামসমূহকে ছিন্ন করা হত। তা হয়ে থাকলে প্রতিশোধ নিতেন।

٢٨٣١ بَابُ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ

২৮৩১. অনুচ্ছেদ ঃ আশরাফ-আত্রাফ(উঁচু-নিচ) সকলের ক্ষেত্রে শরীয়তের শাস্তি কায়েম করা

٦٣٣٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي امْرَاَةٍ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيْعِ وَيَتْرُكُوْنَ عَلَى الشَّرِيْفِ ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذٰلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا-

৬৩৩০ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসামা (রা) জনৈকা মহিলার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কারণ তারা আত্রাফ (নিম্নশ্রেণীর) লোকদের উপর শরীয়তের শাস্তি কায়েম করত। আর শরীফ লোকদেরকে রেহাই দিত। ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জান, ফাতিমাও যদি এ কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

٢٨٣٢ بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ اِذَا رُفِعَ اِلَى السُّلْطَانِ

২৮৩২. অনুচ্ছেদ ঃ বাদশাহ্র কাছে যখন মুকাদ্দমা পেশ করা হয় তখন শরীয়তের শাস্তির বেলায় সুপারিশ করা অসমীচীন

banglainternet.com

٦٣٣١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّتْهُمُ الْمَرْاَةُ الْمَخْزُوْمِيَّةُ الَّتِيْ سَرَقَتْ ، قَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ الاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحُدُوْدَ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا-

৬৩৩১ সাঈদ ইবন সুলায়মান (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযুমী সম্প্রদায়ের জনৈকা মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল যে কিনা চুরি করেছিল। সাহাবাগণ বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রিয় পাত্র উসামা (রা) ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। তখন উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন এবং বললেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা, কোন সম্মানিত লোক যখন চুরি করত তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর হাত কেটে দেবে।

٢٨٣٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا وَفِىْ كَمْ تُقْطَعُ وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَةُ فِىْ امْرَاَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا لَيْسَ الاَّ ذٰلِكَ

২৮৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর (৫ ঃ ৩৮)। কি পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আলী (রা) কব্জি পর্যন্ত কর্তন করেছিলেন। আর কাতাদা (রা) এক নারী সম্পর্কে বলেছেন যে চুরি করেছিল, এতে তার বাম হাত কর্তন করা হয়েছিল। (কাতাদা বলেন) এ ছাড়া আর অন্য কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি

٦٣٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ اَخِى الزُّهْرِىِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ-

৬৩৩২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিক চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ (র) ইবন আখী যুহরী (র) ও মা'মার (র)..... যুহরী (র) থেকে ইবরাহীম ইব্ন সা'দ (র) এর অনুসরণে বর্ণনা করেছেন।

٦٣٣٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ-

banglainternet.com

৬৩৩৩ ইসমাঈল ইবন আবূ উওয়ায়স (র) ..... আয়েশা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একটি দীনারের এক-চতুর্থাংশ চুরি করায় হাত কাটা হবে।

٦٣٣٤ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُقْطَعُ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ-

৬৩৩৪ ইমরান ইবন মায়সারা (র),..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক দীনারের চতুর্থাংশ চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

٦٣٣٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ اَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ فِيْ ثَمَنِ مَجَنٍّ حَجَفَةٍ اَوْ تُرْسٍ-

৬৩৩৫ উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর যামানায় কোন চামড়া নির্মিত ঢাল বা সাধারণ ঢালের সমমূল্যের জিনিস চুরি করা ছাড়া হাত কাটা হত না।

٦٣٣٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ -

৬৩৩৬ উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে উক্তরূপ বর্ণনা করেন।

٦٣٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ اَدْنٰى مِنْ حَجَفَةٍ اَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُوْ ثَمَنٍ .

৬৩৩৭ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চামড়া নির্মিত ঢাল বা সাধারণ ঢাল যার প্রত্যেকটির মূল্য আছে, এর চেয়ে কমে চুরি করলে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায়) হাত কাটা হত না।

٦٣٣٨ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَخْبَرَنَا عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ اَدْنٰى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ اَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ مُرْسَلاً -

banglainternet.com

৬৩৩৮ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যামানায় কোন চোরের হাত কাটা হত না। যদি সে একটি চামড়ার ঢাল বা সাধারণ ঢাল যার প্রতিটির মূল্যমান এর চেয়ে কমে কিছু চুরি করত। উকি (র) ও ইব্‌ন ইদ্রিস (র) উরওয়া (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٦٣٣٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ-

৬৩৩৯ ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٦٣٤٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ، تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قِيْمَتُهُ-

৬৩৪০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٦٣٤١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ-

৬৩৪১ মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٦٣٤٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ-

৬৩৪২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তিন দিরহাম মূল্যমানের ঢাল চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কর্তন করেছেন।

٦٣٤٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ-

banglainternet.com

৬৩৪৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত বর্ষিত হয় চোরের উপর যে একটি ডিম চুরি করেছে তাতে তার হাত কাটা গিয়েছে বা একটি রশি চুরি করেছে আর তাতে তার হাত কাটা গিয়েছে।

٢٨٣٤ بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ

২৮৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ চোরের তওবা

٦٣٤٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ امْرَاَةٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَتْ تَاْتِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا-

৬৩৪৪ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক মহিলার হাত কর্তন করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন যে, সে মহিলাটি এরপরও আসত। আর আমি তার প্রয়োজনকে নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থাপন করতাম। মহিলাটি তওবা করেছিল এবং তার তওবা সুন্দর হয়েছে।

٦٣٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَهْطٍ فَقَالَ اُبَايِعُكُمْ عَلٰى اَنْ لاَّ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْنِيْ فِيْ مَعْرُوْفٍ ، فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُوْرٌ ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ ، فَذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قَطَعَ يَدَهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَحْدُوْدٍ اِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ-

৬৩৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ জু'ফী (র) ..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একটি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে বায়'আত করেছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের এ মর্মে বায়'আত করছি যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তান হত্যা করবে না, সামনে বা পিছনে কোন অপবাদ করবে না, বিধিসম্মত কাজে আমার অবাধ্যতা করবে না, তোমাদের মধ্যে যে আপন অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়িত করবে তার বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট। আর যে এগুলো থেকে কিছু করে ফেলবে আর সে জন্য দুনিয়াতে যদি তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে এটি হবে তার জন্য গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা এবং গুনাহ্‌র পবিত্রতা। আর যার (দোষ) আল্লাহ্ তা'আলা গোপন রেখেছেন তার মুয়ামিলা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে। (আল্লাহ্) ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

banglainternet.com

আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, চোর যদি হাত কেটে দেয়ার পর তাওবা করে তবে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে শরীয়তের শাস্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি লোকের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য যখন সে তওবা করবে, তখন তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

কাফের ও ধর্মত্যাগী

বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়

وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَلْاٰيَةُ

মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শাস্তি- আয়াতের শেষ পর্যন্ত

٦٣٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ وَاَسْلَمُوْا فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَاْتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا فَفَعَلُوْا فَصَحُّوْا فَارْتَدُّوْا وَقَتَلُوْا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوْا فَبَعَثَ فِيْ اَثَارِهِمْ فَاُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتّٰى مَاتُوْا-

৬৩৪৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্‌ল গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না। তাই তিনি তাদেরকে সাদাকার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুগ্ধপান করার আদেশ করলেন। তারা তা-ই করল। ফলে সুস্থ হয়ে গেল। অবশেষে তারা দীন ত্যাগ করে উটপালের রাখালদেরকে হত্যা করে সেগুলো নিয়ে চলল। এদিকে তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। তাদেরকে (ধরে) আনা হল। আর তাদের হাত-পা কাটলেন ও লৌহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দিলেন। কিন্তু তাদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দিলেন না। অবশেষে তারা মারা গেল।

banglainternet.com

٢٨٣٥ بَابُ لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوْا

২৮৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল

٦٣٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُوْ يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ الْعُرَنِيِّيْنَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا-

৬৩৪৭ মুহাম্মদ ইব্ন সাল্‌ত (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উরাইনা গোত্রীয় লোকদের (হাত, পা) কাটলেন, অথচ তাদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল।

٢٨٣٦ بَابُ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّوْنَ الْمُحَارِبُوْنَ حَتَّى مَاتُوْا

২৮৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদেরকে পানি পান করানো হয়নি; অবশেষে তারা মারা গেল

٦٣٤٨ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا فِي الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْغِنَا رِسْلاً فَقَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوْا بِإِبِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوْا وَسَمِنُوْا فَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ الصَّرِيْخُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِيْ أَثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ إِلاَّ أُتِيَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ أُلْقُوْا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَمَا سُقُوْا حَتَّى مَاتُوا. قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ-

৬৩৪৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকল গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ এর নিকট আসল। তারা সুফ্‌ফায় অবস্থান করত। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের জন্য দুধ তালাশ করুন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ ছাড়া কিছু পাচ্ছি না যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উটপালের কাছে যাবে। তারা সেগুলোর কাছে আসল। আর সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ ও মোটা তাজা হয়ে উঠল ও রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। নবী ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছলে তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র প্রখর হবার পূর্বেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তখন তিনি লৌহশলাকা আনার নির্দেশ দিলেন। তা গরম করে তদ্দ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দিলেন এবং তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল। অথচ লোহা গরম করে দাগ

banglainternet.com

লাগাননি। এরপর তাদেরকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে দেওয়া হল। তারা পানি পান করতে চাইল কিন্তু পান করানো হল না। অবশেষে তারা মারা গেল। আবূ কিলাবা (র) বলেন, তারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

٢٨٣٧ بَابُ سَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِيْنَ

২৮৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ বিদ্রোহীদের চক্ষুগুলো লৌহশলাকা দ্বারা ফুঁড়ে দিলেন

٦٣٤٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ عُكْلٍ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوْا فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَشَرِبُوْا حَتَّى إِذَا بَرِؤُا وَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوْا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَأُلْقُوْا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوْا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ -

৬৩৪৯ কুতায়বা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, যে উক্‌ল গোত্রের একদল (অথবা তিনি বলেন উরাইনা গোত্রের—আমার জানামতে তিনি উক্‌ল গোত্রেরই বলেছেন) মদীনায় এলো, তখন নবী ﷺ তাদেরকে দুগ্ধবতী উটের কাছে যাওয়ার নির্দেশ করলেন। তাদেরকে আরো নির্দেশ করলেন যেন তারা সে সব উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করে। তারা তা পান করল। অবশেষে যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল, তখন রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। ভোরে নবী ﷺ -এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র চড়ার আগেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্পর্কে তিনি নির্দেশ করলেন, তাদের হাত-পা কাটা হল। লৌহশলাকা দিয়ে তাদের চোখগুলো ফুঁড়ে দেয়া হল। এরপর প্রখর রৌদ্র তাপে ফেলে রাখা হল। তারা পানি পান করতে চাইল। কিন্তু পান করানো হল না। আবূ কিলাবা (র) বলেন, ঐ লোকগুলো এমন একটি দল যারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

٢٨٣٨ بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

২৮৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ অশ্লীলতা বর্জনকারীর ফযীলত

٦٤٥٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ

banglainternet.com

فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ فِي خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِيْنُهُ -

৬৩৫০ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সাত প্রকারের লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া হবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্; ২. আল্লাহ্র ইবাদতে নিয়োজিত যুবক; ৩. এমন যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে নির্জনে স্মরণ করে আর তার চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়; ৪. এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদে আটকে থাকে; ৫. এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করে; ৬. এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী রমণী নিজের দিকে আহ্বান করল; আর সে বলল, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি; ৭. এমন ব্যক্তি যে সাদকা করল আর এমন গোপনে করল যে, তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কি করে।

٦٣٥١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي خَلِيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ -

৬৩৫১ মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (র) ও খলীফা..... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে কেউ আমার জন্য তার দু'পা ও দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব নেবে আমি তার জন্য বেহেশতের দায়িত্ব নেব।

٢٨٣٩ بَابُ إِثْمِ الزُّنَاةِ قَوْلُ اللّٰهِ : وَلاَ يَزْنُوْنَ ، وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً

২৮৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারীদের পাপ। আল্লাহ্র বাণী ঃ আর তারা ব্যভিচার করে না (২৫ ঃ ৬৮) এবং তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ (১৭ ঃ ৩২)

٦٣٥٢ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لاَ يُحَدِّثُكُمُوْهُ أَحَدٌ بَعْدِيْ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ ، وَأَمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِلْخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ -

banglainternet.com

৬৩৫২ দাঊদ ইবন শাবীব (র).... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে আনাস (রা) বলেছেন যে, আমি তোমাদেরকে এমন এক হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পরে তোমাদেরকে কেউ বর্ণনা করবে না। আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না অথবা তিনি বলেছেন, কিয়ামতের পূর্ব নিদর্শনসমূহের মধ্যে হল এই যে, ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতার প্রসার ঘটবে, মদ পান করা হবে, ব্যাপকভাবে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কমবে, নারীর সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যে, পঞ্চাশ জন নারীর তত্ত্বাবধায়ক হবে একজন পুরুষ।

٦٣٥٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَيَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَيَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، قَالَ عِكْرِمَةُ ، قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ يُنْزَعُ الْاِيمَانُ مِنْهُ ؟ قَالَ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ –

৬৩৫৩ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন হিসেবে বহাল থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কোন চোর চুরি করে না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কেউ মদ পান করে না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কেউ হত্যা করে না। ইকরামা (র) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তার থেকে ঈমান কিভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয়? তিনি বললেন ঃ এভাবে। আর অঙ্গুলীগুলি পরস্পর জড়ালেন, এরপর অঙ্গুলীগুলি বের করলেন। যদি সে তাওবা করে তবে পূর্ববৎ এভাবে ফিরে আসে। এ বলে অঙ্গুলীগুলি পুনরায় পরস্পর জড়ালেন।

٦٣٥٤ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَيَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَيَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ –

৬৩৫৪ আদম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ব্যভিচারী ব্যভিচার করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপানকালে মু'মিন থাকে না। তবে তারপরও তওবা অবারিত।

٦٣٥٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ

banglainternet.com

اَجَلُ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ، قَالَ يَحْيٰى وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى وَاصِلٌ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِثْلَهُ ، قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ وَوَاصِلٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ اَبِى مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ -

৬৩৫৫ আমর ইব্ন আলী (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ পাপটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্র কোন সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত যিনা করা। ইয়াহ্ইয়া (র)—আবদুল্লাহ্ (রা) আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমর (র)—আবূ মায়সারা (র) বলেন—এটিকে ছেড়ে দাও, এটিকে ছেড়ে দাও।

٢٨٤. بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ مَنْ زَنٰى بِاُخْتِهِ حَدَّهُ حَدَّ الزَّانِى

২৮৪০. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিতকে রজম করা। হাসান (র) বলেন, যে স্বীয় বোনের সহিত যিনা করে তার উপর যিনার হদ প্রয়োগ হবে

٦٣٥٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ حِيْنَ رَجَمَ الْمَرْاَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬৩৫৬ আদাম (র)..... শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) জুম'আর দিন জনৈকা মহিলাকে যখন রজম করেন তখন বলেন, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নাত অনুযায়ী রজম করলাম।

٦٣٥٧ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى اَوْفٰى هَلْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ قَبْلَ سُوْرَةِ النُّوْرِ اَوْ بَعْدُ ؟ قَالَ لَا اَدْرِى-

৬৩৫৭ ইসহাক (র)..... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রজম করেছেন কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সূরায়ে নূর-এর আগে না পরে? তিনি বললেন, আমি অবগত নই।

٦٣٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ اَنَّهُ قَدْ زَنٰى فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ اُحْصِنَ-

banglainternet.com

৬৩৫৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এল। এসে বলল, সে যিনা করেছে এবং নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাকে রজম করা হলো। আর সে বিবাহিত ছিল।

٢٨٤١ بَابُ لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُوْنُ وَالْمَجْنُوْنَةُ وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ : اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يُفِيْقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يُدْرِكَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ-

২৮৪১. অনুচ্ছেদ ঃ পাগল ও পাগলিনীকে রজম করা যাবে না। আলী (রা) উমর (রা)-কে বললেন, আপনি কি জানেন না যে, পাগল থেকে জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত, বালক থেকে সাবালেগ না হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে?

٦٣٥٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حَتّٰى رَدَّدَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ دَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ ، قَالَ فَهَلْ اَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلّٰى ، فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَاَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ-

৬৩৫৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এল। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে ডেকে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমি যিনা করেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কথাটি সে চারবার পুনরাবৃত্তি করল। যখন সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল তখন নবী ﷺ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামীর দোষ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাকে নিয়ে যাও আর রজম করো। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি তার রজমকারীদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমরা তাকে জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করি। পাথরের আঘাত যখন তার অসহ্য হচ্ছিল তখন সে পালাতে লাগল। আমরা হার্‌রা নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম। আর সেখানে তাকে রজম করলাম।

banglainternet.com

٢٨٤٢ بَابُ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

২৮৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারীর জন্য পাথর

٦٣٦٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ابْنُ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَاسَوْدَةُ وَزَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ-

৬৩৬০ আবুল ওয়ালীদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ও ইব্ন যাম্আ (রা) ঝগড়া করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে আব্দ ইব্ন যামআ! এ সন্তান তোমারই। সন্তান শয্যাধিপতির। আর হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা কর। কুতায়বা (র) লায়স (র) থেকে আমাদেরকে এ বাক্যটি বেশি বলেছেন যে, ব্যভিচারীর জন্য পাথর।

٦٣٦١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ-

৬৩৬১ আদাম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বিছানা যার সন্তান তার। আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর।

٢٨٤٣ بَابُ الرَّجْمِ فِى الْبِلَاطِ

২৮৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ সমতল স্থানে রজম করা

٦٣٦٢ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَاخَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَهُوْدِىٍ وَيَهُوْدِيَّةٍ قَدْ اَحْدَثَا جَمِيْعًا ، فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجِدُوْنَ فِى كِتَابِكُمْ قَالُوْا اِنَّ اَحْبَارَنَا اَحْدَثُوْا تَحْمِيْمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ اُدْعُهُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِالتَّوْرَاةِ فَاُتِىَ بِهَا فَوَضَعَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى اٰيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ اِرْفَعْ يَدَكَ ، فَاِذَا اٰيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ وَاَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبِلَاطِ فَرَاَيْتُ الْيَهُوْدِىَّ اَجْنَأَ عَلَيْهَا-

৬৩৬২ মুহাম্মদ ইব্ন উসমান (র).... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক ইহুদী পুরুষ ও এক ইহুদী নারীকে হাযির করা হল। তারা উভয়েই যিনা করেছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের কিতাবে কি পাচ্ছ? তারা বলল, আমাদের পাদ্রীরা চেহারা কালো করার ও উভয়কে গাধার পিঠে বিপরীতমুখী বসিয়ে প্রদক্ষিণ করানোর রীতি চালু করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাদেরকে তাওরাত নিয়ে আসতে বলুন। এরপর তা নিয়ে আসা হল। তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর নিজের হাত রেখে দিল এবং এর অগ্র-পশ্চাৎ পড়তে লাগল। তখন ইব্ন সালাম (রা) তাকে বললেন, তোমার হাত উঠাও। (হাত উঠাতে দেখা গেল) তার হাতের

banglainternet.com

নিচে রয়েছে রজমের আয়াত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়ের সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন, উভয়কে রজম করা হল। ইব্ন উমর বলেন, তাদের উভয়কে সমতল স্থানে রজম করা হয়েছে। তখন ইহুদী পুরুষটাকে দেখেছি ইহুদী নারীটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

٢٨٤٤ بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

২৮৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহ্ ও জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করা

٦٣٦٢ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا وَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لاَ. قَالَ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ ، لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ سُئِلَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُّ قَالَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ فَقِيلَ لَهُ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ قَالَ لاَ-

৬৩৬৩ মাহ্মুদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে হাযির হয়ে যিনার স্বীকারোক্তি করল। তখন নবী ﷺ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি কি পাগল? সে বলল, না। তিনি তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে ঈদগাহে রজম করা হল। পাথর যখন তাকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তখন সে পালাতে লাগল। তারপর তাকে ধরা হল ও রজম করা হল। অবশেষে সে মারা গেল। নবী ﷺ তার সম্বন্ধে ভালো মন্তব্য করলেন ও তার সালাতে জানাযা আদায় করলেন। ইউনুস ও ইব্ন জুরাইজ (র) যুহরী (র) থেকে فصلى عليه বাক্যটি বলেননি। আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র)-কে প্রশ্ন করা হয়েছে- صلى عليه বর্ণনাটি কি বিশুদ্ধ? তিনি বললেন, এটিকে মা'মার বর্ণনা করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো-- এটিকে মা'মার ব্যতীত অন্যরা বর্ণনা করেছে কি? তিনি বললেন, না।

٢٨٤٥ بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ فَلاَ عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

banglainternet.com

২৮৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে এমন কোন অপরাধ করল যা হদ-এর আওতাভুক্ত নয় এবং সে ইমামকে অবগত করল। তবে তওবার পর তার উপর কোন শাস্তি প্রয়োগ হবে না, যখন সে ফতোয়া জানার জন্য আসে। আতা (র) বলেন, নবী ﷺ এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেননি। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, শাস্তি দেননি ঐ

ব্যক্তিকে, যে রমযানে স্ত্রী সংগম করেছে এবং উমর (রা) শাস্তি দেননি হরিণ শিকারীকে। এ ব্যাপারে আবূ উসমান (র) ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা রয়েছে

٦٣٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ . قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ ؟ قَالَ لاَ . قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا . وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ احْتَرَقْتُ . قَالَ مِمَّنْ ذَاكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ . قَالَ مَا عِنْدِي شَيْئٌ فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا . قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ . قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي مَا لأَهْلِي طَعَامٌ ؟ قَالَ فَكُلُوهُ–

৬৩৬৪ কুতায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রমযানে আপন স্ত্রীর সহিত যৌন সংযোগ করে ফেললো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফতোয়া জানতে চাইল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটি গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য তোমার আছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি দু'মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও।

লায়স (র)-এর সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে মসজিদে আসল। তখন সে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ তা কার সাথে? সে বলল, আমি রমযানের মধ্যে আমার স্ত্রীর সাথে সংগম করে ফেলেছি। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি সাদকা কর। সে বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। সে বসে রইল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি একটি গাধা হাঁকিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এল। আর তার সাথে ছিল খাদ্যদ্রব্য। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি অবগত নই যে, নবী ﷺ -এর কাছে কি আসল? অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি কোথায়? সে বলল, এই তো আমি। তিনি বললেন ঃ এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোকদের? আমার পরিবারের কাছে সামান্য আহার্যও নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে তা তোমরাই খেয়ে নাও।

٢٨٤٦ بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

২৮৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে কেউ শাস্তির স্বীকারোক্তি করল অথচ বিস্তারিত বলেনি, তখন ইমামের জন্য তা গোপন রাখা বৈধ কি?

banglainternet.com

٦٣٦٥ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلاَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي اَصَبْتُ حَدًا فَاَقِمْهُ عَلَيَّ وَلَمْ يَسْاَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ قَامَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي اَصَبْتُ حَدًا فَاَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللّٰهِ ، قَالَ اَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ اَوْ قَالَ حَدَّكَ-

৬৩৬৫ আবদুল কুদ্দুস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঘটনা আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। কিন্তু তিনি তাকে অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন না। আনাস (রা) বলেন। তখন সালাতের সময় এসে গেল। সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করল। যখন নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন, তখন সে ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি আমার সহিত সালাত আদায় করনি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমার গুনাহ্‌ মাফ করে দিয়েছেন। অথবা বললেন ঃ তোমার শাস্তি (মাফ করে দিয়েছেন)।

٢٨٤٧ بَابُ هَلْ يَقُوْلُ الْاِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ اَوْ غَمَزْتَ

২৮৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্বীকারোক্তিকারীকে ইমাম কি এ কথা বলতে পারে যে, সম্ভবত তুমি স্পর্শ করেছ অথবা ইশারা করেছ?

٦٣٦٦ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيْمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ اَوْ غَمَزْتَ اَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ اَنِكْتَهَا لاَ يَكْنِي ، قَالَ نَعَمْ فَعِنْدَ ذٰلِكَ اَمَرَ بِرَجْمِهِ-

৬৩৬৬ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ জু'ফী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মায়িয ইব্‌ন মালিক নবী ﷺ-এর নিকট এল তখন তাকে বললেন সম্ভবত তুমি চুম্বন খেয়েছ অথবা ইশারা করেছ অথবা (কু দৃষ্টিতে) তাকিয়েছ? সে বলল, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তার সাথে তুমি সঙ্গম করেছ? কথাটি অস্পষ্ট করে বলেননি। সে বলল, হ্যাঁ। তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন।

٢٨٤٨ بَابُ سُؤَالِ الْاِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ اَحْصَنْتَ

২৮৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বীকারোক্তিকারীকে ইমামের প্রশ্ন 'তুমি কি বিবাহিত'?

banglainternet.com

٦٣٦٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِي سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى زَنَيْتُ يُرِيْدُ نَفْسَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ فَتَنَحّٰى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِىْ اَعْرَضَ عَنْهُ قِبَلَهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِىِّ ﷺ الَّذِىْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . فَقَالَ اَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلّٰى . فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتّٰى اَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ-

৬৩৬৭ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। এসে তাঁকে ডাক দিল, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমি যিনা করেছি, সে নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছে। তখন তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে ঐদিকেই সরে দাঁড়াল, যে দিকটি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে সম্মুখে করলেন, এবং বলল হে আল্লাহ্র রাসূল। আমি যিনা করেছি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আর সে এদিকেই এল যে দিকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি যখন স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল তখন নবী ﷺ তাকে ডাকলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মধ্যে পাগলামী আছে কি? সে বলল, না, হে আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং রজম করো। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে এ হাদীস এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তার রজমকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা তাকে ঈদগাহে বা জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করেছি। পাথরের আঘাত যখন তাকে ব্যাকুল করে তুলল, তখন সে দ্রুত দৌড়াতে লাগল। অবশেষে আমরা হাররা নামক স্থানে তার নাগাল পাই এবং তাকে রজম করি।

٢٨٤٩ بَابُ الْاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا

২৮৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ যিনার স্বীকারোক্তি

٦٣٦٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِى الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالاَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ اَنْشُدُكَ اِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاْذَنْ لِى ؟ قَالَ قُلْ . قَالَ اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَاَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَاَلْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ ، فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلٰى ابْنِى جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَعَلٰى امْرَاَتِهِ الرَّجْمُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ

banglainternet.com

وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا اُنَيْسُ عَلَى امْرَاةِ هٰذَا ، فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ ، فَقَالَ اَشُكُّ فِيْهَا مِنَ الزُّهْرِىِّ ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا ، وَرُبَّمَا سَكَتُّ-

৬৩৬৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).....আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনাকে (আল্লাহ্র) কসম দিয়ে বলছি। আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব মত ফায়সালা করুন। তখন তার প্রতিপক্ষ লোকটি দাঁড়াল। আর সে তার চেয়ে বুদ্ধিমান ছিল। তাই সে বলল, আপনি আমাদের ফায়সালা আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী-ই করে দিন। আর আমাকে অনুমতি দিন। তিনি বললেন ঃ বল। সে বলল, আমার ছেলে ঐ ব্যক্তির অধীনে চাকর ছিল। সে তার স্ত্রীর সহিত যিনা করে ফেলে। আমি একশ' ছাগল ও একজন গোলামের বিনিময়ে তার সাথে আপোস করে নেই। তারপর আমি আলিমদের অনেককে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের শাস্তি একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম হলো তার স্ত্রীর শাস্তি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি কিতাবুল্লাহ্ অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের ফায়সালা করব। একশ' ছাগল ও গোলাম তোমার কাছে ফেরত যাবে। আর তোমার ছেলের উপর একশত কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যূষে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাবে। যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে রজম করবে। পরদিন প্রত্যূষে তিনি তার কাছে গেলেন। আর সে স্বীকার করল। ফলে তাকে রজম করলেন।

আমি সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ ব্যক্তি কি এ কথা বলেনি যে, "লোকেরা আমাকে বলেছে যে, আমার ছেলের ওপর রজম হবে। তখন তিনি বললেন, যুহ্রী (র) থেকে এ কথা শুনেছি কিনা, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে। তাই কখনো এ কথা বর্ণনা করি। আর কখনো চুপ থাকি।

٦٣٦٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتّٰى يَقُوْلَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَيُضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ اَلاَ وَاِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ اَحْصَنَ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَمْلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ ، قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ اَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ-

৬৩৬৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হবার পর কোন ব্যক্তি এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্র কিতাবে রজমের বিধান পাচ্ছি না। ফলে এমন একটি ফরয পরিত্যাগ করার দরুন তারা পথভ্রষ্ট হবে যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। সাবধান! যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে

banglainternet.com

তখন ব্যভিচারীর জন্য রজমের বিধান নিঃসন্দেহ অবধারিত। সুফিয়ান (র) বলেন, অনুরূপই আমি স্মরণ রেখেছি। সাবধান! রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন, আর আমরাও তারপরে রজম করেছি।

٢٨٥٠. بَابُ رَجْمُ الْحُبْلٰى مِنَ الزِّنَا اِذَا اَحْصَنَتْ

২৮৫০. অনুচ্ছেদ ঃ যিনার কারণে বিবাহিতা গর্ভবতী মহিলাকে রজম করা

٦٣٧٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اُقْرِئُ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا اَنَا فِى مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى اٰخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا اِذْ رَجَعَ اِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ لَوْ رَاَيْتَ رَجُلاً اَتَى اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ لَكَ فِى فُلاَنٍ يَقُوْلُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَوَ اللّٰهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ اَبِى بَكْرٍ اِلاَّ فَلْتَةً فَتَمَّتْ فَغَضِبَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ اِنِّى اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِى النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَغْصِبُوْهُمْ اُمُوْرَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رُعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ وَاِنَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ يَغْلِبُوْنَ عَلَى قُرْبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ فِى النَّاسِ وَاَنَا اَخْشَى اَنْ تَقُوْمَ فَتَقُوْلَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَاَلاَّ يَحُوْهَا وَاَلاَّ يَضَعُوْهَا مَوَاضِعَهَا فَاَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَاِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِاَهْلِ الْفِقْهِ وَاَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُوْلَ مَا قُلْتُ مُتَمَكِّنًا فَيَعِى اَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ فَيَضَعُوْهَا مَوَاضِعَهَا فَقَالَ عُمَرُ اَمَا وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَقُوْمَنَّ بِذٰلِكَ اَوَّلَ مَقَامٍ اَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فِى عَقِبِ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى اَجِدَ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا اِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِى رُكْبَتَهُ فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَاَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ لَيَقُوْلَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ فَاَنْكَرَ عَلَىَّ وَقَالَ مَا عَسَيْتَ اَنْ يَقُوْلَ مَالَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُوْنَ قَامَ فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ . ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّى قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِىْ اَنْ

banglainternet.com

اَقُوْلُهَا ، لاَ اَدْرِىْ لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَىْ اَجَلِىْ ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِىَ اَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ اُحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ يَكْذِبَ عَلَىَّ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فَقَرَاْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَاَخْشَى اِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ وَاللّٰهِ مَا نَجِدُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ وَالرَّجْمُ فِى كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى اِذَا اُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَبَلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ . ثُمَّ اِنَّا كُنَّا نَقْرَاُ فِيْمَا نَقْرَاُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَنْ لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَاِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ اَوْ اِنَّ كُفْرًا بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ اَلاَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُطْرُوْنِىْ كَمَا اُطْرِىَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ اَنْ يَقُوْلَ اِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ اَبِىْ بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ اَلاَ وَاِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْاَعْنَاقُ اِلَيْهِ مِثْلُ اَبِىْ بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يُبَايِعُ هُوَ وَلاَ الَّذِىْ بَايَعَهُ تِغِرَّةً اَنْ يُقْتَلاَ وَاِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِيْنَ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ اَنَّ الْاَنْصَارَ خَالَفُوْنَا وَاجْتَمَعُوْا بِاَسْرِهِمْ فِى سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِىٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لاَبِىْ بَكْرٍ يَا اَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى اِخْوَانِنَا هٰؤُلاَءِ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيْدُهُمْ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ ، لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ ، فَذَكَرَا مَا تَمَالاَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالاَ اَيْنَ تُرِيْدُوْنَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ ؟ فَقُلْنَا نُرِيْدُ اِخْوَانَنَا هٰؤُلاَءِ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالاَ لاَ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تَقْرَبُوْهُمْ اقْضُوْا اَمْرَكُمْ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَنَاْتِيَنَّهُمْ ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى اَتَيْنَاهُمْ فِى سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ ، فَاِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالُوْا هٰذَا سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ ، فَقُلْتُ مَا لَهُ لَهُمْ ؟ قَالُوْا يُوْعَكُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيْلاً تَشَهَّدَ خَطِيْبُهُمْ ، فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ وَكَتِيْبَةُ الْاِسْلاَمِ ، وَاَنْتُمْ

banglainternet.com

مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فَاِذَا هُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَخْتَزِلُوْنَا مِنْ اَصْلِنَا وَاَنْ يَحْضُنُوْنَا مِنَ الْاَمْرِ ، فَلَمَّا سَكَتَ اَرَدْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً اَعْجَبَتْنِى اُرِيْدُ اَنْ اُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَكُنْتُ اُدَارِىْ مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ ، فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى رِسْلِكَ ، فَكَرِهْتُ اَنْ اُغْضِبَهُ ، فَتَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ اَحْلَمَ مِنِّى وَاَوْقَرَ وَاللّٰهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ اَعْجَبَتْنِى فِى تَزْوِيْرِى اِلاَّ قَالَ فِى بَدِيْهَتِهِ مِثْلَهَا اَوْ اَفْضَلَ مِنْهَا حَتّٰى سَكَتَ ، فَقَالَ مَا ذَكَرْتُمْ فِيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَاَنْتُمْ لَهُ اَهْلٌ ، وَلَنْ يُعْرَفَ هٰذَا الْاَمْرُ اِلاَّ لِهٰذَا الْحَىِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ اَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَدْ رَضِيْتُ لَكُمْ اَحَدَ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوْا اَيَّهُمَا شِئْتُمْ ، فَاَخَذَ بِيَدِىْ وَبِيَدِ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ اَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللّٰهِ اَنْ اُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِىْ لاَ يُقَرِّبُنِىْ ذٰلِكَ مِنْ اِثْمٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَتَاَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ اَللّٰهُمَّ اِلاَّ اَنْ تُسَوِّلَ اِلَىَّ نَفْسِىْ عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لاَ اَجِدُهُ الْاٰنَ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ ، مِنَّا اَمِيْرٌ ، وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، فَكَثُرَ اللَّغَطُ ، وَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ ، حَتّٰى فَرِقْتُ مِنَ الْاِخْتِلاَفِ ، فَقُلْتُ اِبْسُطْ يَدَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْاَنْصَارُ ، وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، فَقُلْتُ قَتَلَ اللّٰهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَالَ عُمَرُ وَاِنَّا وَاللّٰهِ مَا وَجَدْنَا فِيْمَا حَضَرْنَا مِنْ اَمْرٍ اَقْوٰى مِنْ مُبَايَعَةِ اَبِىْ بَكْرٍ خَشِيْنَا اِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ اَنْ يُبَايِعُوْا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا فَاِمَّا تَابَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لاَ نَرْضٰى وَاِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُوْنُ فَسَادٌ اَفَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِىْ بَايَعَهُ تِغِرَّةً اَنْ يُقْتَلاَ-

৬৩৭০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাজিরদের কতক লোককে পড়াতাম। তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) অন্যতম ছিলেন। একদা আমি তাঁর মিনাস্থ বাড়িতে ছিলাম। তখন তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে তাঁর সর্বশেষ হজ্জে রয়েছেন। ইত্যবসরে আবদুর রহমান (রা) আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, যদি আপনি ঐ লোকটিকে দেখতেন, যে লোকটি আজ আমীরুল মু'মিনীন-এর কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কিছু করার আছে কি? যে লোকটি বলে থাকে যে, যদি উমর মারা যান

banglainternet.com

তাহলে অবশ্যই অমুকের হাতে বায়'আত করব। আল্লাহ্‌র কসম! আবূ বকরের বায়'আত আকস্মিক ব্যাপার-ই ছিল। ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি ভীষণভাবে রাগান্বিত হলেন। তাঁরপর বললেন, ইনশা আল্লাহ্‌ সন্ধ্যায় আমি অবশ্যই লোকদের মধ্যে দাঁড়াব আর তাদেরকে ঐসব লোকের থেকে সতর্ক করে দিব, যারা তাদের বিষয়াদি আত্মসাৎ করতে চায়। আবদুর রহমান (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এমনটা যেন না করেন। কেননা, হজ্জের মওসুম নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকদেরকে একত্রিত করে। আর এরাই আপনার নৈকটোর সুযোগে প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলবে, যখন আপনি লোকদের মধ্যে দাঁড়াবেন। আমার ভয় হচ্ছে, আপনি যখন দাঁড়িয়ে কোন কথা বলবেন তখন তা সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। আর তারা তা যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারবে না। আর যথাযথ স্থানে রাখতেও পারবে না। সুতরাং মদীনা পৌছা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আর তা হল হিজরত ও সুন্নাতের কেন্দ্রস্থল। ফলে তথায় জ্ঞানী ও সুধীবর্গের সঙ্গে মিলিত হবেন। আর যা বলার তা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারবেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনার কথাকে যথাযথভাবে আয়ত্ত করে নেবে ও যথাস্থানে ব্যবহার করবে। তখন উমর (রা) বললেন, জেনে রেখো! আল্লাহ্‌র কসম! ইনশাআল্লাহ্‌ আমি মদীনা পৌছার পর সর্বপ্রথম এ কাজটি নিয়ে ভাষণের জন্য দাঁড়াব। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন জুম'আর দিন এল সূর্য অস্তগমনোন্মুখের সাথে সাথে আমি মসজিদে গমন করলাম। পৌছে দেখলাম, সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল (রা) মিম্বরের গোড়ায় বসে আছেন, আমিও তার পার্শ্বে এমনভাবে বসলাম যেন আমার হাঁটু তার হাঁটুকে স্পর্শ করছে। অল্পক্ষণের মধ্যে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বেরিয়ে আসলেন। আমি যখন তাঁকে সামনের দিকে আসতে দেখলাম তখন সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইলকে বললাম, আজ সন্ধ্যায় অবশ্যই তিনি এমন কিছু কথা বলবেন যা তিনি খলীফা হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত বলেননি। কিন্তু তিনি আমার কথাটি উড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় না যে, তিনি এমন কোন কথা বলবেন, যা এর পূর্বে বলেননি। এরপর উমর (রা) মিম্বরের উপরে বসলেন। যখন মুয়ায্‌যিনগণ আযান থেকে ফারিগ হয়ে গেলেন তখন তিনি দাঁড়ালেন। আর আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মাবা'দ! আজ আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলতে চাই, যা আমারই বলা কর্তব্য। হয়তবা কথাটি আমার মৃত্যুর নিকটবর্তী মুহূর্তে হচ্ছে। তাই যে ব্যক্তি কথাগুলো যথাযথভাবে অনুধাবন করে সংরক্ষণ করবে সে যেন কথাগুলো ঐসব স্থানে পৌছিয়ে দেয় যেথায় তার সওয়ারী পৌছবে। আর যে ব্যক্তি কথাগুলো যথাযথভাবে অনুধাবন করতে আশংকাবোধ করছে আমি তার জন্য আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করা ঠিক মনে করছি না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ﷺ -কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এবং আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়াত। আমরা সে আয়াত পড়েছি, অনুধাবন করেছি, আয়ত্ত করেছি। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ রজম করেছেন। আমরাও তাঁর পরে রজম করেছি। আমি আশংকা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কোন ব্যক্তি এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে রজমের আয়াত পাচ্ছি না। ফলে তারা এমন একটি ফরয বর্জনের দরুন পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী এ ব্যক্তির উপর রজম অবধারিত, যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর যিনা করবে, চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে। অনুরূপভাবে আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে এও পড়তাম যে, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও

banglainternet.com

না। এটি তোমাদের জন্য কুফরী যে, তোমরা স্বীয় বাপ-দাদা থেকে বিমুখ হবে। অথবা বলেছেন, এটি তোমাদের জন্য কুফরী, যে স্বীয় বাবা-দাদা থেকে বিমুখ হবে জেনে রেখো! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেভাবে ঈসা ইব্‌ন মরিয়ামের সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করা হয়েছে। তোমরা বল, আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। এরপর আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, তোমাদের কেউ এ কথা বলছে যে, আল্লাহ্‌র কসম! যদি উমর মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আমি অমুকের হাতে বায়আত করব। কেউ যেন এ কথা বলে ধোঁকায় পতিত না হয় যে আবূ বকর-এর বায়আত আকস্মিক ঘটনা ছিল। ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। জেনে রেখো! তা অবশ্যই এরূপ ছিল। তবে আল্লাহ্ আকস্মিক বায়আতের ক্ষতি প্রতিহত করেছেন। সফর করে সওয়ারীসমূহের ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে-- এমন স্থান পর্যন্তদের মধ্যে আবূ বকরের ন্যায় কে আছে? যে কেউ মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির হাতে বায়আত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ঐ ব্যক্তিরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে। যখন আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ-কে ওফাত দান করেন, তখন আবূ বকর (রা) ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অবশ্য আনসারগণ আমাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা সবাই বনী সাঈদার চত্বরে সমবেত হয়েছেন। আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে আলী, যুবাইর ও তাঁদের সাথীরাও বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে মুহাজিরগণ আবূ বকরের কাছে সমবেত হলেন। তখন আমি আবূ বকরকে বললাম, হে আবূ বকর! আমাদেরকে নিয়ে আমাদের ঐ আনসার ভাইদের কাছে চলুন। আমরা তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যখন আমরা তাদের নিকটবর্তী হলাম তখন আমাদের সাথে তাদের দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল। তারা উভয়েই ঐ বিষয়ের আলোচনা করলেন, যে বিষয়ে লোকেরা ঐকমত্য করছিল। এরপর তারা বললেন, হে মুহাজির দল! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? তখন আমরা বললাম, আমরা আমাদের ঐ আনসার ভাইদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। তারা বললেন, না, আপনাদের তাদের নিকট না যাওয়াই উচিত। আপনারা আপনাদের বিষয় সমাপ্ত করে নিন। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব। আমরা চললাম। অবশেষে বনী সাঈদার চত্বরে তাদের কাছে এলাম। আমরা দেখতে পেলাম তাদের মাঝখানে এক ব্যক্তি বস্ত্রাবৃত অবস্থায় রয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ ব্যক্তি কে? তারা জবাব দিল ইনি সা'দ ইব্‌ন উবাদা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওনার কি হয়েছে? তারা বলল, তিনি জ্বরাক্রান্ত। আমরা কিছুক্ষণ বসার পরই তাদের খতীব উঠে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মাবা'দ। আমরা আল্লাহ্‌র (দীনের) সাহায্যকারী ও ইসলামের সেনাদল এবং তোমরা হে মুহাজির দল! একটি নগণ্য দল মাত্র; যে দলটি তোমাদের গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ এরা এখন আমাদেরকে মূল থেকে সরিয়ে দিতে এবং খিলাফত থেকে বঞ্চিত করে দিতে চাচ্ছে। যখন তিনি নীরব হয়ে গেলেন তখন আমি কিছু বলার মনস্থ করলাম। আর আমি পূর্ব থেকেই কিছু কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম, যা আমার কাছে ভাল লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলাম যে, আবূ বকর (রা)-এর সামনে কথাটি পেশ করব। আমি তার ভাষণ থেকে সৃষ্ট রাগকে কিছুটা প্রশমিত করতে মনস্থ করলাম। আমি যখন কথা বলতে চাইলাম তখন আবূ বকর (রা) বললেন, তুমি থাম। আমি তাকে রাগান্বিত করাটা পছন্দ করলাম না। তাই আবূ বকর (রা) কথা বললেন, আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে সহনশীল ও গম্ভীর। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি এমন কোন কথা বাদ দেননি যা আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। অথচ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অনুরূপ বরং তার

banglainternet.com

চেয়েও উত্তম কথা বললেন। অবশেষে তিনি কথা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবার বললেন, তোমরা তোমাদের ব্যাপারে যেসব উত্তম কাজের কথা উল্লেখ করেছ বস্তুত তোমরা এর উপযুক্ত। তবে খিলাফতের ব্যাপারটি কেবল এই কুরাইশ বংশের জন্য নির্ধারিত। তারা হচ্ছে বংশ ও আবাসভূমির দিক দিয়ে সর্বোত্তম আরব। আর আমি এ দু'জনের থেকে যে-কোন একজনকে তোমাদের জন্য মনোনয়ন করলাম। তাই তোমাদের ইচ্ছা যে-কোন একজনের হাতে বায়আত করে নাও। এরপর তিনি আমার ও আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহ্ (রা)-এর হাত ধরলেন। তিনি আমাদের মাঝখানেই বসা ছিলেন। আমি তাঁর এ কথা ছাড়া যত কথা বলেছেন কোনটাকে অপছন্দ করিনি। আল্লাহ্‌র কসম! আবূ বকর যে জাতির মধ্যে বর্তমান রয়েছেন সে জাতির উপর আমি শাসক নিযুক্ত হওয়ার চেয়ে এটাই শ্রেয় যে, আমাকে পেশ করে আমার ঘাড় ভেঙ্গে দেয়া হবে, ফলে তা আমাকে কোন গুনাহের কাছে আর নিয়ে যেতে পারবে না। হে আল্লাহ্! হয়ত আমার আত্মা আমার মৃত্যুর সময় এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, যা এখন আমি পাচ্ছি না। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি এ জাতির অভিজ্ঞ ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষের ন্যায় সম্ভ্রান্ত। হে কুরাইশগণ! আমাদের থেকে হবে এক আমীর আর তোমাদের থেকে হবে এক আমীর। এ পর্যায়ে অনেক কথা ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। আমি এ মতবিরোধের দরুন শংকিত হয়ে পড়লাম। তাই আমি বললাম, হে আবূ বকর! আপনি হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তাঁর হাতে বায়আত করলাম। মুহাজিরগণও তাঁর হাতে বায়আত করলেন। তারপর আনসারগণও তাঁর হাতে বায়আত করলেন। আর আমরা সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, তোমরা সা'দ ইব্ন উবাদাকে জানে মেরে ফেলেছ। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ সা'দ ইব্ন উবাদাকে হত্যা করেছেন। উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা সে সময়কার জরুরী বিষয়াদির মধ্যে আবূ বকরের বায়আতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুকে মনে করিনি। আমাদের ভয় ছিল যে, যদি বায়আতের কাজ অসম্পন্ন থাকে, আর এ জাতি থেকে পৃথক হয়ে যাই তাহলে তারা আমাদের পরে তাদের কারো হাতে বায়আত করে নিতে পারে। তারপর হয়ত আমাদেরকে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অনুসরণ করতে হত, না হয় তাদের বিরোধিতা করতে হত, ফলে তা মারাত্মক ফ্যাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। অতএব যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির হাতে বায়আত করবে তার অনুসরণ করা যাবে না। আর ঐ ব্যক্তিরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।

٢٨٥١ بَابُ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ اِلَى قَوْلِهِ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : رَافَةُ اِقَامَةُ الْحَدِّ

২৮৫১. অনুচ্ছেদ ঃ অবিবাহিত যুবক, যুবতী উভয়কে কশাঘাত করা হবে এবং নির্বাসিত করা হবে। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে..... বিশ্বাসীদের জন্য এদেরকে বিবাহ করা অবৈধ পর্যন্ত। (২৪ ঃ ২-৩) ইব্ন উয়ায়না (র) বলেন, رافة হদ প্রয়োগ (সহানুভূতি প্রদর্শন) করা।

banglainternet.com

٦٣٧١ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةُ-

৬৩৭১ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র)..... যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে নির্দেশ দিতে শুনেছি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে একশ' কশাঘাত করার ও এক বছরের জন্য নির্বাসনের, যে অবিবাহিত অবস্থায় যিনা করেছে। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) বলেছেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) নির্বাসিত করতেন। তারপর সর্বদাই এ সুন্নাত চালু রয়েছে।

٦٣٧٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ-

৬৩৭২ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে যে যিনা করেছে অথচ সে অবিবাহিত 'হদ' প্রয়োগসহ এক বছরের জন্য নির্বাসনের ফায়সালা করেছেন।

٢٨٥٢ بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ

২৮৫২. অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহ্গার ও হিজড়াদেরকে নির্বাসিত করা

٦٣٧٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ فُلَانًا-

৬৩৭৩ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ লা'নত করেছেন নারীরূপী পুরুষ ও পুরুষরূপী নারীদের উপর এবং বলেছেন ঃ তাদেরকে বের করে দাও তোমাদের ঘর হতে এবং তিনি অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন।

٢٨٥٣ بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

২৮৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্য কাউকে হদ প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করা

٦٣٧٤ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ

banglainternet.com

عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَزَعَمُوْا أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ ، فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيْدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا-

৬৩৭৪ আসিম ইব্ন আলী (র)..... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এল। এ সময় তিনি ছিলেন উপবিষ্ট। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবিক ফায়সালা করে দিন। এরপর তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল এবং বলল, এ সত্যই বলেছে হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবিক আমাদের ফায়সালা করে দিন। আমার ছেলে তার অধীনে চাকর ছিল, সে তার স্ত্রীর সহিত যিনা করে ফেলে। তখন লোকেরা আমাকে জানাল যে, আমার ছেলের উপর রজমের হুকুম হবে। ফলে আমি একশ' ছাগল ও একজন দাসীর বিনিময়ে আপোস করে নেই। এরপর আমি আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করি, তখন তাঁরা বললেন যে, আমার ছেলের দণ্ড হল একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। তা শুনে তিনি বললেন, কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দেব। ঐ ছাগল ও দাসীটি তোমার কাছে ফেরত যাবে এবং তোমার ছেলের ওপর অর্পিত হবে একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যূষে ঐ মহিলার কাছে যাও এবং তাকে রজম কর। উনাইস সকালে গেলেন ও তাকে রজম করলেন।

٢٨٥٤ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةَ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ زَوَانِي وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ أَخِلاَّءَ -

২৮৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের মধ্যে কারো সাধ্যী, বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (৪ ঃ ২৫) غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ -- অর্থ زَوَانِيْ (ব্যভিচারিণী) ولا متخذات اخدان অর্থ أَخِلاَّءُ (বন্ধু)

٢٨٥٥ بَابُ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ

২৮৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ দাসী যখন যিনা করে

٦٣٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ، ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ-

banglainternet.com

৬৩৭৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অবিবাহিতা দাসী যিনা করলে তার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন ঃ

সে যদি যিনা করে তাকে তোমরা কশাঘাত করবে। পুনঃ যদি যিনা করে তাহলেও কশাঘাত করবে। তারপরও যদি যিনা করে তাহলেও কশাঘাত করবে। এরপর তাকে একগুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে ফেলবে। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমি অবগত নই যে, (বিক্রির কথা) তৃতীয়বারের পর না চতুর্থবারের পর।

٢٨٥٦ بَابُ لاَ يُثْرَبُ عَلَى الاَمَةِ اِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى

২৮৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাসী যিনা করে বসলে তাকে তিরস্কার ও নির্বাসন দেওয়া যাবে না

٦٣٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا زَنَتِ الاَمَةُ فَتَبَيَّنَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَيُثْرَبْ ، ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثْرَبْ ، ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ، تَابَعَهُ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৩৭৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দাসী যখন যিনা করে আর প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন যেন তাকে কশাঘাত করে এবং তিরস্কার না করে। পুনরায় যদি যিনা করে তাহলেও যেন কশাঘাত করে, তিরস্কার না করে। যদি তৃতীয়বারও যিনা করে তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দেয়। ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (র) সাঈদ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে লায়স (র) এর অনুসরণ করেছেন।

٢٨٥٧ بَابُ اَحْكَامِ اَهْلِ الذِّمَّةِ وَاِحْصَانِهِمْ اِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوْا اِلَى الاِمَامِ

২৮৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মিরা যিনা করলে এবং ইমামের নিকট তাদের মোকদ্দমা পেশ করা হলে এবং তাদের ইহসান (বিবাহিত হওয়া) সম্পর্কিত বিধান

٦٣٧٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِي اَوْفٰى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ اَقَبْلَ النُّوْرِ اَمْ بَعْدُ؟ قَالَ لاَ اَدْرِي . تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْمُحَارِبِيُّ وَعَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَائِدَةُ وَالاَوَّلُ اَصَحُّ -

৬৩৭৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... শায়বানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আউফা (রা)-কে রজম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ রজম করেছেন। আমি বললাম, সূরায়ে নূরের (এ সম্পর্কীয় আয়াত নাযিলের) আগে না পরে? তিনি বললেন, তা আমি অবগত নই। আলী ইব্ন মুসহির, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ মুহারিবী ও আবিদা ইব্ন হুমায়দ (র) আশ-শায়বানী (র) থেকে আবদুল ওয়াহিদ এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

٦٣٧٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَاَةً زَنَيَا ،

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَجِدُوْنَ فِى التَّوْرَاةِ فِى شَانِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ اِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَاَتَوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا ، فَوَضَعَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى اٰيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَاَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَاِذَا فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ ، قَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ ، فَاَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا ، فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَا عَلَى الْمَرْاَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ -

৬৩৭৮ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে জানাল তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা তাওরাতে রজম সম্পর্কে কি পাচ্ছ? তারা বলল, তাদেরকে অপমান ও কশাঘাত করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, তোমরা মিথ্যে বলেছ। তাওরাতে অবশ্যই রজমের উল্লেখ রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এল এবং তা খুলল। আর তাদের একজন রজমের আয়াতের ওপর হাত রেখে দিয়ে তার আগপিছ পাঠ করল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে দেখা গেল যে, তাতে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তারা বলল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম সত্যই বলেছেন। হে মুহাম্মদ! তাতে রজমের আয়াত সত্যই বিদ্যমান রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয় সম্বন্ধে নির্দেশ করলেন এবং তাদের উভয়কে রজম করা হল। আমি দেখলাম, পুরুষটি নারীটির ওপর উপুড় হয়ে আছে। সে তাকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করছে।

٢٨٥٨ بَابُ اِذَا رَمَى امْرَاَتَهُ اَوِ امْرَاَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ اَنْ يَبْعَثَ اِلَيْهَا فَيَسْاَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ -

২৮৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক ও লোকদের কাছে আপন স্ত্রী বা অন্যের স্ত্রীর উপর যখন যিনার অভিযোগ করা হয় তখন বিচারকের জন্য কি জরুরী নয় যে, তার কাছে পাঠিয়ে তাকে ঐ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, যে বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে?

٦٣٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ ، وَقَالَ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُ مِنْهُمَا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاْذَنْ لِى اَنْ اَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَسِيْفُ الْاَجِيْرُ ، فَزَنَى بِامْرَاَتِهِ ، فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِى ثُمَّ

banglainternet.com

إِنِّيْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلٰى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلٰى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا -

৬৩৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তাদের বিবাদ নিয়ে এল। তাদের একজন বলল, আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন। অপরজন বলল, আর সে ছিল উভয়ের মধ্যে অধিক বিজ্ঞ, হাঁ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী আমাদের বিচার করে দিন। আর আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বল। সে বলল, আমার ছেলে তার মজুর ছিল। মালিক (রাবী) (র) বলেন, 'আসীফ' অর্থ মজুর। সে তার স্ত্রীর সহিত যিনা করে ফেলে। লোকেরা আমাকে বলল যে, আমার ছেলের ওপর হবে রজম। আমি এর বিনিময়ে তাকে একশ' ছাগল ও আমার একজন দাসী দিয়ে দেই। তারপর আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের শাস্তি একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম তার স্ত্রীর ওপর-ই প্রযোজ্য হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ জেনে রেখ! কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের ফায়সালা করব। তোমার ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরত আসবে এবং তার ছেলেকে একশ' কশাঘাত করলেন ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। আর উনাইস আস্‌লামী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যেন সে অপর ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যায় এবং যদি সে স্বীকার করে তাহলে যেন তাকে রজম করে। সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজম করল।

٢٨٥٩ بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُوْنَ السُّلْطَانِ ، وَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا صَلّٰى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ ، وَفَعَلَهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ

২৮৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশাসক ছাড়া অন্য কেউ যদি নিজ পরিবার কিংবা অন্য কাউকে শাসন করে। আবূ সাঈদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ নামায আদায় করে, আর কোন ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার ইচ্ছে করে, তাহলে সে যেন তাকে বাধা দেয়। সে যদি বাধা না মানে তাহলে যেন তার সাথে লড়াই করে। আবূ সাঈদ (রা) এরূপ করেছেন

٦٣٨٠ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلٰى فَخِذِيْ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ فَعَاتَبَنِيْ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ وَلَا يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ

banglainternet.com

৬৩৮০ ইসমাঈল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বকর (রা) এলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় মাথা মুবারক আমার উরুর ওপর রেখে আছেন। তখন তিনি বললেন, তুমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদেরকে আটকে রেখেছ, এদিকে তাদের পানির কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন ও স্বীয় হাত দিয়ে আমার কোমরে আঘাত করতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থানই আমাকে নড়াচড়া থেকে বিরত রাখছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন।

٦٣٨١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيْدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فَبِيَ الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ لَكَذَا وَكَذَا.

৬৩৮১ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বকর (রা) এলেন ও আমাকে খুব জোরে ঘুষি মারলেন এবং বললেন, তুমি লোকদেরকে একটি হারের জন্য আটকে রেখেছ। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থানের দরুন মৃত সদৃশ ছিলাম। অথচ তা আমাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে। সামনে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। لكز – وكز সমার্থ।

٢٨٦٠. بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

২৮৬০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর সহিত পরপুরুষকে দেখে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে

٦٣٨٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللّٰهُ أَغْيَرُ مِنِّي-

৬৩৮২ মূসা (র)......... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পরপুরুষকে দেখি তাহলে আমি তাকে তরবারীর ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব। তার এ উক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি সা'দ এর আত্মমর্যাদাবোধে বিস্মিত হচ্ছ? আমি ওর চেয়েও বেশি আত্মসম্মানী। আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও বেশি আত্মসম্মানের অধিকারী।

٢٨٦١ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيْضِ

২৮৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিষয়ে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা

٦٣٨٣ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ

banglainternet.com

أَوْرَقُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ قَالَ أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ.

৬৩৮৩ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কালো ছেলে জন্ম দিয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন ঃ সেগুলোর রং কি? সে বলল, লাল। তিনি বললেনঃ সেগুলোর মধ্যে কি ছাই বর্ণের কোন উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, এটা কোথা থেকে হল? সে বলল, আমার ধারণা যে, কোন শিরা (বংশমূল) একে টেনে এনেছে। তিনি বললেন, তাহলে হয়ত তোমার এ পুত্র একে কোন শিরা (বংশমূল) টেনে এনেছে।

٢٨٦٢ بَابُ كَمِ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ

২৮৬২. অনুচ্ছেদ ঃ শাস্তি ও শাসনের পরিমাণ কতটুকু

٦٣٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرٍ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ-

৬৩৮৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেনঃ আল্লাহ্র নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ কশাঘাতের উর্ধ্বে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।

٦٣٨٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ-

৬৩৮৫ আম্র ইব্ন আলী (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন একজন থেকে বর্ণনা করেন যিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ প্রহারের বেশি কোন শাস্তি নেই।

٦٣٨٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لاَ يُجْلَدُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ-

banglainternet.com

৬৩৮৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)..... আবূ বুরদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্যত্র দশ কশাঘাতের বেশি প্রয়োগ করা যাবে না।

٦٣٨٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ ، فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৩৮৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাগাতার সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো লাগাতার সিয়াম পালন করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার মত তোমাদের মধ্যে কে আছে? আমি তো রাত্রি যাপন করি এমন অবস্থায় যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। যখন তারা লাগাতার সিয়াম পালন থেকে বিরত থাকল না তখন তিনি একদিন তাদের সাথে লাগাতার (দিনের পর দিন) সিয়াম পালন করতে থাকলেন। এরপর যখন তারা নতুন চাঁদ দেখল তখন তিনি বললেন ঃ যদি তা আরো দেরি হতো তাহলে আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিতাম। কথাটি যেন শাসন স্বরূপ বললেন, যখন তারা বিরত রইল না। শুআয়ব, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও ইউনুস (র) যুহরী (র) থেকে উকায়ল (র) এর অনুসরণ করেছেন। আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٣٨٨ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ-

৬৩৮৮ আইয়াশ ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে প্রহার করা হত যখন তারা অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করত। তারা তা যেন তাদের স্থানে বিক্রি না করে যে পর্যন্ত না তারা তা আপন বিক্রয়স্থলে ওঠায়।

٦٣٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ-

banglainternet.com

৬৩৮৯ আবদান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য তার উপর আপতিত বিষয়ের কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র অলংঘনীয় সীমালঙ্ঘন করা হয়। এমন হলে তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।

٢٨٦٣ بَابُ مَنْ اَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَالتَّلَطُّخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

২৮৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত অশ্লীলতা ও অন্যের কলংকিত হওয়াকে প্রকাশ করে এবং অপবাদ রটায়

٦٣٩٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا اِنْ اَمْسَكْتُهَا قَالَ فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ اِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ ، وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَاَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِيْ يُكْرَهُ-

৬৩৯০ আলী (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'জন লি'আনকারীর ব্যাপারে দেখেছি যে, তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। আমি তখন পনের বছরের যুবক ছিলাম। এরপর তার স্বামী বলল, আমি যদি তাকে রেখে দেই তাহলে তার উপর আমি মিথ্যা আরোপ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যুহ্‌রী (র) থেকে তা স্মরণ রেখেছি যে, যদি সে এই এই আকৃতির সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সে সত্যবাদী। আর যদি এই এই আকৃতির সন্তান জন্ম দেয় যেন টিকটিকির ন্যায় লাল, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। আমি যুহ্‌রী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, সে সন্তানটি ঘৃণ্য আকৃতির জন্ম নেয়।

٦٣٩١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَاَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لاَ تِلْكَ امْرَاَةٌ اَعْلَنَتْ-

৬৩৯১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) ..... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) দু'জন লি'আনকারী সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাদ্দাদ (র) বললেন, এ কি সে মহিলা যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যদি কোন মহিলাকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম .....? তিনি বললেন, না। ওটা ঐ মহিলা যে প্রকাশ্যে অপকর্ম করত।

٦٣٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ وَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ اَنَّهُ وَجَدَ مَعَ اَهْلِهِ رَجُلاً قَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا اِلاَّ لِقَوْلِيْ فَذَهَبَ بِهِ اِلَى

banglainternet.com

النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَاَتَهُ. وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا. قَلِيْلَ اللَّحْمِ. سَبِطَ الشَّعْرِ. وَكَانَ الَّذِيْ ادُّعِيَ عَلَيْهِ اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ اَهْلِهِ اُدَمَ خَدْلاً كَثِيْرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ لاَ تِلْكَ امْرَاَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْاِسْلاَمِ السُّوْءَ-

৬৩৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর নিকট লি'আনকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন আসিম ইব্ন আদী (রা) তার সম্বন্ধে কিছু কটূক্তি করলেন। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। তখন তার স্বগোত্রের এক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর কাছে অন্য এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসিম (রা) বলেন, আমি আমার এ উক্তির দরুনই এ পরীক্ষায় পড়েছি। এরপর তিনি তাকে নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলেন। আর সে তাঁকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানাল যার সাথে তার স্ত্রীকে পেয়েছে। এ ব্যক্তিটি গৌর বর্ণ, হাল্কা-পাতলা, সোজা চুলবিশিষ্ট ছিল। আর যে ব্যক্তি সম্বন্ধে দাবি করেছে যে, সে তাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছে সে ছিল মেটে বর্ণের, মোটা গোড়ালী, স্থূল গোশ্তবিশিষ্ট। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহ্! স্পষ্ট করে দিন। ফলে সে মহিলাটি ঐ ব্যক্তি সদৃশ সন্তান জন্ম দিল যার কথা তার স্বামী উল্লেখ করেছিল যে, তাকে তার স্ত্রীর সাথে পেয়েছে। তখন নবী ﷺ উভয়ের মধ্যে লি'আন কার্যকর করলেন। তখন এক ব্যক্তি এ মজলিসেই ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলল, এটা কি সে মহিলা যার সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি আমি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম তাহলে একে রজম করতাম? তিনি বলেন, না। ওটা ঐ মহিলা যে ইসলামে থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে অপকর্ম করত।

٢٨٦٤ بَابُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ : وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً اِلٰى غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ الاٰيَةَ-

২৮৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা। আর যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত কর..... ক্ষমাশীল দয়ালু পর্যন্ত। (২৪ ঃ ৪-৫) যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২৪ ঃ ২৩)

banglainternet.com

٦٣٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ. وَاَكْلُ الرِّبَا. وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ. وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ-

৬৩৯৩ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, জাদু, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, সাধ্বী বিশ্বাসী সরলমনা রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

٢٨٦٥ بَابُ قَذْفِ الْعَبِيْدِ

২৮৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা

٦٣٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِىْءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ-

৬৩৯৪ মুসাদ্দাদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কেউ আপন ক্রীতদাসের প্রতি অপবাদ আরোপ করল। অথচ সে তা থেকে পবিত্র যা সে বলেছে। কিয়ামত দিবসে তাকে কশাঘাত করা হবে। তবে যদি এমনই হয় যেমন সে বলেছে (সে ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হবে না)।

٨٢٦٦ بَابُ هَلْ يَاْمُرُ الْاِمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ

২৮৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর হদ প্রয়োগ করার জন্য তিনি কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে পারেন কি? উমর (রা) এমনটা করেছেন

٦٣٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالاَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاْذَنْ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُلْ فَقَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا فِىْ اَهْلِ هٰذَا فَزَنٰى بِاِمْرَاَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، وَاِنِّىْ سَاَلْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَلَى ابْنِىْ جَلْدَ مِائَةٍ

banglainternet.com

وَتَغْرِيْبُ عَامٍ . وَاِنَّ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ . اَلْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ . وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. وَيَا اُنَيْسُ اُغْدُ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَسَلْهَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا-

৬৩৯৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল, আর সে ছিল তার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ এবং বলল, সে ঠিকই বলেছে। আপনি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে অনুমতি দিন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ বল। তখন সে বলল, আমার ছেলে এই ব্যক্তির পরিবারে মজুর ছিল, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে বসে। ফলে আমি একশ' ছাগল ও একটি গোলামের বিনিময়ে তার থেকে আপোস করে নেই। তারপর ক'জন আলিমকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার ছেলের ওপর একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। একশ' (ছাগল) আর গোলাম তোমার কাছে ফেরত হবে। আর তোমার ছেলের উপর আসবে একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যূষে মহিলার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করবে। সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজম করল।

banglainternet.com